কাঞ্চন মালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে মথুরা নগরে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব সুবিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ জ্ঞানোদ্দীপন নামধেয় একজন ধনাঢ্য লোক ছিলেন। তিনি একদা বিশ্রাম ভবনে উপবেশন পূর্ব্বক একখানি অভিনব পুস্তক পাঠ করিতে করিতে দেখিলেন তন্মধ্যে লিখিত আছে, "পুত্র বিনা এই সংসার অসার, শমীলতা তুল্য নীরস। বিশেষতঃ তনয়ের ঈষদ্দন্তোদ্ভাসিত সুচারু চন্দ্রানন সন্দর্শন না করিলে পুন্নামক নিরয় হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই।" পাঠ করিয়াই তাঁহার অন্তঃকরণ একবারে সুদুস্তর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইল। অনপত্যতা নিবন্ধন সংসারের প্রতি বিরক্তি জন্মিল। সমীর-সংক্ষুব্ধ মহোদধির ন্যায়, বাত্যা-পরিচালিত মহীরুহের ন্যায়, নিষাদ শরলক্ষিত কুরঙ্গের ন্যায় তাঁহার চিন্তানদী বাক্যাতীত বেগবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় ধীর বুদ্ধি প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই চঞ্চল চিত্তকে স্থিরীকৃত করিলেন। ভাবিলেন, যাঁহার প্রীতির ছায়াতে বাস করিয়া শরীর ও মনকে রক্ষা করিতেছি, যাঁহার নয়নের সমক্ষে জীবনের উন্নতি সাধন করিতেছি, সেই অন্তরের অন্তর প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই আমার মনোদুঃখ অপনয়ন করিতে পারিবে না, অতএব তাঁহারই শরণাপন্ন হই। মনোমধ্যে এবম্প্রকার পর্য্যালোচনা করিয়া অবিরত দীনজনে দান এবং একান্ত বিশুদ্ধ চিত্তে একান্তে বসিয়া জগৎপাতা জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিবস অতীত হইল। অলিক সুখপ্রদায়িনী আশালতা অমুকুলিতাবস্থাতেই বিশুষ্ক ভাব ধারণ করিল। ব্রাহ্মণ মনোভীষ্ট সিদ্ধি বাসনায় হতাশ হইয়া উত্তরোত্তর রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশধরসদৃশ মলিন হইতে লাগিলেন। পরিশেষে 'দেশ ভ্রমণে জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে, এরূপ

কিং বদন্তি আছে; আর আমারও প্রায় তৃতীয় কাল উপস্থিত, কি জানি. কোন্ দিন করালকালকবলে নিপতিত হইব, অতএব এই সময় তীর্থপর্য্যটন করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি' এইরূপ বিবেচনা-পরতন্ত্র হইয়া স্বল্পভার বহুমূল্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে ইনি পর্য্যটনে দৃঢ়-সংকল্প হন, সে সময় গমনোপযোগী একটিও পন্থা ছিল না। স্নুতরাং ইহাঁকে দুর্গম বনপথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে হইয়াছিল। প্রথম দিবস কতক দূর গমন করতঃ নিশাগমে এক প্রকাণ্ড পুরাতন তরুশাখায় অবস্থান করিয়া বিভাবরী যাপন করিলেন। তৎপর দিবসও ঐরূপ ক্লেশে অতিবাহিত হইল। এইরূপে প্রায় এক মাস কাল বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক আয়াসসাধ্য দুর্গম অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া এক উপত্যকা ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাহার দুই পার্শ্বে তরুরাজি নবমুকুলিত, সুশীতল দক্ষিণ সুগন্ধবহ গন্ধবহহিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত, কেহ বা ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। নির্ঝর হইতে ঝর ঝর শব্দে জলধারা পতিত হইয়া কর্ণকুহরের সার্থকতা এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের পবিত্রতা সাধন করিতেছে। বনজ পুষ্পের সুমধুর সৌগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছে। মধুকরেরা মধুলোভে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার মন একবারে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গেল। তত্রত্য এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া বিমোহিতচিত্তে স্বভাবের অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাকরের প্রভা মন্দীভূত হইয়া আসিল, আর পূর্ব্ববৎ প্রচণ্ড রহিল না। দিনমণি অনুপম তপ্ত কাঞ্চন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পশ্চিম গগণে বিলুপ্ত হইলেন। বিহঙ্গমকুল সমাকুলে কলরব করিয়া উঠিল। অন্ধকারের ভয়ানক ছবি স্বভাব দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। পথিক তখন আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না, আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোন্ দিকে গমন করিলে যে, চিরাভিলাষ পূর্ণ হইবে এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল। এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর রজনী এমন তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বনমণ্ডলীস্থ হিংস্র নিশাচরগণ নির্ভীক চিত্তে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। মধ্যে

মধ্যে তাহাদিগের চিৎকারে উপত্যকা ভূমি প্রকম্পিত এবং শৈলগুহা সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দেহী মাত্রেরই মনে ভয় আছে। পথিকের মনেও কথঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বহুদূর গমন করিয়া অদূরে একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন, মানসকন্দরে সাহসের উদয় হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে হুতাশনের সন্নিহিত হইয়া দেখেন, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্তলোচন, ভীষণমূর্ত্তি, কতকগুলি মনুষ্য অগ্নির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া ভয়ে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু,"বিপদে ধৈর্য্য, অভ্যুদয়ে ক্ষমা" পথিকের অভ্যাস ছিল বলিয়া তাঁহাকে চেতনাশূন্য হইতে হইল না। তিনি অতি যত্নে মনকে সংযত করিলেন এবং কাতরস্বরে "আমাকে রক্ষাকর" বলিয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু "তস্করস্য কুতোধর্ম্মঃ" তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্রই একবারে 'হল্লা' করিয়া সুদীর্ঘ যষ্টিসহকারে হননোদ্যত হইল। পথিক জীবনের আশায় নিরাশ হইয়া সজলনয়নে তন্মধ্যস্থ একজনের চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন "পিতঃ! অগ্রে আমার একটি কথা শ্রবণ করুন্, পরে বধ করিবেন।" আর্ত্তস্বর শ্রবণে হিংস্রপশুর মনেও দয়ার উদ্রেক হয়। বারম্বার তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া দস্যুদের মধ্য হইতে একজন কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল "কি বলিবি বল্"। পথিক অবসর পাইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি অর্থলোলুপ হইয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট যে কিছু সম্পত্তি আছে, সকলই প্রদান করিতেছি, আমাকে পরিত্যাগ করুন্।" তাহারা উত্তর করিল "আমরা কি নরমাংসলোলুপনিশাচর, যে মনুষ্যকে বধ করিয়া তদ্দ্বারা উদর পোষণ করি? কেবল অর্থ প্রত্যাশাতেই হত্যা করিয়া থাকি। যদি তোমার সমস্ত অর্থ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে হননের প্রয়োজন কি?" পথিকের অধর ঈষৎ হাস্যে কম্পিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলেন, যে সকল অর্থগৃধ্নু পিশাচেরা অকিঞ্চিৎকর ধন লালসায় জীবহিংসা করিয়া থাকে, তাহারা রাক্ষসেরও অধম। যাহাহউক, তাঁহার নিকট যে কিছু বহুমূল্য বস্তু ছিল, সকলই

তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন, কেবল পরিধেয় বসনমাত্র অবশিষ্ট রহিল। দস্যুগণ নানাবিধ রত্ন লাভে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিল "মহাশয়! আপনি অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করুন্। এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন বিভাবরী কালে একাকী এ পথে গমন করিবেন না। কি জানি, কোন বিপদ সংঘটন হইলেও হইতে পারে।" "পরগৃহেম্বাশঙ্কয়াকাকবৎ" পথিক এই কথাটি মনে মনে একবার উচ্চারণ করিলেন। সসর্পগেহে বাস করা কথনই কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। প্রতিক্ষণেই মৃত্যুকল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করেন, বিপদে পতিত হইলে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতাবলম্বী হইয়া চলা সুকঠিন। অগত্যা সেই অগ্নিকুণ্ডের এক পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সুনীল নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। স্তিমিত-জ্যোতি তারকানিকর একটি দুইটি করিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল। লোকের অবস্থা চিরদিন সমভাবে অতিবাহিত হয় না বলিয়াই যেন, বনমণ্ডলীস্থ পতত্রিগণ তমস্বিনীকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। নিশাচরগণ নিজ নিজ আবাসে প্রতিপ্রস্থান করিল। পূর্ব্বদিক রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইল। অন্ধকারের আর অহঙ্কার রহিল না, দিনকরের লোহিতলোচন সন্দর্শনে গিরিগুহা সমাশ্রয় করিতে লাগিল। পথিক আর বিলম্ব করিলেন না, তথাহইতে উঠিয়া লোকালয় প্রাপ্তি বাসনায় অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন্ দিকে গমন করিতেছেন অথবা সেইস্থান হইতে উত্তীর্ণ হইলে যে কোন্ স্থানে উপনীত হইবেন তাহার কিছুই জানিতেন না। ক্রমে উপত্যকা ভূমি অতিক্রম করিয়া পুনরায় এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর, মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে শোভা পাইতেছিলেন। জীব জন্তুগণ সকলেই নীরব, কেবল মধ্যে মধ্যে চাতকের কাতর স্বর অল্প অল্প শ্রবণ গোচর হইতেছিল।

পথিক আতপতাপিত এবং পথশ্রমে যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত হইয়াছিলেন, অগত্যা গমনে বিরত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। পরে তত্রস্থ এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ মূলে উপবেশন

করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। দেহ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন, মুখ-মণ্ডল জবা কুসুম সঙ্কাশ, চরণতল কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধির ধারায় অভিষিক্ত। কি করিবেন, নিরুপায়; ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অদূরস্থ দীর্ঘিকায় স্নান করিলেন। পরে পূজা অর্চ্চনাদি সমাধান পূর্ব্বক কতক গুলি বনজাত ফল মূল আহার ও সুশীতল জলপান করিয়া শরীর কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে দুর্গম গহন পথাবলম্বনে পুনরায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্যানী প্রবেশ মাত্রেই তাঁহার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। দেখিলেন, শাল, পিয়াল, তাল, তমাল, চন্দন প্রভৃতি অভ্রভেদী মহীরুহগণ এমনি নিয়মিতরূপে সংস্থাপিত, দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন সুচতুর উদ্যানপাল কর্ত্তৃক সযত্নে রোপিত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দিগন্ত-ব্যাপিনী সৌরভধারিণী লবঙ্গ ও মাধবীলতার অনুপম কুঞ্জে দ্বিরেফকুল সুমধুর মধুপানে উন্মত্ত হইয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করি-তেছে। শিখী সমূহ সুচারু নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। কোকিলকলাপ নবমুকুলিত অশোকশাখে অধিরোহণ করিয়া সুললিত কুহু কুহু রবে গান করিতেছে। সশাবক মৃগকদম্ব নির্ভয়ে শস্প ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও শূকর গণ্ডার মহিষ প্রভৃতি বন্য পশু দল দারুণ রবিকিরণে সন্তাপিত হইয়া পঙ্কিল পল্বলে সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ডকায় ভুজঙ্গমগণ বৃক্ষের আমূল অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পথিক এবম্প্রকার সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর গমন করিলেন। স্বভাবের আশ্চর্য্য শোভায় মন বিমোহিত হইয়া গেল। বিধাতার শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সকলেই ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়মের বশবর্ত্তী, সকলকেই পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয়। কমলিনীনাথ প্রখর করে ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীববৃন্দকে জ্বালাতন করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই যেন অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইয়া স্বকীয় প্রমদাবিরহে মনোবেদনা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। নলিনী জীবিতেশ্বরের অদর্শনে মলিনী হইয়া অবনত বদনে, সুদীন নয়নে, কাতর মনে, তুহিনচ্ছলে অশ্রুবর্ষণ করিতে

লাগিল। ধরাতল ক্রমশঃ অন্ধকারময় হইয়া আসিল, পক্ষিকুল আকুল হইয়া নিজ নিজ কুলায়াভিমুখে আগত হইতে লাগিল। শশধরের অবধারিত আগমন সময় অনুভব করিয়া তারকানিকর দিঙ্‌মণ্ডলে প্রকাশিত হইল। কুমুদিনী অনন্যমনা হইয়া প্রাণকান্তের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনতি-বিলম্বেই চন্দ্রমা নায়িকার চিত্তবিনোদনার্থ ছায়াপথে আসিয়া উপনীত হইলেন। কুমুদিনীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অমনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ মনোহর দশন বিকাশে হাস্য করিয়া উঠিল। ব্যাঘ্র, ভল্লূক, প্রভৃতির চিৎকারে, আশীবিষের গর্জ্জনে, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে মনোরম অরণ্য ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠিল। সঙ্কটসঙ্কুল ত্রিযামা সমাগত সন্দর্শনে পথিক যারপরনাই ভীত হইলেন। অদ্যই জীবনের শেষদিন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল, অবিলম্বেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইবেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইতে লাগিল। হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। দুই এক বিন্দু অশ্রু নয়নপ্রান্তভাগ হইতে বক্ষঃস্থলে আসিয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিলেন, পরিণামবিরস আপাত-মধুর জঘন্য সাংসারিক সুখ অনায়াসেই লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু দুশ্চেষ্ট কুপথগামী মনকে ধর্ম্মপথে নিয়োজিত করিতে হইলে এইরূপ নানাবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। যাহাহউক আবার ভাবিলেন যদি মৃত্যু হয়, তাহাতেই বা কি ? সকলকেই একদিন কালদশনে চর্ব্বিত হইতে হইবে। সকলেরই এই একমাত্র পথ। বিধাতা যদি প্রাণিসমূহকে চিরজীবী করিতেন, তাহাহইলে এই অসীম বিশ্ব কখনই তাঁহার নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত না— সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইত। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া বিচলিত মনকে সংযত করিলেন। হতাশা দূরাপসরিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে জীবি-তাশা পুনরুদ্দীপিত হইল। সাহসের সহিত দেহ পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। পুনরায় নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বন্যপথ ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিলেন। অনন্তর অস্পষ্ট ইন্দুকিরণে দেখিতে পাইলেন, অনতিদূরেই একটি দুরারোহ অত্যুচ্চ পর্ব্বত। পথ এমনি কণ্টকাকীর্ণ, যে মানবের অগম্য বলিয়া বোধ হয়। অমনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। আবার অব্যবহিত পরেই ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগি-

লেন। দ্বিযাম যামিনী অতীত, ধরাতল প্রায় নীরব; জীববৃন্দ নিদ্রাবেশে বিচেতন। কেবল নিশাচর জন্তুগণের কোলাহল অল্পাল্প শ্রবণগোচর হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতিরিঙ্গণ পরিবেষ্টিত তরুরাজি হীরক মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। প্রকৃতির সুচারু চন্দ্রানন গম্ভীর-ভাবে পরিপূর্ণ।

পথিক দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত বিপদ সংশ্লিষ্ট পথ উত্তীর্ণ হইয়া ভূধর সন্নিহিত হইলেন। পর্ব্বতোপরি আরোহণার্থ পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি অপ্রশস্ত পথ নয়ন গোচর হইল। হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। অমনি সেই পথ ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে এক সমুন্নত শিখরদেশে উপনীত হইলেন। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে দারুণ পর্য্যটন শ্রম একবারে দূর হইয়া গেল। নিকটস্থ সুবিমল, শীতল, প্রস্রবণ-জলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া এক প্রাচীন মহীরুহতল-বিন্যস্ত প্রশস্ত শিলোপরি উপবেশন করিলেন। অজ্ঞাতসারে নিদ্রা দেহকে অবসন্ন করিতে লাগিল। পথিক দেখিলেন, রাত্রি প্রায় অবসান হইয়াছে, ক্ষণ-কাল পরেই প্রভাত হইবে। অমনি ঈশ্বরোপাসনা সমাপনান্তে সেই শিলাশয্যাতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

উষাকালে শিখর দেশস্থ বিহগ কুলের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। পথিক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। সুখপ্রদায়িনী যামিনী তিমির বসন পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক শুভ্রবসন পরিধান করিল। তারানাথ সহদলবলে অস্তোন্মুখ হইলেন। দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। সহস্ররশ্মি-রশ্মি প্রভাবে প্রাচীদিক্ লোহিত মূর্ত্তি ধারণ করিল। জীববৃন্দের কোলাহলে ধরণীতল কম্পবান হইল। পথিক অমনি তথাহইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত অতিশয় মনোরম স্থান; ভগবানের অতুল কীর্ত্তি এক স্থানেই সন্নিবেশিত। এস্থানে আসিলে নাস্তিকদিগেরও হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ‘জগতের সাক্ষী-স্বরূপ, পাবনের পাবন, মুক্তি দাতা জগদীশ্বর আমার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত মানবের চিত্ত নির্ব্বিকার করণ মানসেই এরূপ নির্জ্জন, নির্দ্দোষ, সুখদ স্থান

নির্ম্মাণ করিয়াছেন।' পথিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি মনোহর স্বরলাসিকা তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল। অমনি চমকিত হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইলেন। পুনঃ শ্রবণ মানসে তদ্দিকে কর্ণপাত করিয়া রহিলেন। উপর্য্যুপরি দুই তিনবার শুনিলেন; কিন্তু কোন্ দিক হইতে যে এরূপ মনোমোহন ধ্বনি আসিতেছে, তাহার বিশেষ উপলব্ধি হইল না। পুনর্ব্বার কর্ণদান করিয়া—পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

অনতিদূর অতিক্রম করিয়াই অন্য এক শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। বেণুবাদকের দর্শন লালসায় চারিদিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে অদূরে দেখিতে পাইলেন, তাপসতরুতলে অষ্টাদশবর্ষীয়া একটি রমণী বেণুবাদন করিতেছেন। দেখিয়া, কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করতঃ তাঁহার অনুপম রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঘনবিনিন্দিত কেশজাল আলুলায়িত, আগুল্‌ফ লম্বিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত। সুচারু চন্দ্রানন, অলকা বিহীন হইয়া অকলঙ্ক পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোচন আকর্ণবিশ্রান্ত, কুরঙ্গিণীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ রেখাঙ্কিত, ঈষৎ আরক্ত। ভ্রূযুগল শরাসন বিশেষ। নাসিকা শুকচঞ্চুর ন্যায়, তিলফুলের ন্যায় সুদৃশ্য। গৃধিনীগঞ্জিত শ্রবণ যুগল অতি মনোরম। ভ্রমরাবলী পরিবেষ্টিত রক্তোৎপলের ন্যায়তাঁহার পূর্ণ কপোল কুটিল কুন্তলে সমাবৃত। বাহুযুগল করিকরের ন্যায় সুগোল। কটিদেশ অতিশয় ক্ষীণ।। হস্তপদাদির অঙ্গুলি চম্পককলি সদৃশ। সে রূপের তুলনা হয় না, স্থির সৌদামিনী বলিলেও সে রূপের তুলনা হয় না। ক্ষণ প্রভার প্রভা খরতর, সে রূপের স্নিগ্ধতা আছে। নয়ন তৃপ্তিকর, অপরূপ রূপ। মোহিনী মূর্ত্তি, বন্য দেবীমূর্ত্তি।

তাঁহাকে দেখিয়াই পথিকের মন একবারে বিস্ময় ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। নিশ্চল নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর বেণুবাদন সমাপন হইলে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া বন্যদেবী বিবেচনায় নমস্কার করিলেন। রমণী অকস্মাৎ একজন অপরিচিত জনের ঈদৃশ বিসদৃশ আচরণ সন্দর্শনে প্রথমতঃ কিছু লজ্জিত হইলেন। পরে যথাবিহিত

অভ্যর্থনা সহকারে বসিতে আসন প্রদর্শন করিলেন। পথিক উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু ঐ মরালগামিনী মৃদুমধুর হাসিনী রমণীর পরিচয়-শ্রবণ লালসা তাঁহার মনোমধ্যে এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, জিজ্ঞাসা না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। সমুৎসুকচিত্তে বলিলেন "দেবি! আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ কুল সমুজ্জ্বল করিয়াছেন? আপনি কে? ত্রিদিবনিবাসিনী অথবা মানবী? আমি জানিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছি, অনুকম্পা-পরবশ হইয়া আত্ম পরিচয় কীর্ত্তন করুন্।" রমণী বলিলেন "পিতঃ! এ হতভাগিনী চিরদুঃখিনীর অকিঞ্চিৎকর পরিচয় লইয়া আপনার কি ফল দর্শিবে? তবে যদি একান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়া থাকে, সময়ানুসারে বলিব। এক্ষণে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। বৃথা আপনাকে ক্লেশ দেওয়া আর আমার উচিত হইতেছে না, চলুন কুটিরে গমন করি।" পথিক রমণীর সদুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুটিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আশ্রমে উপনীত হইবামাত্রই রমণী পাদ্য অর্ঘ্য আনয়ন করিলেন। পাদধৌত করিতে উদ্যত হইলে পথিক তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন "বৎসে! আর তোমাকে এতদূর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। আমি তোমার অসামান্য সৌজন্য এবং সহৃদয়তা দর্শনে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছি। বোধ হয়, তুমি কোন মহৎকুলোদ্ভবা হইবে।" রমণী লজ্জাবনত বদনে ক্ষণকাল নিরুত্তরা হইয়া রহিলেন। পরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন "মহাত্মন্! আপনি এই পথাবলম্বনে গমন করিয়া প্রবাহিত পূত স্রোতস্বতী-জলে স্নান করিয়া আসুন। আমি আপনার আহারোপযোগী ফলমূল আহরণ করি।"

পথিক অমনি তথা হইতে উঠিয়া রমণী-নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বিস্ময়াভিভূত অন্তঃকরণ তরঙ্গাকুল তটিনীর ন্যায় নানাবিধ চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, এই নিরুপমা সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী কে? কি কারণেই বা এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে তপস্বিনী-বেশে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছে? বোধ হয়, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ থাকিবে। যাহাহউক, যতক্ষণ অবধি ইহার বিশেষ কারণ

শ্রবণ না করিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সংশয় দূর হইতেছে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তটিনী-তটে উপনীত হইয়া বিমল জীবনে স্নান এবং উপাস্য দেবতার উপাসনা সমাধান করিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এদিকে কামিনী ফলমূলাদি সমাহরণ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতেছিলেন, পথিককে সমাগত দেখিয়া বিহিত বিধানে অতিথি সৎকার করিলেন। পরে কুটিরাভ্যন্তরস্থ শিলোপরি বিশ্রাম করিতে বলিয়া আপনি স্নান করিতে গেলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখরের আরাধনা করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পথিকের ভোজনাবশিষ্ট কথঞ্চিৎ ফলমূল আহার ও সুশীতল জল পান করিয়া অন্যতর শিলাপট্টোপরি শয়ান হইলেন। ক্ষণকাল পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পথিক বলিলেন "বৎসে! তোমার পরিচয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া মদীয় সন্দেহ ভঞ্জন কর।" রমণী বলিলেন "পিতঃ! কেন আর এ অভাগিনীর বিস্মৃত শোকাগ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত করিবেন? বৃথা কেন আপনার বিমল, পবিত্র চিত্তকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করিবেন? শুনিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু, যখন দেখিলেন, পথিকের মন শ্রবণ-লালসায় এমনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে যে, কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, তখন বৃক্ষ-বল্কলে লিখিত কতকগুলি কবিতা পথিকের হস্তে দিলেন। পথিক আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"পতিভাবে পূজি পদ, সহকারতরু—
সহকারে উঠেছিল মাধবিকা লতা।
সমর্পিয়া প্রাণ তায়, হেরিয়া সুচারু,
সুখে ছিল কিছুদিন হয়ে অনুরতা।
বিধি হয়ে প্রতিকূল নিল তায় হরি।
পোহাল, ভাঙ্গিল ঘুম, সুখ-বিভাবরী॥

২

ছিল তরু দাঁড়াইয়ে প্রেমসিন্ধুতীরে,
নবীন পল্লবে বপু করি শোভাময় ;
জনম দুখিনী করি সতী রমণীরে,
কাটিল অকালে কাল কীট দুরাশয়।
অমনি পীরিতি সিন্ধু হইল কম্পিত।
চির বিচ্ছেদের ঢেউ উঠে আচম্বিত ॥

৩

হয়ে অনাথিনী ধনী যেন পাগলিনী,
কত বিলপিল তার নাহিক নির্ণয় ;
স্বদীন নয়ন জলে ভাসায়ে মেদিনী,
বলে সকাতর স্বরে 'হায় রে নিদয় !'
কিন্তু কি হইবে বল বিফল রোদনে।
কে লভে কোথায়, কাল অপহৃত-ধনে ?

৪

মুছিল নয়ন জল কিছু দিন পরে—
উদিয়া বৈরাগ্যভাব সন্তাপিত মনে ;
দেখিল চাহিয়া এই অসার-সংসারে,
বৃথা আলাপন যথা পথবাহি-সনে।
রসহীন হল ক্রমে বৈধব্য ভাবিয়া।
হতাশে মুকুলরাশি পড়িল ঝরিয়া ॥

৫

দুরন্ত যবনজাতি পাইয়া সুদিন,
বিমল প্রসূনচয় সৌরভে মোহিয়া ;
ধনগর্ব্বে অন্ধ হয়ে ধর্ম্ম কর্ম্মহীন—
আসিল তুলিতে ফুল স্বদলে লইয়া।
বামনে কি পারে কভু বিধু পরশিতে।
ডোবে কি ধর্ম্মের তরি, কলুষ বারিতে ?

৬

সম্মুহ বিপদ হেরি পতিরতা সতী,
ধরি সুশাণিত অসি প্রবেশিল রণে;
চামুণ্ডা যেমতি হয়ে কোপযুত মতি,—
অসুর নিপাত হেতু হরি আরোহণে ॥
নিজবাহু বলে বামা করি অরি জয়।
পাঠাইল কত জনে শমন আলয় ॥

৭

পরিশেষে ভুলি পিতা মাতা পরিজনে,
পতি-শোকে মনোদুখে যেন উন্মাদিনী;
সঙ্গোপনে একাকিনী পশিল বিজনে,
ত্যজিয়া মোহিনীবেশ, হয়ে তপস্বিনী।
তদবধি ভবেশেরে ভাবে মনে মনে।
নাহি চায় ফিরে আর সংসারের পানে ॥

৮

কতজনে প্রাণপণে কত অন্বেষিল,
ছিঁড়িতে সমূলে লতা সুচারু শোভন;
কিন্তু না পূরিল আশা নিরাশ হইল,
পারে কি স্পর্শিতে অঙ্গ হইয়া যবন?
প্রহরী হইয়ে ধর্ম্ম রাখিল লুকায়ে।
ফিরে গেল শত্রুদল হতাশ হইয়ে ॥

৯

হায় রে জানিত কেবা হইবে এমন?
জলদ গর্জ্জনে ধরা ধর প্রকম্পিত;
তমোজালে বিনাশিবে সহস্র কিরণ,
মন্দানিলে বারিনিধি হবে বিচলিত।
রাহুগ্রস্ত পূর্ণ শশী উজলবদন।
যবনাস্ত হবে কভু দিল্লি-সিংহাসন!!

১০

কে জানিত সুখরবি যাবে অস্তাচলে,
ডুবায়ে ভারতে ঘোর দুঃখের-সাগরে ;
রণসাজে ম্লেচ্ছগণ আসি দলবলে—
বিক্রম কেশরী বীরে নাশিবে সমরে।
হয়ে হীনবীর্য্য যত আর্য্য-সেনাগণ।
বুদ্ধে বিচক্ষণ, যুদ্ধে হারাবে জীবন !!

১১

কে জানিত অভ্রভেদী হিমালয় চূড়া—
সুন্দর পাষাণময় দৃঢ় কলেবর ;
উল্কাপিণ্ড পতনেতে হয়ে যাবে গুঁড়া,
মোহন মূরতি হবে ধূলায় ধূসর।
মাতঙ্গ ত্যজিবে প্রাণ পতঙ্গ দংশনে।
পেষিত মার্জ্জার হবে মূষিক দশনে !!

১২

আহা ! ফেটে যায় বুক করিতে বর্ণন,
কত যে সয়েছে দুঃখ এ অবলা বালা ;
বোধ হয় বিধি মোরে করেছে সৃজন,
সঙ্গোপনে চিরদিন সহিবারে জ্বালা।
তাই আজি অভাগিনী সন্ন্যাসিনী বেশে।
নির্জ্জনে যাপয় দিন ত্যজিয়া স্বদেশে ॥”

পথিক এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতে ছিলেন এবং তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। পাঠ শেষে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া—বলিলেন “বৎসে ! এ তোমার সুকোমল লেখনী বিনির্গত তোমারি বৃত্তান্ত দেখিতেছি। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ! যাহাহউক এই শোকময় সংক্ষেপ পরিচয় শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতেছে। অনুগ্রহবিশেষে আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া মদীয় সুমহৎ কৌতূহল চরিতার্থ কর।” রমণী বলিলেন “মহা-

ভাগ! এ হতভাগিনীর বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক ঘটনাপূর্ণ, অতি দীর্ঘ। অদ্য রজনী সমুপস্থিত, এখানে বিশ্রাম করিয়া আপনার পর্য্যটন ক্লেশ অপগত করুন্; কল্য প্রভাতে ভবদীয় ঐকান্তিক অনুরোধ পূর্ণ করিব।" এই বলিয়া রমণী তাঁহার আহারার্থ বিবিধ ফল মূল প্রদান করিলেন এবং শয়নার্থ একটী স্বতন্ত্র শয্যা প্রদর্শন করিলেন। পথিক আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয্যাস্থ হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রভাতে পথিক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান ও প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া কৌতূহলপূর্ণ হৃদয়ে শিলাখণ্ডোপরি উপবিষ্ট হইলেন, কাঞ্চনমালা অন্যতর শিলাখণ্ডে আসীন হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে কান্যকুব্জনামে এক পরম রমণীয় জনপদ আছে, যে স্থানে খরস্রোতশালিনী গঙ্গানদী নিয়ত কল কল রবে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছেন; বণিকদিগের অপরিসীম পরিশ্রমে এবং বিপুল সম্পত্তি প্রভাবে যাহার নাম দেশ দেশান্তে বিখ্যাত হইয়াছে; যাহার বিমল যশঃ সৌরভে ভারত ভূমি রত্নগর্ভা নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় মহাবল পরাক্রান্ত, প্রজারঞ্জন জয়চন্দ্র রাঠোর নামে এক নরপতি আছেন। তাঁহার লোকাতীত শৌর্য্য বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্যতা প্রভৃতি সদ্গুণে বশীভূত হইয়া কুমারিকাখণ্ডস্থ করায়ত্ত রাজগণ নতশিরে কর প্রদান করিয়া থাকেন। ভূপতির আর অন্য সন্তান সন্ততি কিছুই নাই, এই হতভাগিনীই তাঁহার একমাত্র অপত্য। শুনিয়াছি, মদীয় জন্ম উপলক্ষে মহারাজ তিনবৎসর কাল প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন অনাথ, দরিদ্র, আপন্ন প্রভৃতি ব্যক্তি দিগকে নানাবিধ অমূল্য রত্ন প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। নৃত্য গীত, আমোদ কৌতুকে নগরী মহোৎসবময় হইয়া উঠিয়াছিল। জানপদবর্গের আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না। যাহাহউক, ক্রমে একমাস, দ্বিমাস, ত্রিমাস, পঞ্চমাস অতীত হইলে পিতা মহাসমারোহে অন্নপ্রাশনাদি লৌকিক ক্রিয়া সমাধান পূর্ব্বক এ অভাগিনীর নাম "কাঞ্চনমালা" রাখিলেন। পিতা আমাকে যারপর নাই স্নেহ করিতেন। কি অশন, কি শয়ন সর্ব্বক্ষণই নিকটে রাখিতে ভাল বাসিতেন। এক মুহূর্ত্ত নয়নের অন্তরালে রাখিতেন না। এমন কি, যৎকালে বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, তখনও আমাকে সিংহাসনের একপার্শ্বে বসাইয়া রাখিতেন।

এইরূপে বাল্যক্রীড়ায় চারি বৎসর কাল গত হইলে, পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে পিতা আমাকে সুনিপুণ, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, গম্ভীরপ্রকৃতি এক শিক্ষক হস্তে ন্যস্ত করেন। আমিও বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমান্বয়ে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, অঙ্কবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি যাবন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলাম। পিতা অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে আমাকে নানা শাস্ত্রকোবিদ্ বিশেষতঃ শস্ত্রবিদ্যাবিষারদ দেখিয়া একেবারে আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর আমি কালসহকারে ক্রমে ক্রমে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলাম। বাহুযুগলের সহিত আশালতা হৃদয় ক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই অসার সংসারকে সুখময় স্থান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবী প্রণয়েচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা অন্তেবাসিনীগণের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে আমি একদা শয়নাগারে উপবিষ্ট হইয়া মুকুরে মুখদর্শন করিতেছি, ইত্যবসরে পিতাকে মদীয় প্রকোষ্ঠাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলাম। পিতা তদুপরি আসীন হইয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন "কাঞ্চন মালে! আমার প্রায় চরমকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। অতএব এক্ষণে এই মনস্থ করিয়াছি যে, অত্যল্প কাল মধ্যে তোমার উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি। ইহাতে তোমার অভিমত কি?" আমি সস্মিতবদনে বলিলাম, "পিতঃ! অনূঢ়াবস্থায় দুহিতার উপর পিতামাতার সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে। আপনি যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, আমি তাঁহারই দয়িতা হইব। তবে বাল্যাবস্থা হইতে মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়াছি যে, মনোনীত না হইলে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।" এই বলিয়া মৌনাবলম্বনে রহিলাম। পিতা আমার উত্তর শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "বৎসে! তোমার এ সঙ্কল্প যুক্তিসিদ্ধ বটে। আমি অবিলম্বেই রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া তোমার মনোভীষ্ট সাধন করিব। যাহাহউক, আমি এক্ষণে সভামণ্ডপে প্রস্থান করি" এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

পিতা বহির্গমন করিলে পর আমি মনে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। বালস্বভাব প্রযুক্ত নানাপ্রকার অমূলক যুক্তি স্থির করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমি সভাতলে উপনীত হইয়া যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপ-গুণ-সম্পন্ন দেখিব, তাঁহাকেই বররূপে মাল্য প্রদান করিব। কিন্তু যদি কেহই আমার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আমন্ত্রিতগণকে হতাদর করা হইবে, পিতা তিরস্কার করিবেন, সভাস্থদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। এইরূপ কল্পিত ভাবনায় মন দোলার ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া হিতাহিত বিবেচনা-পরিশূন্য একপ্রকার জড়ের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এদিকে পিতার আদেশানুসারে চতুর্দ্দিক্ সুসজ্জিত হইতে লাগিল। নগরী মনোহর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া সালঙ্কৃতা সুন্দরী কামিনীর ন্যায় লোচনানন্দদায়িনী হইয়া উঠিল। নর্ত্তকীর নৃত্য, তানলয়বিশুদ্ধ গীত, মনোরম বাদ্য এবং প্রজাবৃন্দের অপরিসীম আনন্দ চারিদিক্ মহোৎসবময় করিয়া তুলিল।

অনন্তর নির্দ্দিস্ট দিবস সমাগত হইলে অবিরল মঙ্গল সূচক শঙ্খধ্বনি ও মৃদঙ্গ, বীণা, মুরজা, জয়ঢক্কা প্রভৃতির গগণ-স্পর্শী জয় জয় শব্দে রাজভবন কোলাহলময় হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিতেরা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা সহকারে সভাস্থলে গৃহীত হইতে লাগিলেন। নানাদিগ্‌দেশস্থ মানবগণ কেহ ধনাকাঙ্ক্ষী, কেহ মানাকাঙ্ক্ষী, কেহ বা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া একত্রিত হইতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষা রব, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনি, রথের ঘর্ ঘর্ শব্দ এবং বহুসংখ্যক লোকের একত্র সমাগমে অসহ্য ভার বেদনায় অস্থির হইয়া নগরী যেন কাঁপিতেছে বোধ হইতে লাগিল। প্রতিবেশী পুরন্ধ্রীবর্গ দর্শনার্থী হইয়া একে একে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আহা! সে দিন কি অনন্দেই গত হইয়াছে। এক্ষণে স্মরণ করিলে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক বালিকা, সকলেরই সহাস্যবদন; সকলেরই অন্তঃকরণ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসে পরিপ্লুত। পরিচারিণীগণ আমাকে তৎকালোচিত, সুবর্ণমণ্ডিত, হীরকখচিত নানাবিধ অমূল্য

অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। প্রসাধন সমাধান হইলে পিতার অনুমত্যনুসারে একখানি শিবিকা আসিয়া সমুপস্থিত হইল। আমি একে একে জননী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। সমবয়স্কাদিগের সহিত নানাপ্রকার মিস্টালাপ ও শিস্টাচার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা, 'তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হউক, এই সসাগরা সদ্বীপা মহীমণ্ডলের ঈশ্বরী হও' এবম্বিধ নানাপ্রকার আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পুরঃসর আমাকে শিবিকারূঢ় করিয়া দিলেন। হেমাঙ্গিনী নাম্নী একটি পরিচারিণী আমার সমভিব্যাহারে চলিল।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলাম। কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে উপনীত হইয়া একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব সুবর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া, মদীয় সমভিব্যাহারিণী তাম্বুল-করঙ্কবাহিনীকে বলিলাম "সখি হেমাঙ্গিনি! এই দ্বারদেশে দ্বারীরূপে প্রতিষ্ঠিত এটী কাহার প্রতিমূর্ত্তি বলিতে পার?" হেমাঙ্গিনী বলিল "সুলোচনে! ইহা হস্তিনাপুরাধিপতি পৃথুরাজার প্রতিমূর্ত্তি।" আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলাম "সখি! মহারাজ রাজেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কি কারণে এরূপ অসংলগ্ন স্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে? কি জন্যই বা তাঁহার এপ্রকার হতাদর করা হইয়াছে?" হেমাঙ্গিনী বলিল "রাজনন্দিনি! এই স্বয়ম্বরোপলক্ষে নানাদেশীয় নরপতিগণ সমাগত হইয়াছেন, কেবল দিল্লীশ্বর ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সভাস্থ হয়েন নাই। রাজারাই যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ, রাজাবিহীনে যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া থাকে; তাই আমাদিগের মহারাজ জ্যোতির্ব্বিদগণের উপদেশানুসারে তাঁহার কাঞ্চনময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং আপনাকে অবমানিত বিবেচনায় ক্রোধান্ধ হইয়া দ্বারদেশে দ্বারীরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন।" আমি পরিচারিণী প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। তাঁহার গর্হিতাচরণ সন্দর্শনে মনে ঘৃণার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, মূর্খেরাই আপনাকে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহারা আপনাপেক্ষা অন্য জনকে গুণশালী দেখিলে যেরূপ অবমানিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

কিন্তু পিতা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও কেন এরূপ জ্বলন্ত অনলে হস্ত প্রদান করিলেন? সামান্য মণ্ডূক হইয়া কেনই বা দিল্লীশ্বরের সহিত বিরোধ করিবার উদ্যোগ করিলেন? আমি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সঙ্গিনীকে বলিলাম "সখি! বৃথা আর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত হইতেছে না, চল, সভামণ্ডপে গমন করি।" হেমাঙ্গিনী আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর সভাকুট্টিমে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিকের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। উপরিভাগে মুক্তামালা পরিবেষ্টিত অনুপম নীলিম চন্দ্রাতপ। মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মহামূল্য মণিখচিত স্তম্ভশ্রেণী দিবাকর-করের ন্যায় দ্যুতি প্রকটন করিতেছে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর অতিশয় উচ্চ ধবল বর্ণ, দেখিলে বোধ হয় যেন শুভ্র-কান্তি জলদাবলী সুনীল গগণের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মধ্যভাগে শশাঙ্ক বিনিন্দিত রত্নমণ্ডিত, হীরক খচিত একখানি বৃহৎ সিংহাসন। তাহার সম্মুখেই নানাদেশীয় নরপতিগণ অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া, পিতার বিপুল বিভবলক্ষ্মীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করত ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। সভাস্থ সকলেই সোৎসুকনেত্রে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছিলেন। আমি গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আসিলাম। কিন্তু কেহই আমার মনোনীত হইলেন না। তখন সুদুঃখিতমনে অবনতবদনে সহচরীকে বলিলাম 'সখি! চল, অন্তঃপুরে গমন করি।' হেমাঙ্গিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

পথিক বলিলেন "কাঞ্চনমালে! সভাস্থ নৃপতিদিগের মধ্যে কি কেহই সুন্দর পুরুষ ছিলেন না?" কাঞ্চনমালা বলিলেন আর্য্য! সুন্দর পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন; ইহাতে লোকে চেষ্টা করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আর বোধ হয়, ভবিষ্যতে আমাকে এইরূপ চির বৈধব্য যন্ত্রণায় জ্বলিতে হইবে

বলিয়াই তৎকালে কাহারও প্রতি চিত্তাসক্তি জন্মে নাই। যাহাহউক, আমরা ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে সমস্ত ভূপতিগণ একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পিতার অপরিসীম বীর্য্যবলে কেহই কিছু বলিতে না পারিয়া অগত্যা স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে প্রতিপ্রস্থান করি-লেন। নগরবাসীরা আমাকে অভাগিনী আত্মগৌরবকারিণী বলিয়া উপ-হাস করিতে লাগিল। পিতা রোষপরতন্ত্র হইয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অন্তেবাসিনী রমণীমণ্ডলী একবাক্য হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন কি, যে দিকে কর্ণপাত করি, সেই দিক্ হইতেই আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। সন্তান গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলেও সন্ততি-বৎসলা মাতার অপত্য স্নেহ কখনই বিচ্যুতিপ্রাপ্ত হয় না। কেবল একমাত্র জননী আমাকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে আমি একদা পুরবাসীদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবসরে কুসুমকামিনী নাম্নী একটি পরিচারিণী আসিয়া বলিল "রাজনন্দিনি! অদ্য হস্তিনাপুর হইতে একজন দূত আসিয়াছে। শুনিলাম, দিল্লীশ্বর আমাদিগের মহারাজের অনুচিত ব্যবহার শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন।" আমি চমকিত হইয়া বলিলাম "সখি! তুমি কাহার নিকট শ্রবণ করিলে?" কুসুম-কামিনী বলিল "সুলোচনে! আমি রাজ্ঞীর নিকট শুনিয়া আসিতেছি, দুই চারি দিবসের মধ্যেই সংগ্রাম হইবে।" আমরা পরিচারিণী প্রমুখাৎ এবম্বিধ অশুভসূচক সংবাদ শ্রবণ করিয়া যারপর নাই ভীত হইলাম। দাবানল পরিবেষ্টিত কুরঙ্গিণীর ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর একদা সায়ংকালীন মৃদুমলয় সমীরণ সেবনার্থ প্রাসাদ ছাদো-পরি বিচরণ করিতেছি; অস্তোন্মুখ দিবাকরের অনুপম মনোমোহন মূর্ত্তি সুবিচিত্র স্বভাবপটে চিত্রিত দেখিয়া মনে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি; বিশ্বকর্ম্মার চারু শিল্পকার্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; একতান মনে ভক্তিপ্লুতান্তরে তাঁহার নিকট

প্রার্থনা করিতেছি, ইতোমধ্যে অকস্মাৎ পদসঞ্চারশব্দ শুনিতে পাইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখি, হেমাঙ্গিনী আসিতেছে। তাহার ভাব ভঙ্গীতে সমূহ বিপদ বার্ত্তা শুনাইতে আসিতেছে বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাস্তবিক, যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। আমি তাহাকে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া বলিলাম 'সখি! তোমাকে চপলার ন্যায় এরূপ অস্থির দেখিতেছি কেন?' হেমাঙ্গিনী বলিল "চন্দ্রাননে! আর কি বলিব? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হস্তিনানাথ বৈরনির্যাতন করণাভিলাষে আমাদিগের দেশে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আগামী কল্য সকলকেই সমর-সাগরে অবগাহন করিতে হইবে। আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবাহু এইমাত্র মহারাজের নিকট আসিয়াছিলেন। রাজা সকলকেই সুসজ্জীভূত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।" এই বলিয়া নিরস্ত হইল।

আমি শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ কিছু ম্রিয়মাণ হইলাম। কিন্তু শৈশবাবস্থা হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ দেখিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিত বলিয়া, অব্যবহিত পরেই সে ভাব তিরোহিত হইয়া গেল। মানসকন্দর সাহসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম 'হেমাঙ্গিনি! তুমি কি জাননা, ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সমর ক্ষেত্রই স্বর্গের সোপান এবং ইহাই তাহাদিগের কুলক্রমাগত ধর্ম্ম? যে সমস্ত ভীরু-স্বভাব লোকে যুদ্ধকে ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, শরীরে সামান্য রক্তবিন্দুপাত হইতে দেখিলে যাহাদিগের হৃৎকম্প হইয়া উঠে এবং জননী জন্মভূমিকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করণ মানসে যাহারা জীবন বিসর্জ্জনে অগ্রসর নয়; তাহারা ইহলোকে উপহাসাস্পদ হয় এবং পরলোকে ঘোর রৌরবে বসতি করে। তুমি বৃথা কেন ভয়ার্ত্ত হইতেছ? পিতা সামান্য মনুষ্য নহেন, দুর্দ্ধর্ষ বীরপরাক্রম বিপক্ষেরাও কখনই তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিবে না। তুমি অতুল সাহসবতী হইয়াও এরূপ উপস্থিত বিপদে অধৈর্য্য হইতেছ কেন? বিপদে ভগ্নোৎসাহ হইলেই অনিষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে। ধৈর্য্যাবলম্বন কর। বিধাতাই শুভাশুভ ফলদাতা। তিনি আমাদিগের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে।' হেমাঙ্গিনী বলিল "সুমুখি! আমি তোমার

অসীম সাহসপূর্ণ বাক্যে অতিশয় চমৎকৃত হইতেছি। তোমার সদৃশী বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী রমণী আমি কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। সখি! ত্বদীয় হিতোপদেশে সমর সন্দর্শনে আমারও অভিলাষ জন্মিতেছে। যাহাহউক, আমি এক্ষণে রাজ্ঞীর নিকট প্রতিগমন করি, তিনিই আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি অনতিবিলম্বেই তাঁহার উৎকলিকাকুল চিত্তকে নিবৃত্ত করিব বলিয়া আসিয়াছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না।" এই বলিয়া গমনোদ্যত হইল।

হেমাঙ্গিনী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অগোচর হইলে রজনীও উত্তরোত্তর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আমি আর একাকিনী থাকিতে পারিলাম না। অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মনের উদ্বেগ দূরীকরণ মানসে একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। কিন্তু বিপদ সংশ্লিষ্ট অন্তঃকরণ এমনি বিচলিত হইয়া উঠিল যে, কোন ক্রমেই স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিলাম না। পুস্তক খানি মুদিত করিয়া শয্যোপরি শয়ান হইলাম। মনে কতই অসম্ভাবী দুশ্চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম, পিতা যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাজিত হন, তাহাহইলে আমাদিগের দশা কি হইবে? হয়ত শত্রুহস্তে পতিত হইয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ থাকিতে হইবে, নতুবা বিপক্ষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়া আজীবন ভিক্ষান্নে উদর পোষণ করিতে হইবে। কখন বা জিগীষা বলবতী হইয়া সুদুঃখিত মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কল্পিত ভয় সুদূরবিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল। কখনই পরাধীনতা স্বীকার করিব না বলিয়া জীবন মরণপর্য্যন্ত পণ করিল। এবম্বিধ নানাবিধ চিন্তায় মন হিন্দোলের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল, সে রাত্রি আর নিদ্রা হইল না।

পথিক এতক্ষণ নিস্পন্দনয়নে স্থিরভাবে রমণীর মুখপানে চাহিয়াছিলেন। একাগ্রমনে তদীয় সুললিত ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। দেখিলেন অকস্মাৎ তাঁহার সে ভাব অন্তরিত হইয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ওষ্ঠাধর অল্পাল্প কাঁপিতে লাগিল। সুবিস্তৃত ললাটরেখা ঘর্ম্মাক্ত হইতে

লাগিল। শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। পথিক রমণীর বাক্যোচিত আরক্ত-লোচন, দৃঢ়মুষ্টি, গ্রীবাভঙ্গী প্রভৃতি ভয়ঙ্কর লক্ষণ সকল তাঁহার ক্রোধকম্পিত কলেবরে আবির্ভূত দেখিয়া সভয়হৃদয় হইলেন। বীরদর্পে দর্পিত ভুবন-মোহিনীর মোহিনী মূর্ত্তি, রণরঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনী ভগবতীর ন্যায় শোভমান দেখিয়া পথিকের মনে প্রলয় কাল উপস্থিত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। রমণীর দিকে আর এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। সভয়ে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলেন। ক্ষণকাল পরে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মৃগনয়নার পূর্ব্বভাব দূরাপসারিত হইয়া সৌম্য ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। তখন মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কাঞ্চনমালে! আমি ত্বদীয় মুখকমল বিনির্গত সুললিত আখ্যায়িকা যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার মানস ভূমি বিস্ময় রসে আপ্লুত হইতেছে; ততই চিন্তানদী বেগবতী হইয়া উঠিতেছে; ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিতে ততই ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। তদনন্তর কি কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার সংশয়চ্ছেদন কর।" কাঞ্চনমালা বলিলেন পিতঃ! যাহার অন্তঃকরণ সদত চিন্তাসাগরে মগ্ন থাকে, সমাগত বিপদাক্রান্ত হইয়া যাহার নয়ন অবিরল অশ্রু বর্ষণ করে, মন উৎক্ষিপ্তের ন্যায় শুভাশুভ ফল প্রত্যাশায় আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার আর নিদ্রা হইবার বিষয় কি? সপত্নী চিন্তা সদনে নিদ্রাদেবী কখনই গমন করেন না।

ক্রমে ক্রমে সমুজ্জ্বল চন্দ্রমার মুখকান্তি ম্লান হইয়া আসিল। সহচারিণী নক্ষত্রমণ্ডলী দিনকর-করে হীনপ্রভ হইবে বলিয়া মানে মানে গগণ প্রাঙ্গণে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। মৃদুমন্দ মলয় পবন শাখায় শাখায় বিচরণ করিয়া নিদ্রিত শাখিকুলকে জাগরিত করিতে লাগিল। অমনি পক্ষিকুল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দলে দলে দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল। তাহাদিগের কলরব নিদ্রালু জীবনিকরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সকলেই তৃপ্তিকারিণী সুপ্তিপ্রসবিনী, সর্ব্বদুঃখসংহারিণী যামিনী প্রভাতা হইয়াছে দেখিয়া সুখশয্যা পরিত্যাগ করিল। পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ অরুণাভাস ও ক্রমে সম্পূর্ণ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। পতিব্রতা কুমুদিনী সতী বিষাদিত মনে, দলাবরণে, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। প্রাণিনিচয়ের কোলা-

করেন, তখন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হওয়া কর্তব্য। চল, এক্ষণে অন্তঃপুরে গমন করি।

হেমাঙ্গিনী আমার বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "চন্দ্রমুখি! আপনার ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমার মনে কিছু সন্দেহ জন্মিতেছে। অদ্য আপনার চিত্ত এরূপ চঞ্চল দেখিতেছি কেন? বিষময় কুসুমচাপের সম্মুখবর্ত্তী হইলে যুবতীদিগের যেরূপ স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ আপনারও স্বভাবের বিপর্য্যয় দেখিতেছি কেন? কেনই বা যূথভ্রষ্টা কুররীর ন্যায় উন্মনা দেখিতেছি?" আমি কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলাম "যাও, যাও, বিরক্ত করিও না। এরূপ বিপদের সময় বিদ্রূপ ভাল লাগে না।" সুচতুরা পরিচারিণী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল "বিধুমুখি! শাস্ত্রকারেরা আপনার সৌভাগ্য গোপন করিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রিয়জনের নিকট কোন বিষয়ই গুপ্তভাবে রাখিতে বলেন নাই। ত্বদীয় সুকোমল তপ্তকাঞ্চননিভ দেহে সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। নব প্রণয়াসক্ত চঞ্চল চিত্তই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমার নিকটে গোপন করিলে আর কি হইবে? আমি আপনার মনোগত ভাব সকলই অবগত হইয়াছি। সখি! বস্ত্রাচ্ছাদনে কি কখন হুতাশন আচ্ছাদিত থাকে?" হেমাঙ্গিনী যথার্থই আমার স্নেহের পাত্রী এবং সকল পরিচারিণী মধ্যে অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিল। আমি তাহার নিকট মানসিক ভাব আর অধিকক্ষণ অপ্রকাশিত রাখিতে না পারিয়া বলিলাম "সখি! আত্মীয়ের নিকট মানসিক দুঃখ জ্ঞাপন করিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হয়। আমি তোমাকে যারপর নাই ভাল বাসি এবং তুমি ও আমার সুখ দুঃখের সমভাগিনী। সখি! আমি সেই হস্তিনানাথকে বিলোকন করিয়া অবধি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছি। অকপট মনে তাঁহার হস্তে জীবন, যৌবন, সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনাপরিশূন্য এক প্রকার জড়ের ন্যায় হইয়াছি। রণভূমির দিকে চাহিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু প্রাণনাথের মনোহর রূপ রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় বধিরপ্রায় হইয়াছিল। এত যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অণুমাত্রও

আমার অনুভূত হয় নাই।' যাহাহউক, এক্ষণে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সেই মনচোরকে না পাইলে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন কখনই রাখিব না। তাঁহার নিমিত্ত যদি আমাকে জনক জননী, মান ঐশ্বর্য্য, কুল-শীল সমস্তই জলাঞ্জলি দিতে হয়; তাহাতেও ভগ্নপ্রতিজ্ঞ হইব না। স্বদেশচ্যুত হইয়া যদি চির জীবন বনবাসিনী হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতেও কাতর হইব না। কিছুতেই পরাঙ্মুখী হইব না।"

হেমাঙ্গিনী বলিল "মৃগনয়নে! অদ্য ভগবান্ নীলকণ্ঠের উপাসনার যথার্থ ফল ফলিয়াছে। আপনি এত দিনের পর যথার্থ উপযুক্ত পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আমি প্রতিনিয়ত সেই করুণালয় জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার নিকটে কায়মনে এই প্রর্থনা করি, যেন অচিরাৎ আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কিন্তু সখি! দিল্লীশ্বর অদ্যাবধি আমাদিগের মহারাজের শত্রু হইয়াছেন বলিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে। পাছে আপনার পিতামাতার অসম্মতি হয়, এই ভয়ে ভীতা হইতেছি।" আমি বলিলাম 'হেমাঙ্গিনি! পূর্ব্বেইত বলিয়াছি হৃদয়বল্লভের জন্য যদি আমাকে বিজন গহনে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহাতেও সঙ্কুচিত হইব না। তবে আর সে কথার প্রয়োজন কি? এক্ষণে কি উপায়ে সেই প্রাণকান্তের কান্তা হইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।' হেমাঙ্গিনী বলিল "রাজকুমারি! আপনি দিল্লীশ্বরে অনুরতা হইয়াছেন, ইহা শুনিলে সকলেই খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। পরিজনেরা স্বেচ্ছাচারিণী রমণী বলিয়া তিরস্কার করিবেন। কুমারিকাখণ্ড ত্বদীয় নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমি ইহার কিছুই উপায় দেখিতে পাই না।"

আমি বলিলাম 'সখি! জীবিতনাথকে একখানি পত্র লিখিয়া মানসিক দুঃখ বিজ্ঞাপন করি। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় তিনিই করিবেন। কিন্তু এ কল্পনা যুক্তিযুক্ত কি না, বিবেচনা করিয়া দেখ।' হেমাঙ্গিনী বলিল "মধুরহাসিনি! উত্তম পরামর্শ স্থির হইয়াছে। কিন্তু এ কার্য্য অতিশয় সংগোপনে সম্পাদন করিতে হইবে। অন্যে জানিতে পারিলে ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।" আমি বলিলাম 'সখি। তবে লেখনী ও মস্যাধার

আনয়ন কর।' হেমাঙ্গিনী অবিলম্বেই আনয়ন করিল, আমিও লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

অনন্তর লিখন কার্য্য সমাধা হইলে বলিলাম 'সখি! দেখদেখি, লিপি খানি সঙ্গত হইয়াছে কি না?' হেমাঙ্গিনী অমনি আমার হস্ত হইতে লইয়া আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিল।—"হে স্বরূপসম্পন্ন সুজন-রাজ! ত্বদীয় কন্দর্পদর্পহারী নিখিল জনমনোহারী, অনুপম সৌন্দর্য্য, এ অভাগিনীকে পাগলিনী করিয়াছে। তোমার অন্তস্তলভেদী কটাক্ষ আমার পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়াছে। মন এমনি অনুরাগে অনুরত যে, যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই তোমার মুখ পুণ্ডরীক দেখিতে পাই। এমন কি চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলেও মানস মুকুরে তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য প্রতিফলিত হইতে থাকে। চক্ষের সহিত সুষুপ্তির প্রায় বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। যদি কখন নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তৎক্ষণাৎ কুহকিনী স্বপ্ন আসিয়া শাত্রবতা করিতে থাকে। তোমার বিরহ আশী-বিষের নিদারুণ বিষে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। কিছুই ভাল লাগি-তেছেনা। সমুজ্জ্বল রত্নরাজী শোভিত পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেণবৎ বিচিত্র শয্যা গাত্রে যেন কণ্টক বিদ্ধ করিতেছে। সুনির্ম্মল সুধাকর কৌমুদী প্রজ্বলিত হুতাশন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কোকিল কোকিলাগণ তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া মুহুর্মুহু কুহুরবে কর্ণকুহরে বিষবরিষণ করি-তেছে। সুকুমার মলয় সমীরণ মন্দমন্দ সঞ্চরণ করিয়া শরীরকে বিচেতন করিতেছে। তোমার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করা দুর্ব্বহ ভার বলিয়া অনুমিত হইতেছে। হে মনচোর! তুমি কিরূপে সঙ্গোপনে এ সরলা অবলা কুলবালার মন চুরি করিলে? আমি তোমাকে একবার মাত্র সন্দর্শন করিয়াই অকপট মনে জীবন যৌবন সমস্তই তোমাকে সমর্পণ করি-য়াছি। তোমাকে না পাইলে এ অচিরস্থায়ী ক্ষণবিধ্বংসী জীবন কখনই রাখিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। পিতা, মাতা, ধন, মান, কুলশীল সমস্তই জলাঞ্জলি প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছি। কখন বা তোমাকে ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু, তোমার কনকচম্পক সঙ্কাশ রূপ-রাশি আমাকে বিস্মৃত হইতে দেয় না, সর্ব্বক্ষণ হৃদয় নিলয়ে জাগরূক থাকিয়া

সমধিক যাতনা প্রদান করিতেছে। হে নরেশ্বর! এ হতভাগিনীকে শত্রুনন্দিনী বলিয়া পরিত্যাগ করিও না। করুণাকণা বিতরণে ললনার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর। আমি তোমার প্রণয়িনী হইতে অভিলাষ করি না, দাসী হইয়া চিরজীবন চরণ সেবন করিব; তোমার নিরঞ্জন বিধুবদন সর্ব্বক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিব, এইমাত্র কামনা করি। হে সিংহসংহনন! প্রাণসমা প্রিয়তমা হেমাঙ্গিনীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়া তৃষাকুলিত চাতকিনীর ন্যায় আশাপথ চাহিয়া রহিলাম, যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।" (নিয়ত চরণাভিলাষিণী কাঞ্চনমালা।)

হেমাঙ্গিনী আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বলিল "চন্দ্রাননে! ইহাভিন্ন প্রিয়জনকে আর কি লেখা যাইতে পারে? হাঁ সুসঙ্গত হইয়াছে।" আমি বলিলাম 'সখি! তুমি এই লিপি খানি প্রাণেশ্বরের হস্তে প্রদান করিয়া আইস। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে যেরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া যাইতেছ, অবিকল কীর্ত্তন করিবে। সখি! তোমাকে আর অধিক বলিয়া দিতে হইবে না, যাহাতে আমার জীবন রক্ষা হয় তাহাই করিও।' হেমাঙ্গিনী দ্বিরুক্তি না করিয়া অবিলম্বেই গঙ্গাতীরস্থ বস্ত্রবাসাভিমুখে যাত্রা করিল।

পথিক রমণী মুখনিঃসৃত কোকিলকলকূজিত, সুললিত কথাগুলি একতানমনে শ্রবণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহাকে ইতিবৃত্ত বর্ণনে বিরত এবং অচিন্তনীয় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন "বৎসে! মধ্যাহ্ন কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড প্রভা ধারণ করতঃ মস্তকোপরি স্থিত হইয়া সন্তপ্ত করিতেছেন। গন্ধবহ উগ্রভাবে অগ্নিবর্ষণ করিয়া জগৎকে দাহ করিতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা একত্রিত হইয়া মনকে বিচলিত করিতেছে। নয়ন তপনের প্রতি অভিমান করিয়া দৃষ্টির দ্বার আবরণ করিতেছে। বেলা অধিক হইয়াছে, চল স্নান ভোজন করিয়া শীতল হই।" কাঞ্চনমালা বলিলেন 'পিতঃ! আমিও আতপ তাপে যারপর নাই তাপিতা হইয়াছি, আর সহ্য হয় না। চলুন কুটিরে গমন করি।' এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। পান্থও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর আশ্রমে উপনীত হইয়া, রমণী পূর্ব্ববৎ পথিককে স্নানার্থ প্রেরণ পূর্ব্বক ফলমূলান্বেষণে শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কতক গুলি সুমধুর, রসাল ফল মূল সমাহরণ করিয়া উটজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পথিককে তখনও পর্য্যন্ত অনাগত দেখিয়া তটিনী তটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেখিলেন, পথিক তখনও পর্য্যন্ত মুদিত নয়নে, প্রসন্নবদনে, প্রশান্ত মনে, ধ্যানাসক্ত রহিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রমণী পান্থকে সন্দর্শনাবধি যেমন 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তেমনি তাঁহাকে তনয়ার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া রমণীর মনে আর এক প্রকার নব ভাবের উদয় হইল। সৎসঙ্গ লাভ করিয়াছেন বলিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। চিরজীবন সুখে কালাতিপাত করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। বিধাতাই তাঁহার দুঃখ দূরাপনয়ন করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন হইলে পথিক ধীরে ধীরে সৈকত ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ কাঞ্চনমালার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। রমণী অধ্বনীনকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া বলিলেন "মহাত্মন্! আপনি অগ্রসর হইয়া কুটিরে গমন করুন্। আশ্রমস্থিত শিলোপরি আহারোপযোগী ফল মূল রাখিয়া আসিয়াছি ভক্ষণ করিবেন এবং নির্ঝর হইতে সুবিমল জীবন পান করিয়া শীতল হইবেন। আমি অত্যল্প কাল মধ্যেই ঈশ্বরোপাসনাদি সমাধান করিয়া আপনার সন্নিধানে গমন করিব।" পথিক বলিলেন "প্রিয়ম্বদে! ভাল, তবে আমি অগ্রগামী হই। কিন্তু তুমি অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিও না, ত্বরায় কুটিরে গমন করিও; এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। পথিক গমন করিলে পর কাঞ্চনমালা নিম্নগা সলিলে অবগাহন করিয়া তটোপরি উপবেশন করত মুক্তেশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। নিয়মিত রূপে উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, আর বিলম্ব না করিয়া আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই কুটিরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, পথিক বামগণ্ডে বামকর সংস্থাপন পূর্ব্বক অবসন্নের ন্যায় বিষণ্নবদনে বসিয়া

আছেন। রমণী তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিলেন "পিতঃ! অদ্য আপনাকে এরূপ গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতেছি কেন?" পান্থ রমণীকে কারণজিজ্ঞাসু দেখিয়া বলিলেন "বৎসে! এ নিশ্চিন্ত প্রদেশে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। তবে কেবল তোমারই বিষয় ভাবিতেছিলাম।" রমণী পথিকের উত্তর শ্রবণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসটি অতিশয় উষ্ণ, মর্ম্মভেদী; নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার লোচন যুগল বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠিল। লোকের বাহ্মুখ চক্ষু দ্বারাই মানসিক ভাব অবগত হইতে পারা যায় বলিয়াই পথিক সে নিশ্বাসটির মর্ম্মজ্ঞ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, রমণী ইহার পরেই কোন দুর্ব্বিষহ দুঃখ সাগরে নিমগ্না হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বিস্মৃত শোকাগ্নি অন্তরে পুনরুদ্দীপিত হইয়াছে বলিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। যাহাহউক, ক্ষণকাল পরে কাঞ্চনমালার চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইলে, কতক গুলি পরিশ্রম-লব্ধ ফলমূল আহার করিলেন এবং নির্ঝর নিঃসৃত স্বচ্ছ জল পান করিয়া, পথিকের পার্শ্বস্থিত একখানি প্রশস্ত প্রস্তরোপরি শয়ান হইলেন। পান্থ ও অন্য একখানি শিলোপরি শয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে দিবসকান্তের মুখকান্তি ম্লান হইয়া আসিল। বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে দেখিয়া উভয়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব আসনোপবিষ্ট হইলেন। তখন পথিক বলিলেন "বৎসে! ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ কর।" কাঞ্চনমালা বলিলেন পিতঃ! তবে শ্রবণ করুন্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেমাঙ্গিনী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অগোচর হইলে, আমি আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলাম না। তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। প্রাণেশ্বরের প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় মন যারপর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। পাছে তিনি শত্রুনন্দিনী বলিয়া হতাদর করেন, এই আশঙ্কায় সশঙ্কিত হইতে লাগিলাম। প্রতিক্ষণে বাতায়ন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তৃষাকুলিত চাতকিনীর ন্যায় হেমাঙ্গিনীর আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কখন বা করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক নিশ্চল নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমি যাঁহাকে একবার মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া জীবন যৌবন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি,যাঁহার জন্য অশন বসন বিহীন হইয়া দারুণ ক্লেশে দিনপাত করিতেছি, যাঁহার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে শত শত যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই মনচোর কি আমার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন? আমি যেমন তাঁহাকে প্রণয়ভাজন ভাবিয়া কুলকামিনীর অনুচিত কুলশীল, গুরুগঞ্জনা প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তিনিও কি তেমনি এ হতভাগিনীকে প্রণয়িনী বলিয়া গ্রহণ করিবেন? আমি মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা করিতেছি, ইত্যবসরে অকস্মাৎ হেমাঙ্গিনীকে আমার অন্তিকে আসিতে দেখিয়া একবারে আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। জীবিতনাথ কি বলিয়াছেন শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

অনন্তর পরিচারিণীকে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া বলিলাম 'হেমাঙ্গিনি! আমার মন যারপরনাই ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে, সমাচার কি শীঘ্র বল?' পরিচারিণী সহাস্য বদনে বলিল "চারুলোচনে! মধুভরে সমুদিত কমলমধুপানে মধুকর কখন কি বিমুখ হইয়া থাকে? সুধাপান

করিতে কাহার অরুচি জন্মে ?” আমি তাহার রসিকতা পরিপূর্ণ বাক্যে কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলাম ‘সখি! বিদ্রূপের প্রয়োজন নাই। তুমি অবিকল কীর্ত্তন করিয়া আমার সংশয় দূরাপনয়ন কর।’ হেমাঙ্গিনী বলিল“রাজনন্দিনি! আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিপক্ষ পরিবৃত বস্ত্রবাসাভিমুখে প্রস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষ একত্রিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে তটিনী তটে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। আমি তন্মধ্যে একজনকে ভীমকান্ত উন্নত-মূর্ত্তি দেখিয়া সেনাপতি বিবেচনায় বলিলাম ‘বীরেন্দ্র! মহারাজ রাজেশ্বর হস্তিনানাথ কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন বলিতে পারেন?’ তিনি ক্ষণকালের পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন ‘তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? অগ্রে না জানিতে পারিলে কিছুই বলিতে পারি না।’ আমি বলিলাম মহাশয়! আমি এইদেশের রাজতনয়ার পরিচারিণী। এক্ষণে তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছি। মহারাজের নিকট বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি অনুকম্পা পরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন। বীরপুরুষ আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া অনেক ক্ষণ ভূমিন্যস্তদৃষ্টি হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে ‘হাঁ চল, তোমাকে লইয়া যাইতেছি’ বলিয়া অগ্রগামী হইলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটি নীলাম্বরাবৃত শিবিরের সম্মুখীন হইলাম। বীরপুরুষ আমাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আপনি তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্যে গমন করিলেন।

আমি শিবিরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই একবারে বিমোহিত হইলাম। দেখিলাম, দিল্লীশ্বর গজদন্ত বিনির্ম্মিত, স্বুবর্ণমণ্ডিত, হীরকখচিত একখানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। তদীয় শারদকৌমুদী বিনিন্দিত নিরুপম রূপরাশি নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া যারপরনাই মনোহর হইয়াছে। সখি! তুমি সমরক্ষেত্রে বীরবেশে তাঁহাকে একবার মাত্র বিলোকন করিয়াছিলে; কিন্তু যদি তাঁহার ধীর স্বভাব, শান্তমূর্ত্তি একবার অবলোকন করিতে, তাহাহইলে তোমাকে যে হিতাহিত বিবেচনা-

পরিশূন্য হইতে হইত; তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক, আমি ক্রমশঃ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তোমার প্রেরিত লিপিখানি প্রদান করিলাম। নরনাথ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিকসিতাস্যে বলিলেন 'হেমাঙ্গিনি! ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কন্দর্পদারা-দর্পহারিণী কাঞ্চনমালা রমণীরত্ন। আমি লোকমুখে তাঁহার অলোক সম্ভূত রূপ লাবণ্যের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি। তুমি এক্ষণে আমার দূতী হইয়া সেই মনোহারিণীর নিকটে গমন কর। তাঁহাকে বলিও যে, তুমি যেমন দিল্লীশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ; দিল্লীশ্বর ও তেমনি তোমার হস্তাক্ষর সন্দর্শনাবধি তোমার হস্তে অকপটে প্রাণ মন প্রদান করিয়াছেন। আমি অবিলম্বেই একজন দূত প্রেরণ করিয়া তোমাদিগের মহারাজের নিকট কাঞ্চনমালার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিব। যদি তিনি মিত্রভাবে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহাহইলে অতিশয় সুখের বিষয়। নতুবা বলপূর্ব্বক তোমার প্রিয়সখীকে লইয়া স্বরাজ্যে গমন করিব।' এই বলিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন।"

আমি হেমাঙ্গিনী প্রমুখাৎ এবম্বিধ শিবকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া একবারে আনন্দ পয়োধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলাম। গলদেশ হইতে নক্ষত্রমালা অর্থাৎ সপ্তবিংশতি মুক্তাবিনির্ম্মিত হার উন্মোচন করিয়া তাহার গলদেশে অর্পণ করতঃ বলিলাম 'সখি! বিধাতা এতদিনের পর আমার প্রতি সদয় হইয়াছেন, আমি অদ্যাবধি নিদারুণ যাতনাপ্রদ দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইলাম। আমার আশানদী উচ্ছ্বসিতা হইয়া মানসভূমিকে প্লাবিতা করিতেছে। হৃদয়বল্লভকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়া হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। মনোরথ সফল হইয়াছে বলিয়া মন নিশ্চিন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। সখি! অদ্য তোমারই অকৃত্রিম সৌহৃদ্য বলে আমার শ্রুতি-যুগল শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তৃপ্তি লাভ করিল।' হেমাঙ্গিনী বলিল "বিধুমুখি! আর অধিক বলিতে হইবে না। আমি তোমার অমিয় বচন বিন্যাসেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। এক্ষণে এই শুভ-কর্ম্মটি নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইলেই আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমি ভগবানের নিকট প্রতিনিয়ত এই প্রার্থনা করি, যেন এবিষয়ে তোমার

জনকজননীর অসম্মতি না হয়।" আমি বলিলাম সখি! তুমি বার বার ঐ কথা লইয়াই আন্দোলন করিতেছে কেন? কাঞ্চনমালার পণ কখনই ভঙ্গ হইবার নহে। হেমাঙ্গিনী বলিল "সুলোচনে! আর বৃথা বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন কি? চল, অন্তঃপুরে গমন করি। এরূপ নির্জ্জন প্রদেশে আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত হইতেছে না। গোপ্যযান দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে, গাত্রোত্থান কর। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া, অমনি প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যানারূঢ়া হইলাম। হেমাঙ্গিনীও আমার সমভিব্যাহারিণী হইয়া আসিতে লাগিল। অনন্তর শিবিকাখানি রাজপুরীর সম্মুখীন হইলে আমি তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্তঃপুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, পুরবাসিনী পরিজনেরা জননীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতা হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই "হায়! সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া পরিতাপ করিতেছেন। "হা বৎসে কাঞ্চনমালে! তুমি কেন এরূপ নিদারুণ পণ করিলে? আমি তোমার তিলমাত্র বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তোমার বিষণ্ণ বদন সন্দর্শন করিলে যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন কিরূপে তোমাকে চির-জীবনের মত নির্ব্বাসিত করিয়া, শোকাগ্নি নিঃসৃত নিঃশ্বাসানলে দগ্ধ হইয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকিব। এই সংসারারণ্যে আমি কেবল তোমাকে লইয়াই সুখিনী হইয়াছি। হা চন্দ্রনিভাননে! তুমি এখনও পর্য্যন্ত তোমার নির্দ্দয় জনকের দুরভিসন্ধি জানিতে পার নাই। হায়! আমি আর কি বলিয়া তাপিত মনকে প্রবোধ প্রদান করিব। এই নিখিল সংসারে আর আমার কে আছে! হা নিদারুণ বিধি! তুমি এতদিনের পর এক-বারেই আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলে? পরিশেষে যদি আমাকে চিরদুঃখিনী করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলে, তবে কি কারণে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী করিয়াছিলে? কি জন্যই বা ললিত লাবণ্যময়ী তনয়া রত্ন প্রদান করি-য়াছিলে? হা বৎসে! আমি কিরূপে তোমার পীযূষ পরিপূর্ণ সুধাকর সদৃশ মুখমণ্ডল বিস্মৃত হইব? কি রূপেই বা অনিবার্য্য অপত্যস্নেহ পরিহার করিব? হায়! তুমি পরিণামে ভিখারিণী হইবে বলিয়াই কি কিশোরাবস্থা হইতে তোমাকে লালন পালন করিয়াছিলাম? আঃ! কি যাতনা

সখি! প্রাণ যে বহির্নুখ হইতেছে।" জননী এবম্প্রকার নানা প্রকার আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষু অবিরল অশ্রু জল বর্ষণ করিয়া বক্ষস্থলস্থিত পট্টবসন সিক্ত করিতেছে। পুরস্ত্রীবর্গ বিমর্ষমনে দীননয়নে রোদন করিতেছেন। দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলাম। আমি প্রথম হইতেই তাঁহাদিগের কথোপকথন এবং বিলাপের কারণ বিজ্ঞাত হইবার মানসে একটি নিভৃত স্থলে আত্মগোপন করিয়াছিলাম। কিন্তু আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াও যখন প্রাগুক্ত বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিলাম না, তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে স্বীয় প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে মনে ঐ বিষয়েরি আন্দোলন করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমি দিল্লীশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। তদীয় কমনীয় কান্তির একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, তাঁহাকে লিপি সহযোগে মানসিক দুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়াছি। বোধ হয়, পিতা পরম্পরায় এই বার্তা শ্রুত হইয়া আমার উপর নিরতিশয় কুপিত হইয়াছেন, আমাকে বিদ্রোহী বিবেচনায় উপযুক্ত দণ্ডবিধানের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হেমাঙ্গিনী ভিন্ন এ বিষয় আর কেহই জানে না। প্রিয়সখী কখনও আমার সহিত বিরুদ্ধ আচরণ করে নাই। কখনই তাহার মুখ হইতে এবাক্য বিনির্গত হয় নাই। এবম্বিধ নানাবিধ চিন্তায় মন উত্তুঙ্গ তরঙ্গসঙ্কুল উদ্বেজিত জলনিধির ন্যায় বিচলিত হইয়া উঠিল। সমুৎসুকচিত্তে পরিচারিণীর আগমন কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে দৈবায়ত্ত হেমাঙ্গিনী আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া আমার চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ব্যগ্র হইয়া বলিলাম 'সখি! একি, তোমাকে এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতেছি কেন? কি অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে?' হেমাঙ্গিনী উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাতর স্বরে বলিল "মৃগাক্ষি! এস তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া জনমের মত বিদায় দিই।" আমি বলিলাম 'সখি! তোমাকে কি কারণে এরূপ শোকাভিভূত দেখিতেছি?' তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী বলিল "রাজনন্দিনি! শুনিলাম, হস্তিনানাথ চন্দ্রভাট নামক তাঁহার একজন প্রিয় অনুচরকে আমাদিগের মহা-

রাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা দূতমুখে তোমার মনোভিলাষ শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইয়াছেন এবং অঙ্গ হইতে অমূল্য বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করতঃ তোমাকে বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিতে আদেশ দিয়াছেন। সখি! তোমার পিতা দয়া ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া চণ্ডালাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মহিষী শ্রবণাবধি মণিহারা ফণিনীর ন্যায় পাগলিনী হইয়াছেন। পরিজনেরা অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সকলেই তোমার হৃদয়-বিদারণ বিরহ বেদনা সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া, শোকাচ্ছন্ন হইতেছে। সখি! আমি যে ভয়ে ভীতা হইয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে!" আমি বলিলাম "হেমাঙ্গিনি! তুমি বৃথা কেন আক্ষেপ করিতেছ? পিতা বহির্গত হইতে অনুমতি প্রদান করিয়া আমার যার পর নাই উপকার করিয়াছেন। হৃদয়বল্লভের বদন সুধাকরের চকোরিণী হইয়া চির জীবন যে সুখিনী হইব, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আর রোদন করিও না, চক্ষের জল নিমর্জ্জন কর। তোমাকে বিগলিতলোচনা দেখিলে আমার চিত্ত বিকল হইয়া পড়ে। ক্ষান্ত হও, ইহা আমার সৌভাগ্য বশতঃই ঘটিয়াছে। সখি! রোদন অমঙ্গলের চিহ্ন। প্রাণনাথকে প্রাপ্ত হইব, এবিষয়ে তোমার অনুতাপ পরিতাপ করা অনুচিত।' হেমাঙ্গিনী রোদন পরিহার করিয়া বলিল "সুমুখি! যথার্থ বলিয়াছ, অমূলক আশঙ্কা কল্পনা করিয়া ভাবী সৌভাগ্যের আশা ভরসাকে এককালে ক্ষীণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ভবিতব্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। এক্ষণে চল, রাজ্ঞীর নিকট গমন করিয়া তাঁহার মানসিক দুঃখ অপনোদনের চেষ্টা করি। তিনি তরঙ্গিণী নামে পরিচারিণী প্রমুখাৎ এই অচিন্তনীয় অমঙ্গল-বার্ত্তা শ্রবণাবধি দাবানল পরিবেষ্টিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ব্যাকুলিতা হইয়া রহিয়াছেন।" আমি বলিলাম 'সখি! তবে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। চল সত্বর গমনে জননীর নিকটস্থ হই।' হেমাঙ্গিনী ক্ষণকাল সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিল : পরে আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়াই পটমণ্ডপ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমিও অনুসরণ করিলাম। অনন্তর জননীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার বিষণ্ণ ভাব অপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার অশ্রু

নিবারণ করিতে পারিলাম না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে সজল নয়নে আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হা! হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা আমাকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ গদগদস্বরে -'হা বৎসে কাঞ্চনমালে! আমি কি বলিয়া তোমাকে জনমের মত বিদায় প্রদান করিব? কিরূপেই বা তোমার কমনীয় কান্তিকলাপ বিস্মৃত হইব? কি বলিয়াই বা সন্তাপিত অন্তঃকরণকে প্রবোধ প্রদান করিব? হায়! আর কে আমার এই অনিবার্য্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে? আর কাহার মুখ পানে চাহিয়া দূরাবলম্বিনী আশালতার মূলে নিয়ত যত্নবারি সেচন করিব? হা বৎসে! আমি তোমাকে জলাঞ্জলি দিব বলিয়াই কি দশমাস দশদিন নিদারুণ জঠর যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলাম? হায়! আমি নিতান্ত নৃশংস চণ্ডালিনী, নতুবা এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন? জননী ভূতাপহত চিত্তের ন্যায় শোকান্ধ হইয়া এইরূপ নানাবিধ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে পিতার আদেশানুসারে কালান্তকের ন্যায় ভীষণ দৃশ্য দুইটি দ্বারবান আসিয়া সমুপস্থিত হইল। তাহারা জননীকে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতার অনুমতি ব্যক্ত করিলে জননী যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় বাষ্প-পূর্ণ লোচনে বারম্বার আমার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। শোকে মুহ্যমান হইয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। মুখ হইতে একটিও বাক্য নিঃসৃত করিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দুই চক্ষু অনর্গল বিগলিত হইয়া গণ্ডদেশস্থ প্রবাহিত অশ্রুকে প্রবল করিতে লাগিল। পরিজনেরা নানাবিধ অনুতাপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন। আহা! সে দিনের কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার অন্তঃকরণ মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠে। এখনও বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক, দ্বারপালেরা জনকের আদেশানুসারে আমাকে সুজীর্ণবাসাবৃত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। আমি জননীর সুকোমল চরণ কমল ধারণ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তৎকালে মুখ হইতে যে সকল বিলপনীয় বাক্য বিনির্গত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে চিন্তা

করিলেও মনে পড়ে না। যাহাহউক, জননী আমার কাতরতা সন্দর্শনে আর স্থির ভাবে থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

আমি পুররক্ষকদিগের শাসন ভয়ে আর অধিকক্ষণ অন্তঃপুরমধ্যে থাকিতে পারিলাম না। অগত্যা বহির্গত হইয়া সভামণ্ডপের সন্নিহিত হইলাম। পিতা আমাকে দেখিবা মাত্রই "কুলকলঙ্কিনী, দুশ্চারিণী, আমার বাটি হইতে দূর হইয়া যাও" বলিয়া তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। রক্ষকদিগের মধ্যে এক জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "জীবন সিংহ! বলপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিণীকে বাটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও।" জীবনসিংহ অনুমতি প্রাপ্ত মাত্রেই আমার নিকটে আসিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিল "মাতঃ! আর কেন এস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, বৃথা বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? চলুন আপনাকে লইয়া যাই। আমি তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া বাষ্পবিগলিত লোচনে ধীরে ধীরে বহির্গত হইলাম। কিং কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক রাজপথের এক পার্শ্বেই বসিয়া রহিলাম। পরক্ষণে ভাবিলাম আমি বৃথা কেন শোকাকুলা হইতেছি। যাঁহার জন্য জনক জননী পরিজন প্রভৃতির দুশ্ছেদ্য মায়া পাশ ছেদ করিয়াও প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি, কামিনীকুলে কুলকলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণাস্পদ হইয়াছি, এক্ষণে সেই জীবিতনাথের নিকট গমন করিয়াই তাপিত হৃদয়কে শীতল করি। কিন্তু রমণী স্বভাব সুলভ লজ্জা উপস্থিত হইয়া সে আশাকে নিরাশ করিয়া তুলিল। এরূপ ভিখারিণী বেশে কিরূপে নরাধিপের সন্নিধানে গমন করিবে, কি বলিয়াই বা কুলাঙ্গনার অনুচিত গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া, লজ্জা যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। কি করি, কোথায় যাই, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, পরম হিতৈষিণী প্রিয়সখী মন্ত্রিকন্যা বিলাসবতীর ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলাম। বিলাসবতী আমার দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই বাস ভবন হইতে পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন এবং

নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। আভরণ গুলি ক্রমান্বয়ে সর্ব্বাঙ্গে পরাইয়া দিয়া, বলিলেন "সখি! অদ্য আমার কি সুখময় শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে! বিধাতার অসদৃশ করুণা প্রভাবে এতদিনের পর আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ হইল। আহা! তোমার কমনীয় কলেবরে অলঙ্কার গুলি যথাক্রমে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কি রমণীয়তাই ধারণ করিয়াছে?" আমি প্রিয়সখীর অসামান্য সৌজন্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলাম সখি! বিলাসবতীর চিত্ত বিলাসমন্দির। তোমার কোন্ বিষয়েই না আনন্দ হইয়া থাকে? তুমি বাল্যাবস্থায় অতিশয় বুদ্ধিমতী ও সকল বিষয়ে আনন্দিত হইতে বলিয়া তোমার পিতামাতা তোমার নাম বিলাসবতী রাখিয়া ছিলেন। লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করাই তোমার স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতা। তুমি যে, আমাকে পাইয়া অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ, তাহার আর বিচিত্র কি? আমি তোমার ভাবভঙ্গি দর্শনেই সমুদয় অবগত হইয়াছি। এই বলিয়া তাঁহার সহিত বিচিত্র আস্তরণ পটাবৃত কনক মণ্ডিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কোপরি আসীন হইয়া নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ললিতাসুন্দরী নামে একজন সহচরীকে আমাদিগের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া প্রিয়সখী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "ললিতে! অদ্য তোমার চিত্ত এরূপ প্রফুল্ল দেখিতেছি কেন? কি আনন্দের বিষয় উপস্থিত হইয়াছে?" ললিতাসুন্দরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কমলাক্ষি! অদ্য তোমার প্রিয়সখী প্রেমবাপীতে অবগাহন ও সুখ সমীরণ সেবন করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন। পরম প্রণয়াস্পদ প্রণয়ীজনের সুধাময় সহবাসজনিত নিরুপম সুখ সম্ভোগ করিয়া সন্তোষরূপ সুধারসে অভিষিক্ত হইবেন। যাঁহার নিমিত্ত স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ কদম্ব সহ্য করিতেছেন, যাঁহার জন্য সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া সুখের সুকোমল বদন সুধাকর বিস্মৃত হইয়াছেন, এক্ষণে সেই আপন্নানুকম্পী মহারাজ অবলার রোরুদ্যমান লোচন বারি মোচন এবং দুঃখানলে শান্তি সলিল সেচন করিয়া, তাঁহার দৈন্যদূরীকরণার্থে এক খানি শিবিকা সংবলিত এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছেন। আমার ক্ষুব্ধচিত্ত এই নিমিত্তই আনন্দ সলিলে ভাসমান হইতেছে।

এই জন্যই হাস্য করিতে ছিলাম।” বিলাসবতী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন “ললিতে! শিবিকা বাহকেরা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে?” ললিতা সুন্দরী বলিল “ললনে! যানবাহকেরা আমাদিগের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। আমি এই মাত্র দেখিয়া আসিতেছি।” প্রিয়সখী অপার সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “চন্দ্রাননে! আর বৃথা কেন মৌনাবলম্বনে রহিয়াছ? শুনিলেত? তোমার প্রিয়জন তোমাকে লইতে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?” আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলাম সখি! রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কে কোথায় আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে? কেইবা পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব, পরিজন প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের মত নির্ব্বাসিত হইয়াছে? এ হত ভাগিনী এমনি কুক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল যে, একটি দিনের জন্যও সুখিনী হইতে পারিল না। ভবিষ্যতে হইবার ও কোন উপায় দেখিতে পাই না। যাহাহউক, সখি! এক্ষণে তোমার ভাবী বিচ্ছেদ বেদনা কিরূপে সহ্য করিব, এই ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা উপস্থিত হইতেছে। ইহ জীবনে আর তোমার অমল বদন কমল নিরীক্ষণ করিতে পাইবে না বলিয়া নয়ন অনুক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। কেবল তোমার নিমিত্তই আমার চিত্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।” বিলাসবতী আমার চক্ষের জল মুছাইয়া করুণস্বরে বলিলেন “সখি! আর কেন আমাকে শোকসন্তাপে তাপিত কর? ক্ষান্ত হও, তোমাকে রোদনপরায়ণা দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বাল্যাবস্থা হইতে একত্র অশন, একত্র শয়ন, একত্র বিদ্যাভ্যাস, এমন কি তোমার সহিত সর্ব্বক্ষণই পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃই সে চির প্রণয়ের উচ্ছেদকাল সমাগত হইয়াছে। সখি! ইহাতে তোমার দোষ কি, সকলই অদৃষ্টের দোষ।” আমি বলিলাম সখি! বিধাতার নির্ব্বন্ধ বশতঃ যদি কখন একত্র মিলন হয়, তাহা হইলেতোমার পুনর্দর্শন লাভ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব। কিন্তু, যদি অদ্যাবধি আমার শেষদিন হয়, তাহা হইলে কি হইবে? আমি আর জন্মাবচ্ছিন্নেও কি তোমার সন্দর্শন পাইব না? কথ-

নই কি তোমার সুধাসিক্ত বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব না? এইমাত্র বলিতে বলিতে শোকভরে আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখ হইতে আর একটিও বাক্যস্ফূরণ হইল না। কেবল দুইচক্ষু প্রাবৃট কালের জলদাবলির ন্যায় অবিরল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রিয়সখী আমাকে রোদনপরায়ণা দেখিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং বিগলিত অশ্রু বিমোচনার্থে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল বিগত হইলে, একজন প্রতিহারী আসিয়া প্রণিপাত পুরঃসর প্রিয়সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "ভর্ত্তৃদারিকে! হস্তিনানাথ-প্রেরিত শিবিকা বাহকেরা বহুক্ষণাবধি দ্বারদেশে উপবিষ্ট আছে। আর বিলম্ব করা বিধেয় হইতেছে না।" প্রিয়সখী বলিলেন "শূরসেন! তুমি শিবিকাবাহকদিগের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে শিবিকাখানি সুসজ্জীভূত করিতে আদেশ কর। আমরা অবিলম্বেই গমন করিতেছি।" শূরসেন যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। প্রতিহারী দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে, বিলাসবতী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "সখি! বৃথা আর কালহরণের প্রয়োজন কি? বিরহকাতর দিল্লীশ্বরের দর্শন পথবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার উৎকলিকাকুল চিত্তকে নিবৃত্ত করিবার উদ্‌যোগ কর। তিনি তোমার নিরঞ্জন বিধুবদন সন্দর্শন লালসায় তৃষাকুলিত চাতকের ন্যায় কাতর হইয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। তোমার ন্যায় তাঁহারও অন্তঃকরণ মৃগতৃষ্ণিকা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা অবিধেয়।" আমি বলিলাম 'সখি! তুমি আমাকে বিদায় প্রদান করিবার জন্য এরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছ কেন? আমাহইতে তোমার কি কোন অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে? বিলাসবতী বিকচাস্যে বলিলেন "ইন্দুমুখি! তোমাহইতে আমার হৃদিবিদারণ বিরহানল আমার অন্তরকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে বলিয়াই, তোমার হিতসাধনে যত্নবতী হইতেছি। নতুবা যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করা দুর্ব্বহ ভার বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাকে স্বদেশচ্যুত করিতে কখন কি কাহার অভিলাষ হইয়া থাকে?" আমি বলিলাম 'প্রিয়তমে! আমি

তোমাকে রহস্যচ্ছলে এই অনুচিত কথাটি বলিলাম বলিয়া কিছু মনে করিও না। তুমি প্রিয়জন বলিয়াই নির্ভীক চিত্তে এইরূপ বলিয়াছি। অন্যকেহ হইলে কখনই বলিতাম না। প্রিয়সখি! উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন "অয়ি পীযূষভাষিণি! তুমি এরূপ কথা পুনর্ব্বার মুখে আনিও না। আমি যত দিন এই প্রসারা ধরাধামে জীবিত থাকিব, ততদিন তোমার এই কথাটিও স্মরণ করিব। তোমার সৌজন্য, অমায়িকতা, সহৃদয়তা, অদাম্ভিকতা, প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ আমাকে কোন কথাই বিস্মৃত হইতে দিবে না। সর্ব্বক্ষণ অন্তরে জাগরূক থাকিয়া সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিবে। সখি! তোমার কনকচম্পকসন্নিভ নিরুপম রূপরাশি এবং মুখ-কমল নিঃসৃত সুললিত কথা গুলি আমার চিত্তপটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। যদি বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দেখাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে এক একটী করিয়া সকল গুলিই দেখাই-তাম। আমি প্রহৃষ্টচিত্তে বলিলাম প্রিয়সখি! সৌহৃদ্য এমনি সুখময় পদার্থ যে, লোকে ইহার নিমিত্ত জীবন বিসর্জ্জন করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। তুমি যে কখনই আমাকে বিস্মৃত হইবে না, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আন্তরিক ভালবাসা থাকিলে সকলই হইতে পারে। বিলাসবতী আমার উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন "সুহাসিনি? আর আমাদিগের এক বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা অনুচিত হইতেছে। দেখ, ভগবান্ মরীচিমালী ক্রমে ক্রমে প্রখর কিরণ জাল বিস্তার করিতেছেন। উত্তরোত্তর বেলাও অধিক হইয়া উঠিল। আর অনর্থক কেন আমরা কালাতিপাত করি-তেছি? চল, তোমাকে তোমার প্রিয়জনের নিকট লইয়া যাই।" পরে ললিতা সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ললিতে! প্রিয়সখীর সহিত গমন করিয়া ইহাঁকে দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিতে আমার অভিলাষ হইয়ছে। তুমি শীঘ্র এক খানি শিবিকা আনয়ন কর।" পরি-চারিণী, 'তবে আমি চলিলাম' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ললিতাসুন্দরী গমন করিলে পর আমি প্রিয়সখীকে বলিলাম 'সখি! তুমি আমার সহগামিনী হইবার জন্য উদ্যোগী হইতেছ কেন? চির-অপ-রিচিত জনের সম্মুখীন হওয়া কুলকামিনীদিগের কখনই উচিত নহে।

আমি যে পথে পদার্পণ করিয়া লোকসমাজে কলঙ্কিনী বলিয়া হতাদৃত ও ঘৃণিত হইয়াছি, তুমি কি সাহসে সেই অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইতেছ? তোমার পিতা মাতা তোমার এই বিরুদ্ধাচরণ শ্রবণ করিলে সাতিশয় ক্রোধ বশম্বদ হইবেন। স্বজনকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া পরিশেষে তোমাকে আমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। বৃথা আমার সহিত গমন করিয়া গঞ্জনার ভাগিনী হইও না। সখি! আমার কথা রক্ষা কর। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সানন্দচিত্তে আমাকে বিদায় দাও।" বিলাসবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "অয়ি বিপরীত শঙ্কাকারিণি! যদি তোমার জন্য আমাকে চিরদুঃখিনী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার; তত্রাপি আমি কখনই এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিব না। তুমি বৃথা কেন আমার প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছ? তোমাকে সেই মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া না আসিলে আমি কখনই মনের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারিব না। তিনি তোমার সহিত কিরূপ আচরণ করেন, দেখিবার জন্য আমার মন চঞ্চলার ন্যায় চঞ্চল হইয়াছে। তুমি বৃথা কেন শঙ্কিত হইতেছ? আমি এরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে গমন করিব যে, কেহই আমার অভিসন্ধির বিন্দু বিসর্গ মাত্রও অবগত হইতে পারিবে না।" আমি প্রিয়সখীর দৃঢ় অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া নলিলাম "সখি! যাহা তোমার অভিরুচি হয় তাহাই কর। আমি আর তোমার উদ্যম ভঙ্গ করিতে চাহি না। আমার প্রিয় সমাগম যদি তোমার আনন্দোৎপাদন করে, তাহাতে আমার প্রতিবন্ধক হওয়া নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। আমরা উভয়ে এবম্বিধ কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবকাশে ললিতাসুন্দরী আসিয়া প্রণমিত হইয়া বলিল "চারুবদনে! শিবিকা দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন্।" প্রিয়সখী বলিলেন "ললিতে! তবে আমরা চলিলাম। দেখ, যেন এবিষয়টি কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়।" এই বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যানারূঢ়া হইলেন। আমিও দিল্লীশ্বর প্রেরিত শিবিকায় আরোহণ করিলাম। শিবিকা বাহকেরা আমাদিগের অনুমত্যনুসারে অভিমত প্রদেশে লইয়া চলিল।

অনন্তর শিবিকাদ্বয় শিবিরের সম্মুখীন হইলে, আমরা তাহা হইতে

অবতরণ করিয়া ক্রমশঃ স্কন্ধাবারাভ্যন্তরে প্রবেশোন্মুখ হইতেছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ রমণী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা উপস্থিত হইয়া আমার গতিরোধ করিতে লাগিল। তখন প্রিয়সখীকে বলিলাম "সখি! আমি যে লজ্জাকে পরিহার করিয়া এরূপ নির্লজ্জের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে সেই লজ্জাই আমার শাত্রবতা করিতেছে। রাজসমীপে উপনীত হইয়া প্রণয় প্রকাশ করিতে হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমি সহসা কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইব? 'আমি তোমার বিরহে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছি। দুরন্ত মনসিজানুরাগ আমাকে সাতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তোমার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ, আমার শত শত যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তুমিই আমার সর্ব্বস্বধন।' এই সকল কথা কেমন করিয়া আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইবে? না সখি! আমি মহারাজের নিকটে কখনই এরূপ বাচালতা প্রকাশ করিতে পারিব না। তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া প্রাণনাথের নিকটে গমন কর।' বিলাসবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "রাজনন্দিনি! তুমি আমাকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া লইয়া আসিতে অনিচ্ছু হইয়াছিলে, এক্ষণে আমি কখনই অগ্রবর্ত্তিনী হইব না।" আমি বলিলাম 'সখি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। অনুকম্পা পরবশ হইয়া মহারাজের নিকট আমার আগমন বিজ্ঞাপন কর।' প্রিয়সখী 'আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম' বলিয়া কাণাৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমশঃ নরনাথের নিকটস্থ হইয়া "আপন্নানুকম্পী মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আভাষণ করিলেন। জীবিতনাথ সহসা একজন অনীক্ষিত রমণীকে সম্মুখাগতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে বলিলেন "সুন্দরি! তুমি কে? কি কারণে আমার নিকট আগমন করিয়াছ?" বিলাসবতী সহাস্য বদনে বলিলেন "মহারাজ! আমি কাঞ্চনমালার দূতী হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি। প্রিয়সখী যে জন্য আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় মহারাজের অবিদিত নাই।" দিল্লীশ্বর চমকিত হইয়া বলিলেন "সুলোচনে! তিনি কি নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? তাঁহার কি কোন অত্যাহিত ঘটিয়াছে?" প্রিয়সখী বলিলেন "মহারাজ! হাঁ একপ্রকার বিপদ বলিতেই হইবে। তিনি বলিয়াছেন, 'মহারাজের অপরিসীম বাহুবল, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া

দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছে। এক্ষণে আপনার অধীনা একটি অবলা রমণী দুর্ব্বৃত্ত মকরধ্বজ কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া যারপরনাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। কৃপাকটাক্ষে তাহার দুর্নিবার্য্য দুঃখ দূরীভূত করুন্” এই বলিয়া আমাকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন।” রাজা শ্রবণ করিয়া রত্নপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায় আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন, “রুচিরবদনে! সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী কাঞ্চনমালা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন?” বিলাসবতী বলিলেন “নরনাথ! তিনি এই বস্ত্রাবাসের বহির্ভাগেই দাঁড়াইয়া আছেন।” হস্তিনানাথ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমার নিকটে আগমন করিলেন এবং সহাস্য বদনে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন “চন্দ্রমুখি! অদ্য তোমার অকলঙ্ক বিধুবদন বিলোকন করিয়া আমার চিত্ত অননুভূতপূর্ব্ব সুখ লাভ করিল। তুমি আর কেন দীন হীনের ন্যায় এস্থানে দাঁড়াইয়া আছ?” এই বলিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক শিবির মধ্যে লইয়া গেলেন এবং পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করাইয়া তাহার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। প্রিয়সখীও আমার ঠিক্ দক্ষিণ দিকে গৃহীতাসন হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে বিলাসবতী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “সখি! তোমাকে এরূপ মৌনাবলম্বিনী দেখিতেছি কেন? কি চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে? যাঁহার জন্য স্বেচ্ছাচারিণী রমণী বলিয়া রমণীমণ্ডলে উপহসিত হইয়াছ, যাঁহার নিমিত্ত কুল, মান এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই চিত্তচোর তোমার নিকটেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন। একবার প্রসন্ন বদনে বাক্যালাপ করিয়া প্রণয়াকাঙ্ক্ষী মহারাজের মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর।” আমি লজ্জাবনত বদনে অতি মৃদু স্বরে বলিলাম ‘সখি! আমি যাঁহাকে অকপটে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছি, যাঁহার সম্মোহন রূপরাশি আমার অন্তরে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, মন যাঁহাকে সংসারসারভূত বলিয়া হৃদয় সিংহাসনে স্থান দান করিয়াছে; সেই পরিচিত জনের সহিত অনালাপিতের ন্যায় কি আলাপন করিব? আমি অদ্য চিরাভিলষিত, সাগরসিঞ্চিত মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। বিধাতা আমার মন-

স্কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। আর আমার অনুতাপ পরিতাপের বিষয় কি আছে? কেবল অবিলম্বেই তোমাকে বিদায় প্রদান করিতে হইবে বলিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে। পরম হিতৈষিণী প্রিয়জনকে একবারে হারাইবে বলিয়া হৃদয় অবিচ্ছেদ প্রকম্পিত হইতেছে। সখি! আমি এই নিমিত্তই নিরতিশয় শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি।’ প্রিয়সখী বলিলেন “চারুলোচনে! তুমি এই সামান্য বিষয়ের জন্য শোকাকুলা হইতেছ কেন? ‘ভগবান্ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তখন তাহাকেই পরমসুখ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য’ এই উপদেশ পরিপূরিত কথাটি তোমার মুখে সকল সময়েই শুনিতে পাই। কিন্তু এক্ষণে তোমার মনের সে ভাব কোথায় রহিল? এই কথাটিই বা কিরূপে বিস্মৃত হইলে? মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দাও, যে আমাদিগের অদৃষ্ট বশতঃই উভয়ে উভয়েরি মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। ইহা বিধিকৃত লিপি, অতিশয় দুঃখাকর হইলেও সুখাকর বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।” আমি বলিলাম “সখি! আমরা যখন কোন দুর্দ্দৈব বিপদ্ গ্রস্ত হই, তখন নিরুপায় ভাবিয়া নিরাশ মনকে এই বলিয়াই সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু চিত্ত একবার অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে আর কিছুতেই তাহার প্রতীকার করা যায় না।” বিলাসবতী বলিলেন “সখি! অনুজ্জ্বল অনলে ঘৃতধারা প্রদান করিলে যেমন হুতাশনের মূর্ত্তি উত্তরোত্তর ভীষণ হইয়া উঠে, তদ্রূপ চিন্তিতমনে অবিরত চিন্তা করিলে ক্রমশ দুশ্চিন্তাই বলবতী হয়। এক্ষণে শোকসন্তপ্ত মনকে স্থিরীকৃত করিয়া আমাকে অক্ষুব্ধ চিত্তে বিদায় দাও।” আমি বামহস্তে প্রিয়সখীর গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। বিলাসবতী আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া আমার সহিত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ে উভয়েরি মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। শোক ভরে কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, মুখ হইতে একটিও বাক্য বিনির্গত হইল না।

ক্ষণকাল পরে চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে বলিলাম ‘সখি! আর অনর্থক রোদন করিয়া কি হইবে? এস, তোমার সহিত একবার অঙ্কপালী করিয়া জন্মের মত বিদায় লই’ এই বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম।

প্রিয়সখী আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক জীবিতেশ্বরের সুকোমল করকমলে অর্পণ করিয়া বলিলেন "মহারাজ! আমার প্রিয়সখী চিরদুঃখিনী। আপনাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কাঞ্চনমালার এ সংসারে আর কেহই নাই। আপনি অনুকম্পাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ইহার তত্ত্বাবধান করিবেন। পরিজনবিরহে প্রেয়সীর চিত্ত যাহাতে চপল না হয়, প্রতিনিয়ত এইরূপ চেস্টা করিবেন। মহতের আশ্রয় উত্তরকালে সুখদায়ক বিবেচনায় ইনি আপনাতে অনুরতা হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহাকে প্রণয়িনী বলিয়া গ্রহণ করিলেই ইহার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়।" হস্তিনানাথ বিলাসবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "মধুরভাবিণি! তোমাকে আর এতদূর বলিতে হইবে না। তোমার প্রিয়সখী দিল্লীশ্বরের দর্শনপথবর্ত্তিনী হইবা মাত্র হৃদয়েশ্বরী বলিয়া পরিগৃহীতা হইয়াছেন। হৃদিবিলাসিনী কাঞ্চনমালা এ দাসানুদাসের পরিচর্য্যায় কখনই ক্লেশানুভব করিতে পারিবেন না। তজ্জন্য তোমার অণুমাত্রও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তোমার প্রিয়সখীকে প্রধানা মহিষী করিয়া ইহাঁর মনোভীস্ট সাধন করিব।" বিলাসবতী বলিলেন "নরনাথ! ভবাদৃশ জনেরা কৃপাকটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে সকলই হইতে পারে।" পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সখি! আমার আর এস্থানে থাকা উচিত হইতেছে না। পাছে লোকসমাজে নিন্দনীয়া হই, এই ভয়ে আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। আমি অবরোধবাসিনী কুলকামিনী। আমার আর বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না। শীঘ্র বিদায় প্রদান কর।" আমি বলিলাম 'সখি! তুমি আমাকে একাকিনী রাখিয়া গমন করিও না। আমি তোমার বিরহানল কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না।' বিলাসবতী বলিলেন "ভদ্রে! আমি তোমাকে একাকিনী রাখিয়া গমন করিব কেন? রাজাধিরাজ মহারাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তুমি যখন আমার জন্য নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন ইনি কায়মনোযত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তোমার চিত্তবিকার দূর করিবেন।" আমি বলিলাম 'চন্দ্রাননে! প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত অসামান্য ক্লেশকদম্ব কে দূরীভূত করিতে

পারে? দেহে যত দিন অবধি জীবন থাকে, প্রিয়বিরহ রূপ হুতাবহও ততদিন পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত থাকিয়া আত্মাকে দগ্ধ করে। এ অনলে সান্ত্বনারূপ সুশীতল বারি সেচন করিলে কখনই নির্ব্বাণ হয় না, বরং উত্তরোত্তর উপচয় প্রাপ্ত হইয়াই থাকে।' প্রিয়সখী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "কাঞ্চনমালে! আর গমনকালে কেন আমাকে শোক সন্তাপে তাপিত কর? সহাস্যবদনে বিদায় দাও।" আমি বলিলাম "সখি! আমি আর তোমাকে বাধা দিতে চাহি না, তুমি অবিলম্বেই গমন কর। কিন্তু, যখন তুমি পুরবাসিনী দিগের সহিত উপন্যাসচ্ছলে নানাবিষয়ক কথোপকথন করিবে; তখন ভ্রমক্রমে ও এহতভাগিনীরে এক একবার স্মরণ করিও। কারণ, এচির দুঃখিনীর জীবনও উপন্যাস স্বরূপ। আমি কেবল অনিবার্য্য দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই এসংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।" এইকথা বলিতে বলিতে আমার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। অন্তর্বাষ্প ভরে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আর কিছুই বলিতে পারিলাম না।

পথিক অকস্মাৎ কাঞ্চনমালাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া বলিলেন "বৎসে! তুমি কি অদ্যাবধি তোমার প্রিয়সখীর মুখমণ্ডল বিস্মৃত হইতে পার নাই?" রমণী বলিলেন "পিতঃ! এসংসারে এমন নিষ্ঠুর কে আছে যে, হিতাকাঙ্ক্ষী জনের বিরহে অধৈর্য্য না হয়? যদবধি আমার জীবন রবি চরমপর্ব্বতে প্রস্থান না করিবে, আমি তদবধি সেই প্রাণসখীর বদনেন্দু ভুলিতে পারিব না। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেই আমার নয়নদ্বয় বাষ্পপূর্ণ হইয়া উঠে।" পথিক বলিলেন "কাঞ্চনমালে! কতক গুলি উপধাতু একত্র হইয়া যেমন সর্ব্বংসহা সাগর-মেখলাকে প্রকম্পিত করে, তেমনি অতিশয় গম্ভীর স্বভাবশালী হইলেও মানবের অন্তঃকরণ নানাবিধ দুঃখে অভিভূত হইয়া উত্তরোত্তর বিচলিতই হইয়া থাকে। একটি দুঃখকর বিষয় লইয়া অবিরত চিন্তা করিলে পুরাতন শোকাগ্নি মানসকন্দরে অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বৃথা রোদন করিও না, ক্ষান্ত হও। তদনন্তর কি হইল বলিতে আরম্ভ কর।"

কাঞ্চনমালা বলিলেন পিতঃ! প্রিয়সখী বসনাঞ্চলে আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "সখি! তোমার কাতরতা সন্দর্শনে আমার

আর পা উঠিতেছে না। আমি নিরপেক্ষ হইলে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অভিলাষ করিতাম না। কি করিব, পরাধীন জীবন জীবনই নহে। পরাধীন মন মনই নহে। পরাধীন দেহ দেহই নহে। যাহারা স্বেচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারিয়া জীবন্মৃতবৎ কালযাপন করিয়া থাকে, এসংসারে তাহাদিগের অপেক্ষা চিরদুঃখী আর কে আছে?” আমি বলিলাম ‘সখি! অনর্থক আক্ষেপ করিয়া আর কি করিবে? তুমি ভবনোদ্দেশে যাত্রা কর। তোমার পরিজন বর্গ তোমাকে অন্তঃপুরমধ্যে দেখিতে না পাইলে একবারে গোলযোগ করিয়া উঠিবে। তুমি আমার জন্য কুলকলঙ্কিনী নাম ধারণ করিয়া লোকের নিকট হতাদৃত হইওনা। বেলা অধিক হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে।’ বিলাসবতী, “তবে আমি চলিলাম” বলিয়া ধীরে ধীরে নীশারের বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। আমি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়া তাঁহাকে যানারূঢ়া করিয়া দিলাম। শিবিকাখানি যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চল নয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিবিকা বাহকেরা ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে আমি পুনরায় শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

প্রিয়সখীর অদর্শনে মন সাতিশয় চপল হইয়া উঠিল। নয়ন অনর্গল বিগলিত হইতে লাগিল। ‘হা হতবিধে! তুমি কি অদ্যাবধি আমাদিগের চির প্রণয় রত্ন অপহরণ করিলে? হায়! আমি কি ইহজন্মে আর বিলাসবতীর বিধুবদন বিলোকন করিতে পাইব না? তাঁহার সহবাস জনিত নিরুপম সুখসম্ভোগ কি আমার অদ্যাবধিই পরিসমাপ্ত হইল?’ উপর্য্যুপরি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলাম। মহারাজ আমাকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। প্রচ্ছদপট দ্বারা আমার অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন “প্রিয়ে! ক্রন্দন পরিহার কর। অসার জনেরাই দুঃখে বিচলিত হয়। তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও কেন নিরর্থক আত্মাকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছ? প্রিয়বিরহ অতিশয় ক্লেশকর বটে, কিন্তু তজ্জন্য রোদন করিয়া কি করিবে? অশ্রুবিসর্জন করিলে শোকের কোন প্রতীকার না হইয়া, বরং

উদ্দীপন হইয়া থাকে। "বিপদি ধৈর্য্য" আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। দেখ, সাগর-রসনা বসুধা, দিনযামিনী জীববৃন্দের পদতলে দলিত হইয়াও কেবল একমাত্র সহ্য গুণেই সর্ব্বংসহা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত হইলে মানবমণ্ডলী শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তন্মধ্যে ধৈর্য্যই প্রধান। যাহার সহ্যগুণ আছে, সে ব্যক্তি সকলের নিকটেই আদরণীয় হইয়া থাকে। এমন কি, সে জন পরিপন্থিক বিহীন হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।" আমি বলিলাম 'আর্য্যপুত্র! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য এবং যথার্থ হিতোপদেশ বটে, কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে যখন অভ্রভেদী আগ্নেয় গিরি বিকম্পিত হয়, বায়ুর গতি প্রবল হইলে যখন অগাধ সাগরের অতলস্পর্শ জলরাশি টলমল করে; তখন মাদৃশ জ্ঞানান্ধ জীবেরা যে বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করিবে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই জগতিতলে অবলার সদৃশ সহ্য গুণ আর কার আছে? আমরা যতক্ষণ অবধি শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানসিক দুঃখও গুপ্ত ভাবে থাকে। কিন্তু, প্রিয়জনের বিচ্ছেদরূপ হবনায়ু যখন হৃদয়কে একবারে বিদগ্ধ করে, তখন আমরা অগত্যা অনুতাপ পরিতাপ করিয়া তাহার প্রতীকার সম্পাদনে যত্নবতী হইয়া থাকি। দিল্লীশ্বর বলিলেন "হৃদয়েশ্বরি! চেষ্টা করিলে কোন্ ব্যক্তি কৃতকার্য্য না হয়? যে কোন দুর্দ্দৈব ঘটনা উপস্থিত হউক না কেন, আমরা প্রথম হইতেই তাহাকে অনিবার্য্য বিবেচনায় ব্যাকুল-হৃদয় হই বলিয়াই চিত্তচাপল্য দূরীভূত করিতে পারি না। ক্লেশকর বিষয় সহ্য হয় না, এই একমাত্র কুসংস্কার বশতঃই আমরা শোকে মুহ্যমান হইয়া থাকি।" আমি বলিলাম 'নরনাথ! সকলে সকলকেই হিতোপদেশ প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করাই সুকঠিন।' মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! ক্ষণকাল অশ্রুপাত করিলেই যদি তোমার মনস্তাপ দূরীভূত হয়, তাহাতে আমি আর প্রতিবন্ধক হইতে চাহি না। যাহা অভিরুচি হয় কর।"

আমরা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবসরে চন্দ্রচূড়

নামে একজন প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে বলিল "মহারাজ! সারথি বিশ্ববসু হিরণ্যবর্ণার পরপারে রথ লইয়া আপনার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছে এবং শিবিকা বাহকেরা শিবিকা লইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে।" দিল্লীশ্বর বলিলেন "চন্দ্রচূড়! তুমি যাও, সারথিকে রথযোজনা করিতে বল। আমরা অনতিবিলম্বেই গমন করিতেছি।" প্রতিহারী "মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, তবে আমি চলিলাম" বলিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল।

চন্দ্রচূড় গমন করিলে পর হস্তিনানাথ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! চল, তোমাকে লইয়া স্বরাজ্যে গমন করি।" এইমাত্র বলিয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক আমাকে শিবিকারূঢ়া করিয়া দিলেন এবং আপনিও একটি অত্যুচ্চ করিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা অত্যল্পকাল মধ্যে শৈবলিনী তীরে উপনীত হইলে, মহারাজ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অনন্তসিংহ! তুমি অবিলম্বেই বস্ত্রাবাস, হস্ত্যশ্ব, এবং সেনানিচয় সমভিব্যহারে লইয়া আমাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হও।" সেনানী অনুমতি প্রাপ্তিমাত্রই সুসজ্জিত হইতে লাগিল। অনন্তর দিল্লীশ্বর হস্তী হইতে অবতরণপূর্ব্বক পাদচারে গমন করিয়া গঙ্গাগর্ভস্থ মনোহর তরিতে আরোহণ করিলেন। শিবিকা বাহকেরা তাঁহার অনুমত্যনুসারে আমাকেও সেই তরণী পৃষ্ঠে নামাইয়া দিল। আমরা যথা উপযুক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইলে কর্ণধার উপর্য্যুপরি কর্ণ সঞ্চালন এবং পোতবাহকেরা অনবরত ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল। আমরা মুহূর্ত্তকালমধ্যে প্রভাববতী ভগবতী ভাগীরথীর পরপারে উপস্থিত হইলাম এবং ধীরে ধীরে তীরভূমি উত্তীর্ণ হইয়া রথারোহণ করিলাম। তখন নরপতি সারথিকে বলিলেন "সূত! রথ চালনা কর। সারথি অনুমতি প্রাপ্তি মাত্রই অশ্বগণকে দৃঢ় কশাঘাত করিল। তাহারা অমনি বায়ু অপেক্ষা প্রবল বেগে গমন করিতে লাগিল। রথনেমির নির্ঘোষে ধরাতল যেন কম্পিত হইতে লাগিল। আমরা কত দেশ, নগর, বন, উপবন প্রভৃতি সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমরা গিরি, গুহা, উপত্যকা, অধিত্যকা, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া তৃতীয় দিবসে মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলাম। জানপদবর্গেরা লোক পরম্পরায়, হস্তিনানাথ রণজয়ী হইয়া সস্ত্রীক স্বরাজ্যে আগমন করিয়াছেন, এই বার্ত্তা শ্রুত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। নানাবিধ মঙ্গলসূচক বাদ্যে চতুর্দ্দিকে ঘোর রোল উঠিল। দর্শনেচ্ছু মানবনিকর সমন্বিত হইয়া রাজপুরীর বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইল। আমরা ধীরে ধীরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পাদচারে গমন করিয়া হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পুরবাসিনী পুরস্ত্রীবর্গেরা মঙ্গলাচরণ সহকারে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যস্থ বিশ্রাম ভবনে লইয়া গেলেন। আমি তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই অমূল্য বস্ত্রাভরণ বিভূষিতা মণিময় পর্য্যঙ্কস্থিতা, একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীর দর্শনপথবর্ত্তিনী হইলাম। তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাবিংশতি বৎসর। যদিও ললনার যৌবনের মুখ্যকাল অতীত হইয়াছে, তথাচ তদীয় সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিম্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শারদীয় ইন্দুমতী রজনীর পূর্ণ ইন্দুলেখার ন্যায়, উন্মেষিত বিষকুসুমের ন্যায়, বরিষাকালের প্রবাহিত প্রবাহিনীর ন্যায় তাঁহার নিরুপম রূপরাশি ঢল ঢল করিতেছে। আয়ত লোচন, কৃশাঙ্গ, দেহে যে কিছু সুষুমা থাকিলে রমণীদিগকে সুন্দরী বলা যায়, তাঁহার সুরুচির কলেবরে তাহার সকল গুলিই বিদ্যমান। তাঁহাকে যথার্থই স্পষ্টাক্ষরে "সুন্দরী" বলা যাইতে পারে। যাহাহউক, তিনি আমাকে দেখিবা মাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার একপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া আমার সহিত আভাষণ করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার পরিচয় শ্রবণ মানসে নাম ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি লজ্জাবনত বদনে বলিলেন, "আমি বিদর্ভনগরীর রাজা চন্দ্রকান্তের তনয়া, আমার নাম অনঙ্গমোহিনী।" আমি শ্রবণ

করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলাম "রাজনন্দিনি! মহারাজ দিল্লীশ্বরের সহিত কি আপনার কোন সম্বন্ধ আছে, অথবা কোন কারণ বশতঃ এস্থানে আগমন করা হইয়াছে?' অনঙ্গমোহিনী বিকচাস্যে বলিলেন "ভগিনি! তাঁহার সহিত তোমার যেরূপ সম্বন্ধ, আমার সহিতও সেইরূপ।" আমি শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম 'কি আশ্চর্য্য! সপত্নীর সহিত বৈরতাচরণ করাই কামিনী কুলের স্বভাব। পতিকে অন্যস্ত্রীতে অনুরতা দেখিলে রমণীরা যেরূপ অভিমানিনী হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ইহার কি সরল অন্তঃকরণ, কি অমায়িক স্বভাব, কি ঔদার্য্যগুণ। সুখসংহারিণী বিবেচনায় আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বরং চির পরিচিতের ন্যায় আলাপন করিতেছেন।' আমি মনে মনে এইরূপ অনুসূচনা করিতেছি, ইত্যবসরে একজন কঞ্চুকী আসিয়া প্রণমিত হইয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল "মাতঃ! শুনিলাম, কান্যকুব্জাধিপতিতনয়া প্রধানা মহিষী হইবেন। মহারাজ এই কথা রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছেন।" এই বলিয়া বিমর্ষ বদনে নিরস্ত হইয়া রহিল। অনঙ্গমোহিনী সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "লক্ষ্মণ! ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। আমি কাঞ্চনমালাকে সন্দর্শনাবধি কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকি।" পরে আমার দিকে অঙ্গুলি নিদর্শন করিয়া বলিলেন "ইহাঁরই নাম কাঞ্চনমালা। তোমরা আমার সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাক, অদ্যাবধি ইহাঁর সহিতও সেইরূপ করিবে। ইনি আমার পরম স্নেহাস্পদ।" সৌবিদ বলিল "জননি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমাদিগের জীবন সত্বে কখন অন্যথা হইবে না।" এইরূপ কথোপকথনের পর সে আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল।

অন্তঃপুর রক্ষক বহির্ভূত হইলে অনঙ্গমোহিনী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুভে! দেখ, নভোমণ্ডলবিহারী ভগবান্ হিরণ্যরেতাঃ প্রদীপ্ত হুতাশন সদৃশ রশ্মিকণা বিস্তার করিয়া, সাগরাম্বরাকে যেন দাহন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। পিপাসিত চাতককুল কাতর হইয়া জলদে, জলদে বলিয়া চিৎকার করিতেছে। নবপল্লবিত পাদপাবলির নিরুপম সুষমা

দিনমণি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে বলিয়া, তাহারা যেন অবনত বদনে, মৌনাবলম্বনে, কালযাপন করিতেছে। আতপ তাপিত গরব্রত পক্ষপুটে চঞ্চুপুট সন্নিবেশিত করিয়া, তরুণ তরুচ্ছায়ায় নিষ্পন্দের ন্যায় বিকলাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। অলিকুল সুমধুর পুষ্পাসব আহরণে বিরত হইয়া বিশুষ্ক তরুকোটরে অবস্থিতি করিতেছে। কিশোর হরিণশিশু জননীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোমন্থ অভ্যাস করিতেছে। জগতীয় যাবতীয় জীববৃন্দ দিনকরকরে সন্তপ্ত হইয়া বনবিবরে, গিরিগহ্বরে, অরণ্যে, উপবনে, গুল্মান্তরালে, পঙ্কিল পল্বলে, কেহবা তরুতলে শয়ান রহিয়াছে। সকলেই সমুজ্জ্বল প্রভাকরের মুখমণ্ডল দর্শনে অসমর্থ হইয়া, সমূহ সুখ প্রদায়িনী ছায়াসতীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছে। বায়ুর শৈত্যগুণ উষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া হুতাশনের ন্যায় দেহকে দগ্ধ করিতেছে। আহা! দেখ দেখি, স্বভাবের স্বভাব কেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে! প্রকৃতির আর সে মধুর ভাব নাই, নয়নতৃপ্তিকর নিরুপম সৌন্দর্য্য নাই; বেশভূষা সত্বেও প্রকৃতির আকৃতি যেন বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে শূন্যমার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, বিহায়শকে আর আকাশ বলিয়া অনুভূত হয় না। বোধ হয়, যেন ধূমপটল সমাকীর্ণ একটি সুবিস্তৃত ক্ষেত্র। তাহার মধ্যস্থলে কি এক রমণীয় জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ অনর্গল অনল উদ্গীরণ করিতেছে। যাহাহউক, আর আমাদের এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে আমোদ প্রমোদ করা অনুচিত হইতেছে। চল, স্নান ভোজন করিয়া সুতপ্ত দেহকে শীতল করি।” এই বলিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক কক্ষ্যা হইতে বহির্গত হইয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেমলতা ও নলিনী নামে দুইটি পরিচারিণী উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ সুবর্ণ কলস হইতে সুবিমল, সুশীতল, কর্পূরবাসিত জল লইয়া আমাদিগের অঙ্গ ধৌত এবং মার্জ্জিত করিয়া দিতে লাগিল। ক্ষণকালপরে আমাদিগের সিক্ত বসন উন্মোচন করতঃ দুইটি সুন্দর পরিচ্ছদে পরিবৃত করিয়া, চন্দন, চূয়া, গন্ধকেলিকা, কুঙ্কুম প্রভৃতি গাত্রানুলেপনী গাত্রে লেপন করিতে লাগিল। কেশপাশ বন্ধন এবং অঙ্গরাগ পরিসমাপ্ত হইলে, আহারোপযোগী চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক একপার্শ্বে

দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা তন্মধ্য হইতে কিয়দংশ ভোজন ও পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। পরে অনঙ্গমোহিনী হেমলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হেমলতে! তোমরা এই অবশিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করিয়া আমাদিগের নিকটে গমন করিও।" এই বলিয়া প্রাগুক্ত কক্ষ্যা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিলাম। অনঙ্গমোহিনীও আমার একপার্শ্বে শয়ান হইলেন।

নানাবিষয়ক কথোপনচ্ছলে ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। পাংশুপুঞ্জ সমাকীর্ণ ভগবান অংশুমালী বিকীর্ণ কিরণজাল আকর্ষণপূর্ব্বক বিকম্পিত কলেবরে অস্তাদ্রি প্রতিপ্রস্থান করিলেন। বিহগকুল অরাতি হিমারাতির দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া মহানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। সুশীতল মলয় পবন মন্দ মন্দ পাদসঞ্চারে গমন করিয়া এই শুভসংবাদ সন্ধ্যাবধূরে বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল। অমনি নিশীথী তমোময় বসনে পরিবৃতা হইয়া স্বভাব ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। বিরহিণী অম্লানিনী তমস্বিনীর ভীষণ মূর্ত্ত্যবলোকনে অসমর্থ হইয়া, সহসা ম্লানবদনে লোচন নিমীলন করিল। শালামৃগেরা অভিমানিনী অম্ভোজিনীকে আশ্বাস প্রদান করিবার জন্যই যেন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু, যাহাদিগের পাষাণ হৃদয় পরদুঃখে বিদীর্ণ না হয়, তাহারা স্বভাবতই তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। গরবিণী কুমুদিনী মৃণালাসনে আসীনা হইয়া নলিনীরে উপহাসচ্ছলে আধবিকসিতবদনে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল। সুনীল গগণ কাননে একটি দুইটি করিয়া অনেক গুলি নক্ষত্র কুসুম ফুটিয়া উঠিল। কুমুদ-হৃদি-বিকাসন ভগবান মৃগলাঞ্ছন, তরুণ হরিণশিশু অঙ্কে লইয়া, দেবগণ পরিবেষ্টিত শচীপতির ন্যায়, মুক্তাকলাপ মধ্যস্থ চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায়, পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া উদয়াচলে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যাবধূ শোভাকর চন্দ্রমার বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিল। ক্রমে নিশীথিনী সমাগত দেখিয়া আমরাও সুখশয্যা পরিহার করিলাম। কামিনী, মোহিনী, বিনোদিনী, সুরঙ্গিণী, নামে চারিটি পরিচারিণী মৃদঙ্গ, মাদোল, সেতারা, বীণা, প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র লইয়া আমাদিগের কক্ষ্যা মধ্যে প্রবেশ করিল এবং

শ্রুতিসুখকর রাগরাগিণী সহকারে তানলয়বিশুদ্ধ নানাবিধ সংগীত আরম্ভ করিল। আমরাও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গীতবাদ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে অনঙ্গমোহিনী সখীদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনীগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রই স্ব স্ব বাসভবন অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা গমন করিলে পর অনঙ্গমোহিনী আমাকে বলিলেন "সুলোচনে! দেখ, বিরামদায়িনী নিদ্রা দেহকে অবসন্ন করিতেছে। উত্তরোত্তর রজনীও অধিক হইয়া উঠিল। চল, আমরাও শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই।" আমি বলিলাম 'হাঁ যথার্থ বলিয়াছ, তন্দ্রা দেহকে আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতার বশবর্ত্তী করিতেছে। আর স্থির ভাবে থাকা যাইতেছে না। চল, শয়ন করি' এই বলিয়া উভয়েই পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান হইলাম। নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া অক্ষিপত্ররূপ কবাটদ্বয় আকর্ষণপূর্ব্বক দৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দেহকে জড়ের ন্যায় স্পন্দহীন দেখিয়া ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া আসিল। মন, চিন্তারূপা চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবামাত্রই নিশ্চিন্তরূপে বিশ্রাম ভবনে গমন করিল। আমরাও বিচেতন হইয়া সুপ্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। অনন্তর সুখতারা নিশাশিরোমণি নিশাকরের সুখ সংহারিণী হইয়া প্রাচীদিগ্ ভাগে উদয় হইল। প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিয়া নিদ্রালু জীবসমূহকে জাগরিত করিতে লাগিল। প্রকৃতি সতী নিমীলিত নয়নে, মৌনাবলম্বনে ধ্যানে মগ্না ছিলেন, দৈবায়ত্ত প্রাণিগণের ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইয়া তাঁহার যোগনিরত অন্তঃকরণকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ভগবান অরুণসারথি ধ্বান্তরাশি সমূলোন্মূলন করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে উদয় পর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। দেখিবামাত্রই স্বভাব প্রশান্ত স্বভাব পরিগ্রহ করিলেন। জীবমাত্রেই প্রভাকরকে সন্দর্শন করিয়া অপার আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। সুখের নিশা শীঘ্রই অবসান হয় দেখিয়া আমরাও সুখশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান করিলাম। এদিকে মহারাজের নিদেশানুসারে নগরী সুসজ্জিত হইতে লাগিল। জায়াজীবেরা নৃত্য গীতে সকলের মনোরঞ্জন

করিতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ সকলেই, অদ্যাবধি কাঞ্চনমালা প্রধানা মহিষী হইবেন বলিয়া, আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। হস্তিনানাথ জ্যোতির্ব্বিদগণের আদেশানুসারে শুভদিনে, শুভক্ষণে, বিহিতবিধানে, আমার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং অনাহূত, বরাহূত, দীন দরিদ্রকে নানাবিধ রত্ন প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় করিলেন। আমি স্বাবলম্বিত মনোরথ নদীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া কান্তসনে একাসনে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে আমরা একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিশ্রাম ভবনে উপবিষ্ট হইয়া নরনাথের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছি, ইত্যবকাশে চন্দ্রভাট নামক একজন প্রিয় অনুচর আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বলিল "মহারাজ! যেমন বালির ভয়ে পলায়িত সুগ্রীব, অমিততেজা দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকে সহায় করিয়া যুদ্ধার্থী হইয়াছিল, তেমনি কান্দিশিক শাহাবুদ্দিন যবন কান্যকুব্জাধিপতি রাজা জয়চন্দ্রের সহিত সমবেত হইয়া নারায়ণ গ্রামস্থ সৈন্যসমূহকে নিপাতন করিয়াছে এবং আগামী কল্য সসৈন্য দিল্লির দুর্গ আক্রমণ করিবে। বিহিত অবধান হউক।" রাজা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া বলিলেন, "তুমি যাও; মন্ত্রিবর অধিরাজকে আমার আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করিয়া বলিও যে, মহারাজ বলিয়াছেন, তিনি কল্য প্রভাতে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যহারে লইয়া অরাতি ম্লেচ্ছ জাতির দর্পচূর্ণ করিবেন। অতএব অদ্যই যেন সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া সেনা সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করা হয়।" চন্দ্রভাট যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিল।

দূত গমন করিলে পর আমি দিল্লীশ্বরকে বলিলাম 'হৃদয়েশ্বর এ অধীনীর বিবেচনায় সমর হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত ছিল। কারণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, কতক গুলি তৃণ একত্রিত হইলে মদকল মাতঙ্গকেও আবদ্ধ করিতে পারে। দুর্দ্দান্ত যবন জাতি বিপুল পরাক্রমশালী। মদীয় পিতাও দুদ্ধর্ষ বীরপুরুষ।' হস্তিনানাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! স্ত্রীজাতি স্বভাবতই ভীরুস্বভাব। আর্য্যকুলসন্তানেরা কখনই যুদ্ধকে ভয়াবহ বলিয়া বিবেচনা করেন না। আমরা বাল্যাবস্থা হইতে অসি

চর্ম্মের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকি এবং পরিণামে ধরণীকে শত্রুশোণিত-প্লাবিতা করিয়া ধরাশায়ী হই। আমরা জীবন সত্ত্বে পরাধীনত্ব স্বীকার করি না। সমরানলে দেহকে আহুতি প্রদান করাই আমাদিগের কুলক্রমাগত ধর্ম্ম।" আমি বলিলাম 'নাথ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগেরও সময় বিশেষে সন্ধি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। বল বিবেচনায় যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও এইরূপ উক্ত আছে যে, "কুশলেচ্ছুদিগের প্রতি অত্যাচার, বুদ্ধিমান ও পরীক্ষক দিগকে পরিত্যাগ, অকারণ বৈরতাচরণ, পরদ্রব্যে লোভ, মৃগয়েচ্ছা, মদ্যপান, ক্রীড়াসক্তি, মারীভয়, মন্বন্তর, ভূমিকম্প, দিগদাহ, জলকম্প, কোপন স্বভাব, অপরিমিত দণ্ডপ্রদান, সন্ধিস্থলে যুদ্ধ এবং যুদ্ধস্থলে সন্ধি" এই নির্দ্দিষ্ট কারণ গুলির একটি ঘটিলেই রাজাও রাজ্যের বিপদ সংঘটন হইয়া থাকে।" নরনাথ বলিলেন "শুভে! রাজারা বহুবিধ নিয়মের বশবর্ত্তী হইলে রাজ্য ও প্রজার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন। 'মহানুভবগণের সম্মান রক্ষা, পরীক্ষিত দুঃখ হইতে অন্তরিত হওয়া, সঞ্চিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, ভাবী দুঃখের নিবারণোপায় নির্দ্ধারণ, লাভের কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত, উপস্থিতাপদের নিবৃত্তি' এই গুলিই রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহাহউক, আর আমাদিগের অনর্থক এক বিষয় লইয়া অনুসূচনা করিবার প্রয়োজন কি? অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এক্ষণে রজনী অধিক হইয়াছে চল, শয়ন করি।" এই বলিয়া আমার ও অনঙ্গমোহিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যোপরি শয়ান হইলেন।

আমি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে উক্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম। প্রভাতকালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমার বোধ হইতে লাগিল যেন এক জন বীরপুরুষ রক্তাক্ত কলেবরে আমার শিয়রে উপবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন "কাঞ্চনমালে! আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তোমার হৃদয়েশ্বর দিল্লীশ্বর শত্রুকরে বন্দী হইয়াছেন। তাঁহার জীবন সূর্য্য অস্তাচল গমনোন্মুখ হইয়াছে। উঠ, সুখশয্যা পরিহার করিয়া শত্রুনিপাতনের চেষ্টা কর।" তাঁহার কথার অবসান হইবামাত্রই দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতনেত্র, চর্ম্মপরিচ্ছদে পরিবৃত,

আর একজন বীরপুরুষ করাল বদন ব্যাদান করিয়া প্রাণনাথকে অবলীলাক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি এই অচিন্তনীয় অমঙ্গলময় ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া একবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলাম। জীবিতনাথ এবং অনঙ্গমোহিনী আমার ক্রন্দন ধ্বনিতে জাগরিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি তাঁহাদিগের নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। অনঙ্গমোহিনী শ্রবণমাত্র উপরাগের ন্যায় একবারে মলিন হইয়া গেলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর সহাস্যবদনে বলিলেন "প্রিয়ে! লোকে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বিষয় চিন্তা করে, নিদ্রাবস্থায় তাহাদিগের মানসাদর্শে প্রায় সেই সকল গুলিই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। স্বপ্ন অলিক চিন্তামাত্র।" আমি বলিলাম 'আর্য্যপুত্র! স্বপ্ন যে আকাশকুসুম তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু কি জানি, এই অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনাবধি আমার অন্তর যেন নিরন্তরালে প্রেঙ্খিত হইতেছে। মন উৎক্ষিপ্তের ন্যায় হিতাহিত বিবেচনা পরিশূন্য হইয়াছে। আমি কোন ক্রমেই ইহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া মনের সংশয় অপনয়ন করিতে পারিতেছি না। যেমন ভগ্ন অট্টালিকা অলিন্দে অশ্বত্থ বৃক্ষ দৃঢ়মূলে বর্দ্ধমান হয়, তেমনি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমার বিচলিত মানস কন্দরে দৃঢ় বিশ্বাস রূপ মূলে আবদ্ধ হইয়াছে।' রাজা বলিলেন "চন্দ্রাননে! এই অসার সংসার মধ্য হইতে আমরা যাহাকে পরম সুহৃৎ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লই এবং একান্ত অনুরক্ত হইয়া যাহার হস্তে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া থাকি, অকস্মাৎ মনোমধ্যে তাহার কোন অনিষ্ট কল্পনা উদ্ভাসিত হইলে চিত্ত স্বভাবতই বিচলিত হইয়া উঠে, নতুবা ইহার আর অন্য কিছুই কারণ নাই।" আমি বলিলাম 'প্রাণনাথ! আমি আপনারে কখনই সমরাঙ্গনে গমন করিতে দিব না। আপনার সুকোমল কলেবরে সূচিকামাত্র প্রবিষ্ট হইতে দেখিলে এঅভাগিনী কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।' রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সংশয়ান্বিতে! আর্য্যবংশসম্ভূত বীরগণ কি একবারেই হীনবীর্য্য হইয়াছে? তাহারা অসামান্য ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কি বীরসমাজে উপহাসাস্পদ হইবে? যাহাদিগকে কটাক্ষে কালকবলে নিপাতিত করিতে পারা যায়, তাহাদিগের নিকট কি বলিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে?" আমি বলিলাম 'নরনাথ!

ম্লেচ্ছজাতি যে কখনই আর্য্যসন্তানদিগের সমকক্ষ নহে, তাহার আর সন্দেহ কি? আমি ভয়বিহ্বলা হইয়া আপনাকে সন্ধিসংস্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি না। স্বপ্ন সন্দর্শনাবধি আমার অন্তঃকরণ যার পর নাই সন্দেহাকুল হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ এইরূপ বিভাষিত আছে যে, প্রভাতকালের স্বপ্ন প্রায়ই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।' রাজা বলিলেন "শুভে! দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহরক্ষার জন্য শত্রুর সহিত মিত্রতা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ পরাজিত যবনদিগের অনুগত হওয়া অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে লজ্জাস্কর আর কি আছে? করীন্দ্র হইয়া কি বলিয়া করভের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবে? ভারতবাসীরা তাহাহইলে আমাকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবে। বীরপ্রসূতা জন্মভূমির নিরঞ্জন মুখমণ্ডল আমাহইতেই কলঙ্কিত হইবে। আমি তাহা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারি না।"

এই রূপ নানারূপ কথোপকথনচ্ছলে ক্রমে বিভাবরী অবসান হইয়া আসিল। নরনাথ বিগতযামিনী দেখিয়া সুখশয্যা পরিহার পূর্ব্বক বহির্গমনোন্মুখ হইলেন। আমি তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলাম "হৃদয়েশ্বর! স্ত্রীজাতি স্বভাবসিদ্ধই হলবুদ্ধি হীনা বিবেচনায় এ অভাগিনীর কথা অবহেলন করিবেন না। আমার কথা রক্ষা করুন্। আপনি সমর সাগরে গমন করিতে উৎসাহী হইতেছেন বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইতে চাহিতেছে। সর্ব্ব শরীর যেন রোমাঞ্চ হইতেছে। হৃদয় তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিতেছে। এমন কি, আপনার সমরাঙ্গনে গমন, এঅধীনীর শিরে অশনি পতনবৎ বোধ হইতেছে।' রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "চন্দ্রাননে! যে পুরুষ প্রণয়িনীর উপদেশের বশবর্ত্তী হয়, সেজন স্ত্রৈণ, এবং কাপুরুষ বলিয়া লোক সমাজে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তুমি বৃথা কেন আমার উদ্যম ভঙ্গ করিতে যত্নবতী হইতেছ? আমি সেই দুরাচার শোলতান শাহাবুদ্দিনকে নিপাত করিব বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যতক্ষণ অবধি তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ না করিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইতেছে না।"

আমি মহারাজের দৃঢ় অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া গতিরোধ বাসনায়

তাঁহাকে ভুজপাশে বন্ধন করিয়া বলিলাম 'নরসিংহ! কামিনীকুল লঘুচেতা হইলেও তাহাদিগের উপদেশ সময় বিশেষে কার্য্যকর হইয়া থাকে। দেখুন, কর্ব্বুরশ্রেষ্ঠ রাজা দশানন মন্দোদরীর বাক্যে অনাস্থা করিয়া সংসার লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। ত্রিলোকবিজয়ী মেঘনাদ পতিপরায়ণা প্রমীলার উপরোধ উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে চিরবৈধব্য যন্ত্রণার হস্তে নিপতিত করিয়াছিলেন। আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব, আপনি সকলই অবগত আছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, শাস্ত্রকারেরা ও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতে চিত্ত সন্দিগ্ধ হয়; সে কার্য্যে কখনই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে।' রাজা বলিলেন "সুন্দরি! এবিষয়ে কেবল তোমারই অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতেছে। আমার ইহাতে কিছুমাত্র চিত্তচাপল্য অথবা সন্দিগ্ধতা উপস্থিত হয় নাই। অনর্থক কেন আর আমাকে বাধা দিতে প্রয়াস পাইতেছ? আমি যখন যবন বংশ নির্ব্বংশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন যে কোন প্রকারেই হউক তাহা প্রতিপালন করিব। প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিলে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।" এই বলিয়া বল পূর্ব্বক আমার আবদ্ধ ছাড়াইয়া লইলেন। আমি তাঁহাকে উগ্র স্বভাবাপন্ন দেখিয়া অভিমানিনী হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলাম 'আর্য্য পুত্র! মৃণালিনী যত্ন করিলেই কি প্রমত্ত কুঞ্জরকে মৃণালপাশে বদ্ধ করিতে পারে? যেমন, রোগী অচিকিৎসনীয় হইলে চিকিৎসকেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তেমনি, আমিও আপনাকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতেছি; এক্ষণে যথেষ্ট গমন করুন। এ হতভাগিনী আর কিছুই বলিতে চাহে না।' এই বলিয়া বাষ্পবিগলিতলোচনে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনঙ্গমোহিনী আমাকে বিফলচেষ্টা দেখিয়া দিল্লীশ্বরের সুকোমল চরণকমল করকমলে ধারণ পূর্ব্বক কোকিল-কণ্ঠসম্ভূত সুললিত স্বরে বলিলেন "রাজেন্দ্র! আমি আপনার চরণে ধরি। বিজিগীষা পরিহার করিয়া আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করুন। এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে, সরলহৃদয়া অবলা হৃদয়ে যাতনানল প্রজ্বলিত করিলেই আপনি সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিবেন। বোধ হয় তাহা কখনই পারিবেন না। রাজা

বলিলেন "ইন্দুবদনে! আর কেন আমাকে বারংবার বিরক্ত করিতেছ? যখন কল্লোলিনী উত্তুঙ্গ অচল শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া কল কল রবে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, তখন যেমন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি আমারও সমর সাগরে গমন অধ্যবসায় হইতে কেহই নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তোমরা বৃথা কেন ভীতা হইতেছ? আমি কটাক্ষে বৈরনির্যাতন করিয়া অনতি বিলম্বেই তোমাদিগের নিকটে পুনরাগমন করিব। অদ্য অরাতিশোণিতে বসুন্ধরার বহুকালিকী তৃষ্ণা দূরীভূত করিব। ম্লেচ্ছ জাতির অস্পর্শীয় মেদ রক্তে মাংসাশীর আশা পরিপূর্ণ করিব। তাহাদিগের বশারূপ হবি, যুদ্ধারূপ যজ্ঞে আহুতি প্রদান না করিলে আমার চিত্ত কোন ক্রমেই সন্তৃপ্ততা লাভ করিতে পারিবে না। অনঙ্গমোহিনী "বলিলেন প্রাণনাথ! দৈব যখন যাহার প্রতিকূল হয়, তখন এই চরাচর বাসী সকলেই তাহার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে আপনার দোষ কি, সকলই দুরদৃষ্টের দোষ। নতুবা চরণে ধরিলাম, কতই উপাসনা করিলাম, কিছুতেই আপনার পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না কেন?" রাজা বলিলেন "অয়ি-বিপরীত শঙ্কাকারিণি! হরিণী যেমন বিশুষ্ক পত্রপতন শব্দে ভয় বিহ্বলা হইয়া, মৃগাবিদ্ জনেরা তাহার প্রতি গুপ্তভাবে লক্ষ্য করিতেছে বিবেচনায় চঞ্চল নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ তোমরা কেন অনর্থক অনিষ্ট কল্পনা করিয়া অন্তঃকরণকে উৎপীড়িত এবং হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছ? ইহাতে আশঙ্কার বিষয় কি আছে? অনঙ্গমোহিনী বলিলেন "নরেন্দ্র! বিধাতা যে এতদিনের পর আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আর আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা, আপনি যদৃচ্ছা গমন করুন্। এ হতভাগিনীদিগের বাসনা মহারাজের নিকট যদি পদে পদেই পরাভূত হইতে লাগিল, তবে আর অরণ্যে রোদন করিবার ফল কি?" এই বলিয়া মরীচিকা প্রধাবিত নিরাশা গ্রস্ত কুরঙ্গিনীর ন্যায় নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন। আমি অনঙ্গমোহিনীকে মৌনাবলম্বিনী দেখিয়া বলিলাম "রাজনন্দিনি! বৃথা কেন পাগলিনীর ন্যায় এক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছ? অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে কখনই মনস্কামনা পরিপূর্ণ হয় না।" রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "প্রিয়ে!

ঐ দেখ, তরুণ অরুণ দেব নীলিমা নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হইতেছেন। জীবসমূহ জাগরিত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে। যুদ্ধামোদী বীরবৃন্দ রণসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া আমার অনুমতির প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।" এই বলিয়া দ্রুত পাদসঞ্চারে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন।

রাজা গমন করিলে পর আমাদিগের অন্তঃকরণ যারপরনাই বিচলিত হইয়া উঠিল। তৃষাকুলিত চাতকিনী যেমন নবজলধরপানে নিষ্পন্দনয়নে চাহিয়া থাকে, আমরাও তেমনি সতৃষ্ণ নয়নে মহারাজের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু সহসা প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া নীরদজালকে সুদূর—বিক্ষিপ্ত করিলে চাতকিনী যেমন পাগলিনী হয়, তেমনি আমাদিগের দুরদৃষ্ট রূপ অনিল কর্ত্তৃক দিল্লীশ্বর তিরোহিত হইলে, তদীয় বিচ্ছেদানল আমাদিগকে একবারে ব্যাকুলিনী করিয়া তুলিল। দাবানল পরিবেষ্টিতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় মনঃক্লেশে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হইতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া অনঙ্গমোহিনীকে বলিলাম "শুভে! একি আমার ডানি চোখ নাচিতেছে কেন? এযে অলক্ষণের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। একে দুঃস্বপ্ন সন্দর্শনাবধি চিত্ত যার পর নাই চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবার অমঙ্গলের লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে। কি করি, কিরূপে সন্দেহাকুল অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করি, তাহার উপায় বল? আমি কোন ক্রমেই মনকে সান্ত্বনা দান করিতে পারিতেছি না।' অনঙ্গমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "মৃগনয়নে! বিধাতা যে আমাদিগের অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, তাহার কিছুই বলিতে পারি না। হয়ত কোন অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে। নতুবা উত্তরোত্তর আমাদিগের চিত্ত এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিতেছে কেন?" আমি বলিলাম 'রাজকুমারি! আর্য্য পুত্রেরত কোন বিপদ ঘটে নাই?' অনঙ্গমোহিনী চকিত হইয়া বলিলেন "মৃগনয়নে! তুমি এরূপ কল্পনাকে মনোমধ্যে স্থানদান করিও না। পতিকুল দেবতারা

আমাদিগের মঙ্গল করুন্। যেন জীবিতাবস্থায় জীবিতেশ্বরের কোন অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিতে না হয়।”

আমরা উভয়ে এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিতেছি, ইত্যবসরে অন্তঃপুর মধ্য হইতে একটি ভয়ানক কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। আমি তচ্ছ্রবণে সাতিশয় ভীতা হইয়া অনঙ্গমোহিনীকে বলিলাম “বামলোচনে! পরিজনবর্গ এরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন কেন? অনঙ্গমোহিনী আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বিনী হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভঙ্গিতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি একতান মনে কি শ্রবণ করিতেছেন। যাহাহউক, পরক্ষণে অতিমৃদুমধুর স্বরে বলিলেন “কাঞ্চনমালে! শুনিতে পাইতেছ? ঐ যে কে যেন ‘হায়! কি হইল, সর্ব্বনাশ হইল’ বলিয়া রোদন করিতেছে। কিন্তু ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” আমি বলিলাম ‘রাজনন্দিনি! এই অসম্ভাবী অদ্ভুত ঘটনায় আমার চিত্ত যারপর নাই ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে। পুরন্ধ্রীগণ কি কারণে এরূপ অনুতাপ পরিতাপ করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত আমার মন সাতিশয় চপল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। এই বলিয়া কক্ষ্যা হইতে দ্রুত পাদসঞ্চারে বিনির্গতা হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণাভিলাষে নিষ্কায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই “হা নিদারুণ বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? পরিশেষে যে আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায়! অদ্য কি কুক্ষণেই নিশাবসান হইয়াছিল” এইরূপ অনেক গুলি বিলপনীয় বাক্য আমার শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু তাহার বিশেষ মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল মনে মনে ঐ কথাগুলি লইয়াই আন্দোলন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকালপরে মৃণালিনী নামে একজন পরিচারিণীকে আমার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলাম ‘মৃণালিনি! পরিজনেরা এরূপ শোকসন্তপ্তচিত্তে বিলাপ করিতেছেন কেন? এবং তুমিই বা কি কারণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ? কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে শীঘ্র বল? তোমাকে দেখিয়া আমার মনে নানা প্রকার ভয়মিশ্রিত সন্দেহ জন্মিতেছে।

মৃণালিনী আমার জিজ্ঞাস্যের কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিল না। দুঃখে অভিভূত হইয়া তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণকাল আমার মুখপানে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির নয়নে চাহিয়া রহিল এবং তাহার দুইচক্ষু হইতে দর দর ধারায় জলধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে ভয়বিহ্বলা হইয়া বলিলাম 'সখি! বক্তব্য বিষয় গোপন করিয়া আর আমাকে অনর্থক যাতনা দিতেছ কেন? তবে কি প্রাণকান্তের কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমার অন্তঃকরণ শ্রবণাভিলাষে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃণালিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধরুদ্ধস্বরে বলিল "মহিষি! আর কি বলিব, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এতদিনের পর বিধাতা আমাদিগকে চিরদুঃখিনী করিলেন। অদ্যাবধি ভারতের স্বাধীনত্ব-পঙ্কজ-রবি অস্তাচল গুহাশায়ী হইল। প্রভূত পরাক্রমশালী সিংহের সিংহাসন ক্ষীণজীবী শৃগালের অধিকৃত হইল।" এই বলিয়া সুদীন নয়নে রোদন করিতে লাগিল।

আমি পরিচারিণী মুখে এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াই, 'হা হৃদয় বল্লভ হা প্রাণনাথ! হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া, গগণাঙ্গণ বিশ্লিষ্ট উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, তটিনী তটস্থ ক্ষয়িতমূল বৃহদ্বৃক্ষের ন্যায় একবারে ধরাশায়ী হইয়া মূর্চ্ছা পোপ্ত হইলাম। কতক্ষণ পরে পরিচারিণীর সেবা শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ হইলে কতই বিলাপ করিতে লাগিলাম। 'হা জীবিতনাথ! এ হতভাগিনী কি ইহজন্মে আর তোমার মুখ পুণ্ডরীক দেখিতে পাইবে না? আর কি তবসনে একাসনে উপবিষ্টা হইয়া তদীয় চরণ কমল সেবন করিতে পাইবে না? হায়! বিধাতা কি অদ্যাবধি আমার সকল সুখের সমূলোচ্ছেদ করিলেন! হা নিষ্ঠুর বিধে! তুমি যদি পরিণামে আমাকে চিরদুঃখিনী করিবে বলিয়াই সংকল্প করিয়াছিলে, তবে এরূপ অল্পদিনের জন্য সুখিনী করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কেনই বা অমূল্য রত্ন প্রদানপূর্ব্বক তাহা হরণ করিলে? হা মাতঃ! হা সন্ততিবৎসলে! অদ্য তোমার নিষ্কলঙ্ক-কুলকলঙ্কিনী কন্যার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে একবার দেখিয়া যাও। হায়! আমি যাঁহার জন্য জনক জননী পরিজন প্রভৃতি গুরুজনদিগকে উপেক্ষা করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দনীয়া হইয়াছিলাম, অদ্য সেই অসেচনক

ভুবনপ্রিয় প্রিয়জন আমাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। হা নাথ! লোকের ভাবী দুর্ঘটনা সকল বর্ত্তমানে অনুমিত হয় বলিয়াই কি আপনার গমন কালে আমার চিত্ত সন্দেহাকুল হইয়াছিল? আমিত কত নিষেধ করিয়াছিলাম, কতই অনুনয় করিয়াছিলাম তথাপি তোমার নির্দ্দয় হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই। যেমন বৈসারিণগণ জীবন বিরহে জীবন বিসর্জ্জন করে, তদ্রূপ তোমার বিচ্ছেদে আমিও এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হায়! যখন আমার সকল আশা, সকল ভরসা উষরক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় বিফল হইল, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন কি? এই অচিরস্থায়ী শোকের আধার স্বরূপ জীবনেইবা কি প্রয়োজন? রে-নিষ্ঠুর প্রাণ! প্রাণকান্ত অগ্রগামী হইয়াছেন, তুই আর বৃথা বিলম্ব করিতেছিস্ কেন? শীঘ্র তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হ। মাতঃ বসুন্ধরে! স্থানদান কর। আমি তোমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াই সকল জ্বালা নিবৃত্তি করি। এ যাতনা আর সহ্য হয়না।' এইরূপ অশেষ প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলাম। শোকে ও দুঃখে পীড্যমান হইয়া উপর্য্যুপরি দীর্ঘোষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। পাগলিনীর মত মনে যাহা উদয় হইতে লাগিল, তাহাই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা-পন্ন হইয়া ভূপতিত হইলাম।

পরিচারিণী আমার মুখে জলোচ্ছ্বাস প্রদান করিয়া পুনরায় চৈতন্য সম্পাদন করিল। আমি চেতনা প্রাপ্ত হইবামাত্রই হা হতোস্মি! বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলাম। মৃণালিনী আমাকে দিনকর করসন্তপ্ত কুমু-দিনীর ন্যায় মলিনী দেখিয়া বলিল "রাজ্ঞি! আপনি মহারাজের মৃত্যু কল্পনা করিয়া বৃথা কেন মনকে উৎপীড়িত করিতেছেন? যাহা কিছু ঘটি-য়াছে,অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্। মৃনালিনী প্রমুখাৎ এই মঙ্গল-ময় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্রই আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রভাত মারুত হিল্লোলে পঙ্কিল পল্ললের সরোরুহ যেমন মন্দ মন্দ বিকম্পিত হয়, সেইরূপ আমার হৃৎপদ্ম আনন্দ নিশ্চারে দোদুল্যমান হইতে লাগিল। আগ্র-হাতিশয় সহকারে বলিলাম 'সখি! তবে কি আর্য্যপুত্র জীবিত আছেন? আমার মাথা খাও, সত্য করিয়া বল। প্ররোচনা বাক্যে আমার শোকাপনয়ন

করিবার প্রয়োজন নাই। যথার্থই কি জীবিতনাথ জীবিত আছেন ?' তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী বলিল "মহিষি! নরাধিপ সংসারলীলা সম্বরণ করেন নাই। তিনি বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ক্রোধান্ধ কেশরীর ন্যায় ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অরাতি ম্লেচ্ছজাতির ব্যূহভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যবনেরা একবারে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। আর্য্যসেনারাও নিশিত শর নিকর প্রহারে তাহাদিগের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উত্তরোত্তর তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। উভয় পক্ষই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ম্লেচ্ছসেনারা আর্য্যবংশীয় বীরপুরুষদিগের অসীম পরাক্রম সন্দর্শনে ভীত এবং যৎপরোনাস্তি আহত হইয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছিল। কিন্তু সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে অনতিবিলম্বেই ব্যূহ রচনা করিয়া পুনর্ব্বার সমরে প্রবৃত্ত হইল এবং মার মার শব্দ করিয়া আর্য্য সন্তানদিগের প্রতি ধাবমান হইল। প্রস্রবণ নিঃসৃত আসারের ন্যায় দুই দিক হইতেই অস্ত্রজাল বর্ষণ হইতে লাগিল। বীর পুরুষগণ সদর্পে আস্ফালন ও নবঘনের ন্যায় ঘন ঘন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহাদিগের হুহুঙ্কারে মেদিনী মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। শোণিতপ্রবাহ প্রবাহিত স্রোতস্বতী বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এমন কি, স্বপক্ষ কি বিপক্ষ বলিয়া কাহারও জ্ঞান ছিল না। যে যাহাকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়াছে, সে তাহাকেই অস্ত্রাঘাতে ছিন্নমূল ভূরুহের ন্যায় একবারে নিপতিত করিয়াছে। উভয় পক্ষীয় সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে অন্যূন চারি সহস্র মনুষ্যের মস্তক দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া, প্রচেলক, মাতঙ্গ, উষ্ট্র প্রভৃতির পদতলে দলিত হইয়াছে। অবশিষ্টের অধিকাংশই আহত। প্রায় সকলেরই দেহ রুধির ধারায় অভিষিক্ত। দিল্লীশ্বর বিজিগীষু হইয়া অত্যুচ্ছ্রিত অশ্বারোহণে বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় করিতেছিলেন। প্রাতঃ কালাবধি বেলা অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার বৈর ঘাতন বাহুযুগলের আর অবসর ছিল না। বিদ্রোহিদিগের মধ্যে প্রায় তৃতীয়াংশকে স্বহস্তে সমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, কাহাকে তোমর, কাহাকে

গদা, কাহাকে ভল্ল, খড়্গ প্রভৃতির দ্বারা সাংঘাতিক আঘাত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে আপনার পিতা জয়চন্দ্র, সাহাবুদ্দিন যবনের সহিত সমবেত হইয়া মহারাজের সন্নিহিত হইলেন। রাজা সহসা জয়চন্দ্রকে সমীপাগত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন "দুরাত্মন্! ম্লেচ্ছ জাতির সংসর্গদোষে তোমার সুবিমল পবিত্র স্বভাবও কি কলুষিত হইয়াছে? কি বলিয়া বীর-সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবে, কিরূপেইবা আর্য্য সন্তান-দুর্দ্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবে? হায়! এত দিনের পর তোমাকে যে ম্লেচ্ছজাতির আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল, ইহাতে কি লজ্জা বোধ হই-তেছে না! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমাকে চরমকালে অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। জয়চন্দ্র এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া বলিলেন "নির্ব্বোধ! তুমি অবিলম্বেই সংহার মুদ্রা সন্দর্শন করিবে। আর বিলম্ব নাই, যতক্ষণ জীবিত আছ, ততক্ষণ উপাসিত দেবতার উপাসনা কর। বৃথা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ কেন?" রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কোপা-বিষ্ট হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। সদর্পে সুবর্ণময় কোষ হইতে সুশাণিত অসি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন 'নরাধম! এস, তোমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করি', এই বলিয়া ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার সহকারে খড়্গোত্তোলন করিয়া একাঘা-তেই তাঁহার দক্ষিণ বাহু দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। জয়চন্দ্র যৎপরোনাস্তি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং জ্বালায় অস্থির হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। সাহাবুদ্দিন তদ্দর্শনে রোষপর-তন্ত্র হইয়া মহারাজের উপর অবিরল শর বর্ষণ করিতে লাগিল। নরনাথ ও প্রাণপণে তাহার প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইল, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাভব করিতে পারিল না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ নরনাথ ক্ষুধায় একান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং সমস্ত হস্ত পদাদি একাবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সমরে নিবৃত্ত হইয়া করস্থিত করবাল সংযত করিলেন। সমরের না কি এইরূপ নিয়ম আছে যে, যোদ্ধাদিগের মধ্যে যে জন নিরস্ত্র অথবা শস্ত্র সঞ্চালন না করিয়া নিরস্ত থাকে; তাহার সহিত যুদ্ধ করিলে অধর্ম্ম অর্জ্জন করা হয়। কিন্তু দুর্জ্জনদি-

গের ধর্ম্ম কোথায় ? সাহাবুদ্দিন হস্তিনানাথকে সংযতাস্ত্র দেখিয়া সহদলবলে বন্দী করিল এবং চন্দ্রভাটাকেও তাঁহার সহিত লইয়া স্বদেশ গিজনী অভিমুখে যাত্রা করিল।”

আমি পরিচারিণীমুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলাম ‘সখি! কি বলিলে, আর্য্যপুত্র বন্দী হইয়াছেন? দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে গিজনীতে লইয়া গিয়াছে। হায়! আমার পিতা ক্ষত্রিয় হইয়া কি শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিলেন? তাঁহার জ্ঞানপ্রভাকর প্রভাশূন্য হইয়া কি এককালে অস্তাচলে গমন করিয়াছে? তিনি দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে এরূপ চণ্ডালাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন? কিরূপেইবা আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিতে তাঁহার উৎসাহ জন্মিল। অথবা তাঁহারই বা দোষকি, সকলি অদৃষ্টের দোষ। এ চিরদুঃখিনী এমনি হতভাগিনী যে, ইহার দুরদৃষ্ট ক্রমে আকাশ কুসুমও সত্য হইল। স্বপ্নদর্শনও ইহার পক্ষে ভাবীদর্শন হইল। হায়! আমি এই অবনীমণ্ডলে কি কুক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম! মাতঃ সন্ততিবৎসলে! তুমি কেন সুখের সুখিনী ও দুঃখের দুঃখিনী হইয়া আমাকে লালন পালন করিয়াছিলে! যদি বালিকাকালে সৌভাগ্যবশতঃ মৃত্যু অঙ্কে শয়ানা হইতাম, তাহাহইলে ত আর এতদূর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না! এইরূপ নানারূপ বিলাপ করিতে করিতে আমার অশ্রু নির্গলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিতে লাগিল। নিদারুণ মনস্তাপে তাপিতা হইয়া মন উৎক্ষিপ্তের ন্যায় বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, প্রিয়জনের নিকটে মানসিক দুঃখ বিজ্ঞাপন করিলে ক্লেশের অনেক লাঘব হয়। হৃদয়ার্দ্ধভাগিনী অনঙ্গমোহিনী বহুক্ষণাবধি একাকিনী রহিয়াছেন। আর আমিই বা এখানে থাকিয়া কি করিব। যাই, তাঁহার নিকটেই গমন করি। এইরূপ বিবেচনাপরতন্ত্র হইয়া ধীরে ধীরে প্রাগুক্ত শয়নাগার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। ক্রমশঃ পরিকর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দেখি, তদুপরি বিমনায়মান অনঙ্গমোহিনী শয়ানা রহিয়াছেন। জলনীলী সমাচ্ছন্ন সরোরুহের ন্যায়, ধূমযোনি পরিবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায়, তদীয় মনোহর মুখমণ্ডল একবারে সুনীল বর্ণ। কেশবেশ আলুলায়িত। শিরোরুহ কেতকী কেশরের ন্যায় উদ্ভিন্ন। কনীনিকা বিঘূর্ণিত। চম্পকদাম সন্নিভ সুকুমার কলেবর

পাণ্ডুবর্ণ। মুক্তামালা, মেখলা, কেয়ূর, বলয়, হার, লালাটিকা প্রভৃতি অমূল্য অলঙ্কার সমূহ চতুস্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত। উন্মত্তা রমণীর ন্যায় বিবেক-শূন্য। দেখিবামাত্রই আমার সর্ব্বশরীর একবারে লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, হৃদয় অবিচ্ছেদে বিকম্পিত হইতে লাগিল। শ্রাবণ ধারাসম্পাতের ন্যায় নয়ন যুগল বিগলিত হইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে দুঃখাভিসন্তপ্ত চিত্তে বলিলাম 'বামলোচনে! একি, তুমি কেন এরূপ ভিখারিণী বেশে শয়ানা রহিয়াছ? উঠ, গাত্রোত্থান কর, তোমার সুখ দুঃখের সমভাগিনী পাপকারিণী রমণী তোমাকে বারম্বার আহ্বান করিতেছে। একবার প্রসন্ন হইয়া বিপন্ন জনের বিষন্ন অন্তঃকরণকে প্রসন্ন কর। রাজনন্দিনি! একবার এ হতভাগিনীর মুখপানে চাহিয়া দেখ। ভ্রমবশতঃ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা অকপটে মার্জ্জনা কর। যেমন প্রতীপদর্শিনীবিহীন পুরুষ, বল্লরীবিহীন বৃক্ষ, এবং শুভ্রাংশু ব্যতীত ত্রিযামার শোভার হ্রাস হইয়া থাকে; তেমনি ত্বদীয় সুধাকর আস্য হাস্যভরে প্রফুল্ল না থাকিলে শ্রীহীনা হয়। সুমুখি! একবার সহাস্যবদনে কথা কহিয়া আমার দুর্নিবার দুঃখাগ্নিকে নির্ব্বাণ কর। তোমার মুখকমল ম্লান দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।' এইরূপ বলিতে বলিতে মৃগনয়নার মৃগনয়ন ক্রমশঃ ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে লাগিল। সুদীর্ঘ শ্বাস বহিতে লাগিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈষৎ বিকম্পিত হইতে লাগিল। আমি তদ্দর্শনে চতুর্দ্দিক্ একবারে অন্ধকারময় দেখিলাম। কি করি, কিছুই উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সুশীতল সলিল লইয়া তাঁহার মস্তকে, চক্ষে, বদনাভ্যন্তরে প্রদান করিলাম এবং তালবৃন্ত লইয়া বীজন করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে প্রদত্ত জীবনের কথঞ্চিৎ তাঁহার গলাধঃকরণ হইল। নিমীলিত নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। দশনবাস অল্পাল্প কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে চেতনা প্রাপ্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে উত্তরোত্তর প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বলিলাম 'সুলোচনে! তোমার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে কেন?' অনঙ্গমোহিনী চৈতন্য প্রাপ্তাবধি আমার মুখপানে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া সংগোপনে রোদন করিতেছিলেন।

তাঁহার মানসমন্দিরে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

যাহাহউক, বহুক্ষণ পরে অতিকষ্টে সুমৃদুস্বরে বলিলেন "কাঞ্চনমালে! ভগবান্ চণ্ডাংশু চরমাদ্রির্ভূৎ হইলে প্রণয়িনী ছায়া কি একাকিনী অবস্থিতি করিতে পারে? আমি প্রাণেশ্বরের অনুসরণ বাসনায় হলাহল পান করিয়া বিবস্বৎ তনয়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর বিলম্ব নাই, মৃত্যু অতি সন্নিকট। এস, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া জন্মের মত বিদায় দিই।" এই বলিয়া বাহুযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক আমার শিরোধি ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চরমাবস্থা দর্শন এবং মর্ম্মভেদী বিলপনীয় বচন শ্রবণে ব্যথিতহৃদয় হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। পরে অঞ্চল প্রান্ত ভাগ দ্বারা তাঁহার চক্ষের জল বিমোচন করিয়া বলিলাম "বাণিনি! প্রাণকান্তের শরীরী শরীর হইতে বিযুক্ত হয় নাই। যবনেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া গিজনিতে লইয়া গিয়াছে। তুমি বৃথা অনিষ্ট কম্পনা করিয়া কেন বিষপান করিলে? কেনই বা এরূপ কুপথে পদার্পণ করিতে তোমার উৎসাহ জন্মিল? তুমি কি জান না যে, আত্মঘাতিনী হইলে অনন্তকাল নরকভোগ করিতে হয়? অনঙ্গমোহিনীর মুখ-পুণ্ডরীক ঈষৎ ব্যাকোষ হইয়া উঠিল। আন্তরিক আনন্দের সুস্পষ্ট চিহ্ন মৃগনয়নে লক্ষিত হইতে লাগিল। সহাস্যবদনে বলিলেন "চপলে! যেমন মেঘনাদশ্রবণে মেঘনাদমুলাসী আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া নাচিতে থাকে, তেমনি তোমার এই সুললিত মধুময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আমারও অন্তঃকরণ মহানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। আহা! অদ্য আমার কি সুখময় শুভদিন সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আর্য্যপুত্রের পুরোগামিনী হইয়া গমন করিতেছি! পতিপরায়ণা রমণীদিগের আর ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আমি বৈবস্বতের করালবদনে আশ্রয় প্রাপ্ত্যাশায় অতিশয় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমার এমৃত্যু অতি সুখের মৃত্যু। রাজনন্দিনি! বলিতে কি, আমি অদ্য অননুভূতপূর্ব্ব সুখ লাভ করিয়াছি। আমার মনে আর অণুমাত্রও বিষাদ নাই।

কেবল অন্তিম দশায় হৃদয়-বল্লভের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলাম না, এই মাত্র খেদ রহিল। আমি যে তাঁহার জন্য অবলীলাক্রমে সংসার-লীলা সংবরণ করিলাম, যদি তিনি একবার জানিতে পারিতেন; তাহা হইলেও আমার সকল জ্বালার নিবৃত্তি হইত।' এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রমশঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ধ্যাগমের প্রাক্কালে ভগবান দ্বাদশাত্মা যেমন কোকনদ ছবি ধারণ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হয়েন, সেইরূপ তাঁহার আরক্তিম নয়নদ্বয় ক্রমশঃ মুদ্রিত হইয়া আসিল। পেশল-বাসন্তী-কুসুমসঙ্কাশ সুকোমল কলেবর, চিত্রভানুতাপদগ্ধ আম্রকিশ-লয়ের ন্যায় একবারে ম্লানভাব ধারণ করিল। নাভিশ্বাসের ন্যায় উপর্য্যু-পরি সুদীর্ঘ নিশ্বাসপবন বহমান হইতে লাগিল। অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় সকল ভাবই তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইল। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তদীয় মুখকমলে জলোচ্ছ্বাস প্রদান করিতে লাগিলাম। তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবতী হইয়া নানাবিধ প্রয়াস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু কিছু-তেই তাহার প্রতীকার করিতে পারিলাম না। যাহাহউক, বহুক্ষণ পরে আন্ত-রিক জ্ঞানরাশি প্রভাবেই হউক অথবা এ হতভাগিনীর শোকাগ্নিকে প্রদীপ্ত করিবার জন্যই হউক, অতি অস্পষ্ট বিকৃতস্বরে 'হা! মরিলাম" এই কথাটি উচ্চারণ করিলেন। আমি শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, বুঝি অনঙ্গমো-হিনীর জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু উষর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় আমার সে আশা অচিরাৎ বিফল হইল। তিনি অতি কষ্টে বিবৃত্ত মুদ্রিত নয়ন একবার উন্মীলন করিলেন এবং পুনর্ব্বার তাহা নিমীলন করিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিনবার বদন ব্যাদান করিলেন। আমি অমনি প্রযত্ন সহ-কারে তন্মধ্যে বিপ্রুষা প্রদান করিতে লাগিলাম। কিন্তু মদীয় দুর্ভাগ্য বশতঃ তখন তাঁহার দশমী দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও গলাধঃ করণ করিতে পারিলেন না। প্রদত্ত জল সমুদায় সৃক্কণি প্রান্তভাগ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া আসিল! অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছিল, তাহাও অন্তরিত হইয়া গেল। আমি তদ্দর্শনে শোকাতুর হইয়া সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলাম। অনঙ্গমোহিনীর মৃতদেহোপরি পতিত হইয়া শোকাগ্নি নিঃসৃত

অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলাম। প্রেমভরে বারম্বার আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। শূন্যহৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠধারণ করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম। কখন বা বাতাহত সমূলোৎপাটিত কদলি বৃক্ষের ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে ভূপতিত হইয়া ধূলায় ধূষরিত হইতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হই, আবার চেতনা প্রাপ্ত হইলেই 'হা হতবিধে! কি করিলে, সর্ব্বনাশ করিলে!' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করি। এমন কি তৎকালে আমার কাতরতা সন্দর্শন করিয়া পশু পক্ষী পর্য্যন্তও রোদন করিয়াছিল। যাহাহউক, এইরূপে ক্ষণকাল অতীত হইলে মনে মনে ভাবিলাম, আমি বৃক্ষের যে শাখা অবলম্বন করি, তাহাই আমার দুরদৃষ্ট ক্রমে ভগ্ন হইয়া যায়। যে শিখরী-শিখরে আরোহণ করিবার চেষ্টা করি, সেই পর্ব্বত এ অভাগিনীরে দেখিবামাত্রই স্বীয় আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দুরারোহ হয়। হায়! আমি জনক জননী এবং জন্মভূমির মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়াও প্রমোদিতচিত্তে বিবেচনা করিলাম যে, যে পতি রমণীকুলের গর্ব্ব এবং সংসার সারভূত অমূল্য রত্ন, আমি সেই একমাত্র অনন্যগতি স্বামীর সহবাস সুখে পরমানন্দে সময়াতিবাহিত করিব। কিন্তু আমার সে মনোরথ মহাবৃক্ষ ফলবান্ না হইতে হইতেই দুঃখরূপ কীটে তাহার সমূলচ্ছেদ করিল। যে অনঙ্গমোহিনীর মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা বিলাসবতীর দারুণ বিচ্ছেদানল নির্ব্বাণ করিয়াছিলাম, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনীও আমাকে সকল যন্ত্রণার হস্তে নিপতিত করিয়া একাকিনী রাখিয়া গমন করিলেন। তবে এ ছার জীবনে আর প্রয়োজন কি? শোকদুঃখের আধার স্বরূপ দেহকে আর কি কারণেই বা বহন করিব? সুখ সুখের ও দুঃখ দুঃখেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। আর কিছু দিবস জীবিত থাকিলে বোধ হয় আরও মর্ম্মবেদনা পাইতে হইবে। অতএব মৃত্যুর এই উপযুক্ত সময়। যদিও আত্মহত্যা করিলে ভবিষ্যতে ঘোর রৌরবে বসতি করিতে হয়, কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এ যন্ত্রণা অপেক্ষা নরকের যন্ত্রণা সহস্রগুণে সহনীয়।

এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তিনী হইয়া একখানি সুশানিত অসিধেনুকা বহিষ্কৃত করিলাম এবং দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া যেমন বক্ষস্থলে সাংঘা-

তিক আঘাত করিবার উপক্রম করিয়াছি, অমনি পশ্চাৎ হইতে মৃণালিনী আমার হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিল। পরে বলপূর্ব্বক ছুরিকা খানি কাড়িয়া লইয়া বলিল "রাজ্ঞি! আপনি কেন এরূপ কুপথে অসমসাহসিকের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন? কে আপনাকে পদার্পণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিল?" আমি কাতর স্বরে বলিলাম 'মৃণালিনি! তুমি কেন আর আমাকে যাতনা দাও? আমি এ প্রাণ কখনই রাখিব না। সতীত্ব ধর্ম্মের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া অনঙ্গমোহিনী করাল কাল কবলে প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ দেখ, শয্যোপরি তাঁহার মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে।' পরিচারিণী ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে চমকিত হইয়া বলিল "রাজ্ঞি! মহিষী কিরূপে এবং কি কারণে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন?" আমি আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিলাম 'সখি! সুখদুঃখের সমভাগিনী প্রিয়জনের বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া আমি কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমাকে এই শুভকর্ম্মে বাধা দিও না। আমার হাত ছাড়িয়া দাও। আমি অবিলম্বেই অনঙ্গমোহিনীর সহগামিনী হইয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করি। উপহতকান্তি প্রাণহীন রাজনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।'

মৃণালিনী বলিল "মাতঃ! আপনি বুদ্ধিমতী রমণী হইয়াও এরূপ ব্যাকুলিত হইতেছেন কেন? বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে জন চরম পথের পথিক হয়, তাহার অনুসরণ করিলে যখন পুনর্দ্দর্শন লাভ অথবা পুনঃ প্রাপ্ত্যাশা কিছুই থাকে না; তখন অনর্থক আত্মহত্যা করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবার প্রয়োজন কি? আমি আপনার চরণে ধরি, আপনি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করুন্।" আমি বলিলাম 'সখি! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু অনঙ্গমোহিনীর অন্তস্তলভেদি দুঃসহ বিরহ-শেল আমার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া আমাকে যারপরনাই যাতনা প্রদান করিতেছে। আর সহ্য করিতে পারি না। এক্ষণে এই নশ্বর জীবন বহির্গত হইলেই নিস্তার পাই। এই বলিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। তদনন্তর কি হইয়াছিল কিছুই বলিতে পারি না। যাহাহউক, কিয়ৎকাল পরে চৈতন্যোদয় হইলে দেখি, আমি পূর্ব্বে যে প্রকোষ্ঠ মধ্যে

মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম; তাহাহইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্য এক শয়নাগারে আনীত হইয়াছি। চারিজন পরিচারিণী বিরস-বদনে আমার নিকটে উপবেশন করিয়া সেবা শুশ্রুষা করিতেছে। অন্তঃ-পুর বাসিনীগণ অনঙ্গমোহিনীর গুণ বর্ণন করিতে করিতে রোদন করিতে-ছেন। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধের করুণ বিলাপে সজীব মাত্রেরই চিত্ত আর্দ্র হইয়া যাইতেছে। আহা! সে দিনের কথা স্মরণ হইলে এখনও পর্য্যন্ত আমার হৃৎকম্প হয়। শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক, সেই দিবসাবধি প্রাগুক্ত চারিজন সখী সর্ব্বক্ষণ আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আমি পাছে শোকে মুহ্যমান হইয়া আত্ম-ঘাতিনী হই, এই ভয়ে একমুহূর্ত্ত কালও আমাকে একাকিনী রাখিয়া গমন করিত না।

পথিক স্বভাবতঃই সকরুণ হৃদয় ছিলেন। কাঞ্চনমালার এতাদৃশ বিল-পনীয় আত্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন করুণা পীযূষ পরিপ্লুত হইয়া গেল। শোকে অভিভূত হইয়া পরিম্লান বদনে রমণীর সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষের জল বিমোচন করিয়া বলিলেন "বৎসে! আহা! তোমার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নির্দ্দয়ের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়। তোমার পূর্ব্ব দশার সহিত বর্ত্তমান দশার তুলনা করিতে হইলে দুঃখে সুদৃঢ় পাষাণ খণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক, আর রোদন করিও না, চক্ষের জল মুছিয়া ফেল। অনঙ্গমোহিনী স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তুমি মানসিক দুশ্চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা কর।" কাঞ্চনমালা অশ্রুজলে বক্ষ-স্থল অভিষিক্ত করিতে করিতে বলিলেন 'হে সাধুশীল! আপনি এরূপ অযুক্ত আদেশ করিতেছেন কেন? আমি কোনকালেই অনঙ্গমোহিনীর অক-পট প্রণয় জনিত অসামান্য ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। যখন বন-বাসী মৃগ কুলের নয়নে নয়ন সঙ্গতি হইলে সেই মনোমোহিনীর অলৌকিক বিভ্রমবিলাসশালী লোচনযুগল মনে পড়ে, চন্দ্রমণ্ডল দর্শন করিলে যখন তাঁহার অকলঙ্ক প্রতিভান্বিত মুখমণ্ডল স্মৃতিপথারূঢ় হয়; তখন কিরূপে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? আমি যতদিন এই অবনীমণ্ডলে জীবিত থাকিব,

যদবধি সমবর্ত্তীর সমীপবর্ত্তিনী না হইব, তদবধি প্রস্তর ফলকলিখিত অক্ষরের ন্যায় তাঁহার সুবিমল গুণরাশি ও মনোহর রূপরাশি আমার চিত্ত-রূপ চিত্রপটে চিত্রিত থাকিবে। পথিক বলিলেন "বৎসে! শোককর বিষয় লইয়া আর বারম্বার আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। রাত্রি অধিক হইয়াছে, চল শয়ন করি।" রমণী বলিলেন 'পিতঃ! অদ্য বিস্মৃত শোকাগ্নি অন্তরে পুনরুদ্দীপিত হইয়া আমাকে সাতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলি-য়াছে। আমি স্থির হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনে অসমর্থ হইতেছি। চলুন নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিয়া লোল চিত্তকে সংযত করি।' এই বলিয়া গজেন্দ্রগমনে কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পথিকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া প্রস্তরাসনে শয়ান হইলেন। উভয়ে ক্ষণকাল কথোপ-কথন করিতে করিতে অকস্মাৎ প্রমীলাসতী উপস্থিত হইয়া পথিকের চৈতন্য হরণ পূর্ব্বক শূন্যপথে প্রতিপ্রস্থান করিল। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ যাহার অন্তঃ-করণ শোক দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে, তাহার আর নিদ্রা হইবার বিষয় কি? কাঞ্চনমালা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিয়া গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত আপনার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিদ্রা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিল। তিনিও পথিকের ন্যায় ধরাধর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সুপ্তি সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে ক্রমে নক্ষত্রশালিনী নিশীথিনী প্রভাতা হইবার উপক্রম হইল। পতত্রিকুলের লাঞ্ছনায় ভগবান্ মৃগলাঞ্ছনের মনোরঞ্জন মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। প্রণয়িনী কৌরবিণীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া মনোদুঃখে প্রতীচী অভিমুখে হেলিয়া পড়িলেন। হিংস্র শ্বাপদগণ বিচরণ পরিহারপূর্ব্বক ক্ষুন্নমনে, চঞ্চলচরণে, দুর্গম গহনের নির্জ্জন স্থানে গমন করিল। তারাদল দলে দলে গগণাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। মেদুর মলয় সমীরণ মকরন্দ গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। স্বৈরিণীগণ স্বভাবসিদ্ধই সুচতুরা হইয়া থাকে। কমলিনীকুল তপনদেবের আগমন কাল সমাগত দেখিয়া, অতি সংগোপনে হৃদয় নিলয় হইতে প্রাণবঁধু মধুকরকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক সাধ্বী বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে সূর্য্যসারথি কাশ্যপি একচক্র রথ লইয়া উদয়াচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। সুবর্ণময় রথের উজ্জ্বল জ্যোতি আকাশাদর্শে প্রতিফলিত হইয়া পূর্ব্বদিক রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিল। দিনমণি ধীরে ধীরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শূন্যাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার জবাকুসুমসঙ্কাশ রক্তেক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তমস্বিনী মেদিনী পরিহারপূর্ব্বক স্বস্থানে পলায়নপরায়ণ হইল। এদিকে পথিক ও কাঞ্চনমালা জাগরিত হইয়া প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাধান করিলেন এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তাপিঞ্জ তরুতলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন পথিক বলিলেন "বৎসে! অবশিষ্ট ইতিহাস বলিতে আরম্ভ কর।" কাঞ্চনমালা বিষাদভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন পিতঃ! তবে শ্রবণ করুন্।

আমি অনঙ্গমোহিনীর বিরহানলে বিদগ্ধচিত্ত ও শীর্ণকলেবর হইয়া অনুদিন বিষণ্ণভাবে অনিত্য জীবন কর্ত্তন করিতে লাগিলাম। দীনহীনার ন্যায় একাকিকী দিনযামিনী উপবেশন করিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জনে বসুন্ধরাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলাম। মনশ্চাঞ্চল্য প্রযুক্ত পুরবাসিনী

দিগের সংসর্গ বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জনে মৌনাবলম্বনে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর প্রদান করিতাম না। কেহ নিকটে আসিলে তাহার অভ্যর্থনা করিতাম না। এমন কি, লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমার স্পৃহা হইত না। কেবল অনঙ্গমোহিনীর মোহিনীমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া সন্তাপিত মনকে প্রবোধ প্রদান করিতাম। আর তদীয় অকপট প্রণয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিমিত্ত যূথভ্রষ্ট কুররীর ন্যায় শূন্য মনে রোদন করিতাম। কখন বা শাসনবিহীন মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যে কক্ষ্যায় অনঙ্গমোহিনীর সহিত অনুক্ষণ ক্রীড়া কৌতুক করিতাম, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চপলনয়নার অন্বেষণ করিতাম। কিন্তু মনোমধ্যে বিবেক সুধাকর উদিত হইয়া যখন তাঁহার মৃত্যু ব্যাপার স্মৃতিপথারূঢ় করিত, তখনি অমনি বিচেতন হইয়া ধরাশায়িনী হইতাম। বলিতে কি, উত্তরোত্তর শোকশিখা প্রদীপ্ত হইয়া আমাকে এক প্রকার পাগলিনীই করিয়াছিল।

এইরূপে বহুদিবস অতীত হইলে আমি একদা নিশীথকালে শয়নাগারে শয়ান হইয়া মনোবেদনা দূরীকরণার্থে একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেছি; এমন সময়ে মনোমোহিনী নামে একজন পরিচারিণী আমার নিকটে উপনীত হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিল "রাজ্ঞি! মন্ত্রিবর অধিরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া আছেন, অনুমতি হইলে এস্থানে আগমন করেন।" আমি বলিলাম 'সখি! তুমি যাও, শীঘ্র অমাত্যকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এস।" মনোমোহিনী যে আজ্ঞা বলিয়া বহির্গত হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই সচিবের সমভিব্যাহারিণী হইয়া বাসভবনাভ্যন্তরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইল। আমি মন্ত্রিবরকে উপস্থিত দেখিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম এবং যথাবিহিত অভ্যর্থনা সহকারে বসিতে আসন প্রদর্শন করিলাম। অধিরাজ নতশিরে প্রণত হইয়া আসনোপবিষ্ট হইলেন। পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহিষি! রাজবিহীন হইয়া উত্তরোত্তর রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে। আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ়া হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্ব্বক প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি সাধন করুন্। নতুবা এরূপ সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া কালযাপন

করিলে পরিশেষে আপনাকে মনস্তাপ পাইতে হইবে। আমি পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, করায়ত্ত রাজ্যাধিকারিগণ বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ করিতেছে। লোকের ভাবী বিপদ জানিতে পারিলে তাহাকে প্রথম হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; এই জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা অভিরুচি হয় করুন্।”

আমি অমাত্য প্রমুখাৎ এইরূপ আকর্ণন করিয়া বলিলাম ‘মন্ত্রিবর! অনঙ্গমোহিনী এবং নরেশ্বরের বিরহ বিষে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। আমার আর রাজ্যে মনোভিনিবেশ করিতে অভিলাষ নাই। তুমি রাজার ন্যায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা কর এবং যাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এরূপ বিষয়ে যত্নবান্ হও।’ সচিব বলিলেন “রাজ্ঞি! আপনি এরূপ অন্যায় অনুজ্ঞা করিতেছেন কেন? শৃগাল সিংহচর্ম্মে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেই কি কখন কেশরীর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং বীরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে? আমা হইতে কখনই এরূপ দুরূহ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। আপনি উপতাপ পরিহার করিয়া আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করুন্। বৃথা গত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া কি করিবেন? যেমন দুই খানি কাষ্ঠফলককে একত্রিত করিয়া অবিরত ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে আশুশুক্ষণি বিনির্গত হয়, তেমনি ব্যাকুল হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ দুশ্চিন্তার আলোচনা করিলে তাহা হইতেও শোকাগ্নি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। বৃথা মহিষীর বিরহে কাতরা হইয়া দিনযামিনী অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া কি করিবেন? যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর উপায় নাই, তাঁহার জন্য অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল রোদনে ফল কি? বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই অনিত্য সংসার কেবল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। আমরা ইহার মধ্যে যাহা কিছু সন্দর্শন করি, সকলই আকাশকুসুম। পদার্থমাত্রেই জলবিম্ববৎ ক্ষণবিধ্বংসী। বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সকলি বিনশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোন পদার্থকে প্রতিনিয়ত একরূপে স্থিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যেমন লোভ পরবশ সাংযাত্রিকেরা দলবদ্ধ হইয়া জলপথে যাত্রা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সুপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যেই

বিপুল সম্পত্তিভাজন হইয়া গৃহে প্রতিগমন করে এবং অবশিষ্টের কেহ দুর্ভাগ্য বশতঃ জলমগ্ন, কেহ মৃত্যুমুখে নিপতিত, কেহ বা সঞ্চিত ধনের অনুচিত ব্যবহারে দৈন্যগ্রস্ত হইয়া আজীবন ভিক্ষান্নে উদর পোষণ করিয়া থাকে; তেমনি আমরাও সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের নিয়োগানুসারে এই সংসার সাগরে বাণিজ্যার্থে আগমন করিয়াছি। ধর্ম্মধন উপার্জ্জনই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। এই মানবমণ্ডলীর মধ্যে যে মহাত্মাগণ সৎপথে বিচরণ করেন, যাঁহাদিগের মানসলতা পরোপকারিতা, সৌজন্য, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রভৃতি সদ্গুণ পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিতা; তাঁহারাই অনায়াসে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী ধনের ফলভোগ করেন। কিন্তু যাহারা ভ্রমাবলি সমাচ্ছন্ন হইয়া কুপথে পদার্পণ করে, পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরদ্রব্যাপহরণ যাহাদিগের আভরণ, সেই জুগুপ্সাব্যবসায়ী দুরাচারীরা কর্ণহীন তরণীর ন্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া ভবসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। এই অনন্ত সাগরের অতলস্পর্শ গর্ভই তাহাদিগের অবস্থান স্থান হয়। সুখ তাহাদিগের সংসর্গ পরিহার করে। তাহারা বারম্বার জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল ক্লেশের বোঝাই মস্তকে বহন করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মই সার পদার্থ। চরমকালে কিছুই সঙ্গে যায় না, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সহায়তা করিয়া থাকেন। আপনি সেই পরিণাম-শুভকর ধর্ম্মপথে বিচরণ করুন! যাহাতে চরমকালে পরম গতি লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হউন। বৃথা লূতাতন্তুর ন্যায় মায়াজালাচ্ছন্ন সংসারে বদ্ধপ্রীত হইয়া শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন? কেনই বা অবনতবদনে সুদুঃখিত মনে কালযাপন করিতেছেন? রাজকার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া মর্ম্মপীড়া প্রতীকারের চেষ্টা করুন্।”

আমি বলিলাম ‘মন্ত্রিবর! তুমি যাহা বলিতেছ যথার্থ বটে, কিন্তু এ সংসার এমনি মায়াময় যে, কাল আয়ু রজ্জু ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে, ইহা জানিয়াও লোকে বিষময় বিষয় তৃষা পরিহার করিতে পারে না। শরীরী মৃত্যু শয্যায় শয়ান হইয়াও পরিজন বিরহে রোদন করিয়া থাকে। যাহাহউক, তোমার সদুপদেশে আমার মনস্তাপ অনেক দূর হইয়াছে। আমি আগামী কল্য হইতে রাজ্য শাসন ব্রতে ব্রতী হইব।’

উত্তম আমার উত্তর শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "রাজ্ঞি! আমি আপনার সদুত্তরে যারপর নাই সুখী হইলাম। এতদিনের পর ভারতের অপহৃত স্বতন্ত্রতা যে পুনরুদ্ধার হইবে তাহারই উপায় উদ্ভাবিত হইল। অদ্য বিধাতা আমাদিগকে অভীষ্টাতীত ফল প্রদান করিলেন। যাহাহউক, রজনী অধিক হইয়াছে আর আপনাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হইতেছে না। এক্ষণে গমনের আদেশ হইলেই স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করি" এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। আমি বলিলাম 'মন্ত্রিবর! রাত্রি অধিক হইয়াছে তুমি অদ্য নিকেতনাভিমুখে গমন কর। অধিরাজ আমার নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইবামাত্রই ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। আমিও রাজ্য সম্বন্ধীয় নানাবিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণকাল পরে নিদ্রিত হইলাম।

পরে নিঃশেষরূপে রাত্রি অবসরিত ও প্রভাতকাল সমাগত হইলে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখহস্ত প্রক্ষালন করিলাম এবং সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া সুশৃঙ্খল রূপে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাল অতীত হইলে আমি একদা পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্যের আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে একজন প্রতিহারী আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "রাজ্ঞি! মহারাজের সন্দেশ আনিবার জন্য যে ছদ্মবেশী দূত যবন রাজ্য গিজনিতে গিয়াছিল, সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। বিহিতাদেশ হয়।" আমি শ্রবণ মাত্র সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলাম 'নরাক্ষ! তুমি যাও, অবিলম্বেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এস।' দৌবারিক যে আজ্ঞা বলিয়া বহির্ভাগে গমন করিল।

প্রতিহারী গমন করিলে পর আমি মনে মনে যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সরিৎপতি যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করে, সেইরূপ আমারও আশানদী আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুদিবসের পর হৃদয়বল্লভের সুসম্বাদ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। একাগ্রমনে দূতের আগমন কাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ক্ষণকালপরে প্রতিহারী বার্ত্তাবহকে সমভিব্যাহারে

লইয়া সভাতলে উপনীত হইল। হায়! বিধাতা যখন যাহাকে দুরবস্থার হস্তে নিপতিত ও শোক-সাগরে নিমগ্ন করিবার জন্য অভিলাষী হয়েন, তখন তাহার আর কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। বিপদ পদে পদেই ঘটিয়া থাকে। এমন কি, কোন শুভকর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিলে তাহাও আপদ রূপে পরিণত হয়। যাহাহউক, দূতকে ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া আমার একবারে প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার অপ্রসন্ন অন্তঃকরণ ও বিষণ্নবদন সন্দর্শনে আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। দক্ষিণাগ্নি পরিবেষ্টিত তাপিনী ফণীর ন্যায় ব্যাকুলিনী হইয়া বলিলাম 'হিরণ্ময়! তোমাকে এরূপ শোকার্ত্ত দেখিতেছি কেন? সমাচার কি শীঘ্র বল। জীবিতনাথ এক্ষণে কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন? এ হতভাগিনীকে দাসী বলিয়া কি তাঁহার মনে আছে? তিনি কি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন? একি, তুমি আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলে কেন? তবে কি কোন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে? কি হইয়াছে শীঘ্র বল।' হিরণ্ময় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "হায়! আমি নিতান্ত নৃশংস চণ্ডাল। আমার হৃদয়ে দয়াধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। নতুবা কেমন করিয়া চিরশত্রুর ন্যায় আপনার অন্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিব? কেমন করিয়াই বা আপনার নির্ব্বাণ মনাগুণকে পুনঃ প্রজ্বলিত করিব? আমি অগ্রে জানিতে পারিলে কখনই এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। কিন্তু এক্ষণে সেই গত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়াই বা কি করিব। যখন এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তখন সুতরাংই আমাকে বলিতে হইল। এই বলিয়া দীন নয়নে রোদন করিতে করিতে বলিল "রাজ্ঞি! তবে শ্রবণ করুন :—

দুরাচার সাহাবুদ্দিন আমাদিগের রাজ্যেশ্বরের সহিত চন্দ্রভাটকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া অবধি উভয়কে অন্ধকারময় কারাগারে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার আদেশানুসারে প্রহরিগণ সর্ব্বক্ষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় প্রদর্শন করিত। নানাবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মনে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করিত। কখন বা কোমল কলেবরে বেত্রাঘাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিত। আহা! দুর্ব্বৃ-

ন্তেরা পার্থিবের ক্লেশের একশেষ করিয়াছিল। যাহাহউক, এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইলে, সাহাবুদ্দিন পরম্পরায় মহারাজের শূরতা শস্ত্রবিদ্যানিপুণতা, প্রভৃতি সুবিমল গুণ রাশির যশো বর্ণন শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একদা কারাগার মধ্যে উপস্থিত হইল এবং দিল্লীশ্বরের হস্তে সুতীক্ষ্ণ শর সম্বলিত শরাসন প্রদান পূর্ব্বক ভিত্তির উপরে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বলিল "রাজন্! আমি লোকমুখে তোমার দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তির বিষয় অবগত হইয়া ত্বদীয় বীরত্ব দর্শনে এস্থানে আগমন করিয়াছি।" পরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "তুমি যদি ঐ মদ্দত্ত চিহ্নটির উপরে বাণাঘাত করিতে পার, তাহা হইলে অবিলম্বেই পুরস্কৃত হইবে।" রাজা ক্ষত্রিয় স্বভাব বশতঃ আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু সুপক্ক বিম্ব ফলের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিলেন "নরাধম! তুমি আর আমাকে কি পুরস্কার করিবে? আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্ব অঙ্গীকার পরিপূরণার্থে এক্ষণে তোমার উপরই লক্ষ্য করিলাম। তুমি সর্ব্বস্ব ধন জীবনরত্ন পুরস্কার প্রদানে তৎপর হও। এই বলিয়া শরাসনে শরযোজন পূর্ব্বক আকর্ণ সন্ধান করিয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ শর শাহাবুদ্দিনের বক্ষ স্থলে পতিত হইবা মাত্রই তাহাকে একবারে শরাশায়ী করিল। দুরাচার ক্ষণকাল ভূমিতে লুণ্ঠন ও রুধির বমন করিতে করিতে বিচেতন হইয়া পড়িল। কারারক্ষকেরা তদ্দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া নরেশ্বরের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। নিরস্ত্র নৃপতি নিরুপায় হইয়া অগত্যা পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলেন। তাহারা রাজাকে নিহত দেখিয়া চন্দ্রভাটকেও শমন সদনে প্রেরণ করিল।

হিরণ্ময় এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। আমি প্রাণকান্তের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে শুনিবা মাত্রই 'হায়! কি হইল' বলিয়া হতচেতন হইয়া সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে শিরে করাঘাত করিতে করিতে নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলাম। হা হৃদয়বল্লভ! হা আর্য্যপুত্র! তুমি ত্বদধীনা প্রাণা ললনাকে দুষ্পার শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া একাকী কোথায়

গমন করিলে? একবার আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আমি আর বারম্বার এরূপ যাতনা সহ্য করিতে পারি না। যেমন বিতন্ত্রী বীণা বাদিত হয় না এবং পক্ষহীন পতঙ্গের গতি শক্তি থাকে না, তদ্রূপ তোমা বিহনে আমার আর অন্য গতি নাই। হায়! এ সংসারে আর আমার কে আছে? আমি আর কাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব? কেই বা আমার দুর্নিবার্য্য দীপ্তিমান্ শোক শিখাকে নির্ব্বাণ করিবে? হা নাথ! সুমধুর ফলশালী মঞ্জূল বিপুল তরু প্রভঞ্জন প্রভাবে সমূলোৎপাটিত হইলে তদবলম্বিনী লতা যেমন ছিন্নভিন্ন হয়; তেমনি তোমার বিরহে আমার এ পাপ প্রাণ বহির্গত হইতেছে না কেন? হে কৃতান্ত! তুমি প্রাণকান্তের প্রাণান্ত করিয়া তাঁহাকে যে নিশ্চিন্ত ভবনে লইয়া গিয়াছ, আমাকেও তথায় তাঁহার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী করিয়া মদীয় জ্বলন্ত জ্বলন সদৃশ শোকসন্তপ্ত চিত্তকে শান্ত কর। তোমাব্যতীত বিরহীর বিরহবেদনা আর কেহই দূর করিতে সমর্থ হয় না।' এইরূপ বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলাম এবং অনতিবিলম্বেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া 'হা জীবিতনাথ! যেমন নবোদিত তরুণ তরণি রাহু-গ্রস্ত হইলে নভোমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হয়, যেমনি তোমার বিচ্ছেদে সকলরই মানসাকাশ শোকমেঘাবৃত হইয়াছে। সকলেই বিরসবদনে হাহাকার করি-তেছে। এই হস্তিনানগরী শ্মশান তুল্য হইয়াছে। হায়! আমি নিতান্ত পাপীয়সী দুষ্কর্ম্মকারিণী চণ্ডালিনী! নতুবা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন? যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য কুলকামিনী হইয়া কুলকলঙ্কিনী নাম ধারণ করিয়াছিলাম, গুরুভয় গুরুভয়কে উপেক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই প্রাণাধিকের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়াও এ প্রাণ বহির্গত হইতেছে না কেন? রে-নিষ্ঠুর প্রাণ! তুই আর কতক্ষণ আমাকে জ্বালাতন করিবি? হৃদয়েশ্বর অগ্রসর হইয়াছেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? শীঘ্র তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হ। হা ভগিনি অনঙ্গমোহিনি! তুমি আত্মঘাতিনী হইয়া অতিশয় সৎকার্য্যই করিয়াছ। যখন তোমাকে অশনিবৎ আর্য্যপুত্রের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিতে হয় নাই, তখন তুমি এই অবনীমণ্ডলে যথার্থই সাধ্বী জন্মিয়াছিলে। আমি অভাগিনী কেবল দুর্নিবার্য্য দুঃখভার বহন জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম!!

আমি দুঃখশোকাকুলেন্দ্রিয় হইয়া সকরুণ স্বরে এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলাম। মন্ত্রিবর আমাকে অঙ্কুশাঘাতকাতরা মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় ব্যাকুলিনী দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "রাজ্ঞি! এই চরাচরাবাস বিশ্ব সংসারে সুখ দুঃখ সর্ব্বক্ষণ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহার মধ্যে এমন একটিও প্রাণী নাই, যাহাকে পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। বিশেষতঃ যখন ইহা পদে পদেই দৃষ্ট হইতেছে যে, জন্মিলেই মৃত্যু হইয়া থাকে, তখন এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য বৃথা শোকাকুলা হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না। সকলকেই এক দিন কালবশে কালপাশে গমন করিতে হইবে। তবে কেবল একমাত্র নিয়তি ক্রমেই অগ্রপশ্চাৎ হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বিষয়টি দৈবের উপরে নির্ভর, তাহার জন্য অনর্থক অনুতাপ পরিতাপ করিয়া কি করিবেন? যদি অপহৃত ধন প্রাপ্ত্যাশায় মলিনী হইয়া দিনযামিনী রোদন করিলেই তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা থাকিত, তাহা হইলে সর্ব্বক্ষণ রোদন করাও সফল হইত। কিন্তু প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, যখন তাহার পুনর্দ্দর্শন লাভেরও উপায় নাই তখন তজ্জন্য অশ্রুশোকার্ণবব্যাপ্ত হইবার প্রয়োজন কি? চক্ষের জল বিমোচন করিয়া ধূলিশয্যা পরিহার করুন্। একজন শবর যবনাত্মজ নৃপাসনলোলুপ হইয়া বহুসংখ্যক অশ্বারোহী পত্তি এবং নিষন্দী সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীতে সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহাতে তাহার দর্প চূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে যত্নবতী হউন। নতুবা এরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে সাম্রাজ্য এককালেই বিনষ্ট হইবে।"

অমাত্য প্রমুখাৎ ম্লেচ্ছজাতির পুনরাগমন শ্রবণ করিবামাত্রই আমার রোষানল একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চপলাবিলসিত জলদপটলের ন্যায় লোচন যুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। সদর্পে সুবর্ণময় পরিবার হইতে সুশাণিত খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া শরৎকালীন মেঘ নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলাম 'মন্ত্রিবর! যখন রাজন্যকুলোদ্ভবা কাঞ্চনমালা এরাজ্য শাসন করিতেছেন, তখন কোন্ দুর্ব্বৃত্ত কোন্ কৃষ্ণকর্ম্মা এরূপ জ্বলন্ত জাতবেদায় হস্ত প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছে?

যেমন নিয়তি নিষ্ঠুর নিশামৃগ নিদ্রিত কেশরীকে জাগরিত করে, তদ্রূপ কোন্ জন আসন্নমৃত্যু হইয়া আমাকে উত্তেজিত করিতে আসিয়াছে? তাহার নাম কি?' সচিব বলিলেন "রাজ্ঞি! সে জন প্রত্যন্তবাসী সাহাবুদ্দিনের বিমাতৃজ ভ্রাতা, তাহার নাম কুতবুদ্দিন।" আমি শ্রবণ করিয়া করস্থিত চন্দ্রহাস খানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণপূর্ব্বক বলিলাম 'অমাত্য! তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে কাঞ্চনমালা শোভাসম্পাদনের জন্যই সর্ব্বক্ষণ এই নিশিত অসি কটিদেশে বন্ধন করিয়া থাকেন। তাহা কখনই নহে। ইহা কেবল দিল্লির দুর্গরক্ষণ, প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, এবং বিপক্ষ ক্ষয় করণের জন্যই সযত্নে সংরক্ষিত হইতেছে। যাহাহউক, তুমি অদ্যই রাজ্য মধ্যে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দাও যে, আগামীকল্য দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক হইতে পলিতকেশ জরাপীড়িত পর্য্যন্ত সকলকেই প্রহরণ ধারণ করিয়া সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হইবে।' মন্ত্রিবর আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই প্রতিহারিমুখে এই কথা নগরবাসিদিগের কর্ণগোচর করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে দিনকর দীনকর হইয়া পশ্চিম সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি উত্তরোত্তর রজনী রাণীকে স্বভাবাসনে আসীনা দেখিয়া বলিলাম 'মন্ত্রিবর! জীবিতসর্ব্বস্ব নরনাথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণাবধি আমার হৃদয় যারপরনাই ব্যথিত হইয়া রহিয়াছে। আমি অক্ষিল হইয়াও অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। আমার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে চলিলাম। কল্য প্রাতঃকালে আততায়ীদিগের সমূলোচ্ছেদ সাধনের সুমন্ত্রণা করা যাইবে। এই বলিয়া ধীরে ধীরে সভামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবরোধ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম এবং শয়নাগারে গমন করিয়া শয্যোপরি শয়ান হইলাম।

সুখশয্যা স্পর্শ করিবামাত্রই তাহাকে নিবিড় কণ্টকাবৃত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্নিগ্ধ পবন সঞ্চালিত মকরন্দগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্তপ্ত অন্তঃকরণকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। সুশীতল সুধাকর কৌমুদি গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া গাত্রে যেন হুতাশন রাশি জ্বালিয়া দিতে লাগিল। পরিচারিণীগণ আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া চামীকরমণ্ডিত সুখকর চামর ব্যজন করিতেছিল, কিন্তু অন্তর্দাহ বশতঃ তাহাও আমার পক্ষে অসুখ

ক্ষর হইয়া উঠিল। একে একে সহচরীদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, কেবল একমাত্র শোকসঙ্গিনী সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দীননয়নে রোদন করিলাম। কিন্তু কোন ক্রমেই চপলচিত্তের চপলতা দূর করিতে পারিলাম না। বরং সর্পিসমর্পিত হুতভুকের ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর দীপ্তিমান হইয়া উঠিল। শয়নীয় হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বহির্দ্দেশে আসিলাম এবং বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক শূন্যমনে শূন্যপানে চাহিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমি যখন পরম প্রণয়াস্পদ প্রণয়ী-জনের মুখদর্শনে বঞ্চিত হইলাম, তখন আর এছার জীবনে প্রয়োজন কি? বিধাতা যখন আমাকে কাঙ্গালিনী করিয়াছেন, তখন আর এরাজ্যে প্রয়োজন কি? আমার আর জীবিত থাকায় কিছুই ফল নাই। এই সময় মৃত্যু হইলেই সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই। সুখদুঃখের সম-ভাগিনী অনঙ্গমোহিনী এক মাত্র ছিলেন, তিনিও আমাকে শোকসাগরে নিপ-তিত করিয়া অকালে কালকবলে প্রবেশ করিয়াছেন। আমি এই সংসারের চতুর্দ্দিগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছি, ইহার মধ্যে কাহাকেও আপনার বলিয়া দেখিতে পাই না। চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলে চারিদিক অন্ধকারময় বোধ হয়। হায়! আমি এই অবনীমণ্ডলে কি কুক্ষণেই জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলাম! যেমন কল্লোলিনীসমুদ্ভূত তরঙ্গমালা হইতে বিম্ব উত্থিত হইয়া পুনরায় তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়, যেমন নবজলধরে আকালিকী মুহূর্ত্তমাত্র নৃত্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতেই মিশাইয়া যায়, সেইরূপ আমারও মনের বাসনা মনে উদিত হইয়া মনেই লয় হইয়া যাইতেছে। আমার অসম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছা আর এ জন্মে সফল হইল না—সকলি মনে মনে রহিল! অনঙ্গমোহিনী যথার্থই পতিপরায়ণা রমণী ছিলেন। প্রাণ-নাথের বিচ্ছেদ যাতনা তাঁহাকে তিলমাত্রও সহ্য করিতে হইল না। তাঁহার মৃত্যু যথার্থই সুখের মৃত্যু হইয়াছে। আমি হতভাগিনী কেবল অনিবার্য্য শোক দুঃখ সহ্য করিবার জন্যই জীবিত রহিয়াছি। নতুবা এপাপ প্রাণ বাহির হইতে চাহে না কেন? যাঁহার মুহূর্ত্ত মাত্র অদর্শনে যুগবৎ প্রতীয়-মান হইত, যাঁহাকে বহুক্ষণ প্রেক্ষণ না করিলে চারিদিক তমসাচ্ছন্ন বোধ হইত, এক্ষণে তাঁহার চির অদর্শন আকর্ণন করিয়াও এ প্রাণ বিনির্গত হই-

তেছে না কেন? বোধ হয় শোকসন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া হৃদয় ক্রমশঃ পাষাণবৎ কঠিন হইয়া গিয়াছে। নতুবা সুকোমল হইলে এতক্ষণ বিদীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিত না। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে আমার শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোচনদ্বয় হইতে ধারা শ্রাবণের ন্যায় দরদরধারায় অশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শোককাতর মনে রোদন করিলাম। পরে ভাবিলাম আমি বৃথা কেন নয়নজলে বসুন্ধরাকে প্লাবিত করিতেছি? বিধাতা আমার মৃত্যুর অতিশয় সুন্দর সোপান করিয়া দিয়াছেন। কল্য সমরাঙ্গণেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। হৃদয়েশ্বর যবনহস্তে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আমিও তাহাদিগের হস্তে মরিয়া সকল জ্বলা নিবৃত্তি করিব। প্রাণনাথ এবং অনঙ্গমোহিনী যেস্থানে গিয়াছেন, আমিও তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগের দর্শন লাভে আত্মাকে চরিতার্থ করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ স্বভাবের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অন্তরীক্ষ ধবলবর্ণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র পুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে আকাশবিতানের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বিধুর বিধুবদন ম্লান হইয়া আসিল। প্রভাতসমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কঙ্ককুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া কর্কশ স্বরে কলরব করিতে করিতে ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। অদৃষ্ট দিনমণির লোহিতবর্ণ মূর্ত্তির ছায়া পূর্ব্ব আকাশে প্রতিফলিত হইয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভগবান্ গরুড়াগ্রজ অভিনব মনোমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উদয়াচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। আমিও প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া মুখহস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সভামণ্ডপে গমন করিলাম এবং সিংহাসনারূঢ়া হইয়া মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম 'মন্ত্রিবর! যেমন আপন্নসত্ত্বা রমণীগণের মনে পুত্র, কন্যা, অথবা নপুংসক বলিয়া সন্দেহ জন্মে; তেমনি এই উপস্থিত সমিদারম্ভে আমারও চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে যবনদিগের সমূলচ্ছেদ সাধনের সুমন্ত্রণা কি বল? কি উপায়ে তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া যায় এবং কিরূপেই বা সিংহাসন লোলুপ কুতবুদ্দিনের চিরবিজয়েচ্ছা পরিপূর্ণ করি?"

সচিব বলিলেন "রাজ্ঞি! যুদ্ধের পূর্ব্বে কিছু উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, অতএব আপনি স্থিরচিত্তে এ অধীনের কথাগুলি শ্রবণ করুন্। পদাতি অশ্বারোহী প্রভৃতি সৈনিক পুরুষদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পুরস্কার করিবেন। সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগের চিত্ত প্রফুল্ল রাখিতে যত্নবতী হইবেন। তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিলে তাহাদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। যোদ্ধৃপুরুষদিগের অনুৎসাহই পরাজয়ের প্রধান কারণ। সর্ব্বদা সুচতুর গুপ্তচর প্রেরণ পূর্ব্বক শত্রুর গতি বিধি ব্যূহরচনা, প্রভৃতি ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর হইবেন। বিপক্ষের গুহ্য বিষয় সকল জানিতে পারিলে শত্রুদলন করিতে আর অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। অতএব বিপক্ষ পক্ষের গুপ্ত বিষয় জানিতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিবেন। তাহাহইলেই অবলীলাক্রমে যবনদিগের মস্তক যোদ্ধৃবর্গের পদতলে দলিত হইয়া চূর্ণীকৃত হইবে। তাহাহইলেই কুতবুদ্দিনের দর্প চূর্ণ হইবে।" আমি বলিলাম অমাত্য! আমি তোমার সদুপদেশে যারপর নাই সুখিনী হইলাম। যাহাহউক, ক্রমশঃ বেলা অধিক হইয়া উঠিল। শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া আর এরূপ চিরক্রিয়ের ন্যায় কালযাপন করা উচিত হইতেছে না। তুমি অবিলম্বেই প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান কর।' মন্ত্রিবর তৎক্ষণাৎ দৌবারিক দ্বারা আমার আদেশ বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রতিহারী ক্ষণকালপরে বাহিনীপতিকে সমভিব্যহারে লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত করিল। আমি সৈন্যাধ্যক্ষকে অভিবাদন পূর্ব্বক বদ্ধকরপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া বলিলাম 'শূরসিংহ! তুমি অবিলম্বেই যুদ্ধসজ্জা কর। আমি অদ্য সমরাঙ্গণে গমন করিয়া ম্লেচ্ছজাতির দর্পচূর্ণ করিব।'

মন্ত্রিবর আমার যুদ্ধগমনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মহিষি! আপনি যদিও বীরাঙ্গণা তত্রাপি কুলকামিনী। আপনার রণতরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না। আপনি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করুন।" আমি বলিলাম, 'উত্তম! আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমরসাগরে অবগাহন করিতে অভিলাষ করিতেছি না। প্রাণকান্তের প্রাণান্ত হইয়াছে, অনঙ্গমোহিনী আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের দুঃসহ বিচ্ছেদ যাতনা আর সহ্য করিতে পারি না বলিয়াই

জীবন বিসর্জ্জনের জন্য অগ্রসর হইতেছি। বিধাতা আমার মনোদুঃখ নিবারণের এই সদুপায় করিয়া দিয়াছেন। এছার জীবন পরিত্যাগ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।' সচিব বলিলেন "রাজ্ঞি! আমি ভবাদৃশ বুদ্ধিমতী বীর্য্যবতী রমণীকে কখনই উপদেশ দিবার যোগ্য নহি, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অসমীক্ষকারিণীর ন্যায় এরূপ অসম সাহসের কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করা আপনার কোন ক্রমেই উচিত নহে।" আমি বলিলাম মন্ত্রিবর! গগণমার্গবিশ্লিষ্ট উল্কাপিণ্ড যখন ভূপতিত হয়, তখন যেমন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না; তেমনি সমরাঙ্গণে গমন অধ্যবসায় হইতে কেহই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। তুমি বৃথা কেন আমার উদ্যম ভঙ্গ করিতে যত্নবান্ হইতেছ? আমি কোন ক্রমে কাহারও নিবারণ শুনিব না।' এই বলিয়া পুনরায় সেনানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম 'শূরসিংহ! তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যোদ্ধৃ পুরুষদিগকে রণসজ্জায় সুসজ্জিত কর। আমি অবিলম্বেই গমন করিতেছি।' শূরসিংহ 'রাজ্ঞীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সভা-মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সৈন্যাধ্যক্ষ গমন করিলে পর আমিও সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুধাগার অভিমুখে গমন করিলাম এবং অঙ্গ হইতে অমূল্য বস্ত্রা-ভরণ উন্মোচন করতঃ লৌহময় বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদন করিলাম। দৃঢ়রূপে কটিদেশ বন্ধন করিয়া শিরে লৌহময় শিরস্ত্রাণ পরিধান করিলাম। পরে নারাচ, ভল্ল, খড়্গ, তোমর, প্রভৃতি নানাবিধ নিশিত নির্ব্বাচন করিয়া মন্দু-রায় গমন করিলাম এবং তথা হইতে অপরিসীম বলশালী উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় বেগগামী একটি অশ্ব বহিষ্কৃত করিয়া স্বহস্তে তাহার সুসজ্জা করিয়া দিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে অশ্ব সুসজ্জিত হইলে এক লম্ফে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। পরে বামহস্তে তাহার রশ্মি ধরিবামাত্রই বায়ু অপেক্ষা প্রবল বেগে গমন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাজপুরীর বহির্দ্দেশে গমন করিয়া দেখি, যোদ্ধৃবর্গেরা ঘন ঘন হুহুঙ্কার করিতেছে। মদমত্ত করেণুর বৃংহিত ধ্বনি, প্রচেলকের হ্রেষারব, এবং বীরনিকরের সিংহনাদে হস্তিনানগরী যেন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার আদেশা-

হুসারে নাগরিকেরা আবাল বৃদ্ধ সকলেই রণতরঙ্গে ঝাঁপ দিবার জন্য সুসজ্জিত হইতেছে। আমি তাহাদিগের উৎসাহ দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া ধনরক্ষককে আহ্বান করিয়া বলিলাম 'মৃণ্ময়! রাজকোষে যত ধন আছে, সকলই এস্থানে আনয়ন কর।' মৃণ্ময় যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদায় রত্ন আমার নিকটে আনয়ন করিল। আমি স্বহস্তে যোদ্ধাদিগকে বরিষাকালীন জলপ্রপাতের ন্যায় অজস্র ধন বিতরণ করিতে লাগিলাম। তাহারা বিপুল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ উৎসাহ ও সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক উল্লম্ফন ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল।

পরে রণসজ্জা পরিসমাপ্ত হইলে বাদ্যকরেরা রণবাদ্য করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। তাহার পশ্চাতে বৈজয়ন্তিক, তৎপশ্চাতে পদাতি সৈন্য, তৎপশ্চাতে অশ্বারোহী, এবং আমি সকলের পশ্চাতে থাকিয়া পরিগ্রহ রক্ষা করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। অত্যল্প কাল মধ্যেই রণভূমিতে উপনীত হইয়া সেনানীকে বলিলাম "শূরসিংহ! আমাদিগের সৈন্য, রথ, হস্তী, অশ্ব, প্রভৃতির সংখ্যা নির্ণয় কর। সৈন্যাধ্যক্ষ আমার আদেশানুসারে গণনা করিয়া বলিল "রাজ্ঞি! আমাদিগের সৈন্য, হস্ত্যশ্ব, রথ, প্রভৃতি গণিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী অর্থাৎ দশ অনীকিনী হইয়াছে।" আমি শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া বলিলাম 'শূরসিংহ! তুমি বিবেচনা কর, আমরা এই সমস্ত যোদ্ধৃ কর্ত্তৃক জয় লাভে সমর্থ হইব কি না? বাহিনীপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিল "মহিষি! যেমন প্রজ্বলিত রোহিতশ্ব তৃণ রাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ আমরাও কটাক্ষে বৈরিদিগকে অস্ত্রানলে বিদগ্ধ করিব। বিপক্ষেরা যে অদ্য পরাজয় প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

আমরা উভয়ে এইরূপ নানারূপ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছি ইত্যবকাশে বিপক্ষেরা কালিন্দী নদীতীরস্থ কানাৎ হইতে দলে দলে আমাদিগের অভিমুখে আসিতে লাগিল। আমি শত্রুদিকে ক্রমশঃ সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র রূপ ব্যূহরচনা করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরিপন্থিরাও নিয়মিত ব্যূহ রচনা করিয়া প্রথমতঃই আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমি উপর্য্যুপরি দুন্দুভি ধ্বনি করিতে করিতে আর্য্যসন্তান-

দিগকে সমরের অনুমতি প্রদান করিতে লাগিলাম। তাহারা আমার নিয়োগানুসারে তৎক্ষণাৎ যবনদিগের প্রতি ধাবমান হইল। উত্তরোত্তর তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিল। জ্যা নির্ঘোষ, শস্ত্রের ঝনঝনা এবং সুতীক্ষ্ণ শরের ঠনঠনাশব্দে রণভূমি বিকম্পিত হইতে লাগিল। আমাদিগের মদকল কুঞ্জরগণ বিপক্ষদিগকে শুণ্ড দ্বারা দৃঢ়বন্ধন করিয়া পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। যবনদিগের সৈন্য, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির সংখ্যা অন্যূন দশসহস্র ছিল। সুতরাং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদিগের প্রায় তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, এমন সময়ে দুরাচার কুতবুদ্দিন একটি অত্যুচ্চ অশ্বারোহণে আমার সম্মুখীন হইয়া বলিল "যুবতি! আমি তোমার অলোকসম্ভূত রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়াছি। ত্বদীয় সুকোমল কলেবরে অস্ত্রাঘাত করিতে আমার অভিলাষ নাই। তুমি বৃথা কেন সুদারুণ বৈধব্য যন্ত্রণায় মলিনী হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিতেছ? আমাকে পতিত্বে বরণ কর। আমি প্রাণপণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া ভবদীয় মানসিক যন্ত্রণা দূরীকৃত করিব, তোমাকে গিজনীতে লইয়া গিয়া বেগমদিগের মধ্যে প্রধানা করিয়া রাখিব। এ অধীনের আন্তরিক যত্নে তুমি কথনই ক্লেশের কলঙ্কিত মুখ দেখিতে পাইবে না। আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াও তোমার মনরক্ষা করিব। তুমি কৃপা কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া এ অনুগত জনকে পতি বলিয়া গ্রহণ কর। আমি তোমার দুঃখ দূরীভূত করিতে সাধ্যমত ক্রটি করিব না।"

দুর্ব্বৃত্ত প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অশ্লীল বাক্য শ্রবণ করিবা মাত্রই আমার আমার ক্রোধানল একেবারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। উত্তরায়ণগ্রস্থিত দিবাকরের ন্যায়, চপলাবিলসিত কাদম্বিনীর ন্যায় আমার নয়ন দ্বয় হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। পদাঙ্গুলি অবধি উত্তমাঙ্গের কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সদর্পে মণিময় কোষ হইতে এক খানি নিশিত করপাল নিষ্কাশিত করিয়া বলিলাম, "রে দুরাত্মন্-পাপিষ্ঠনরাধম! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা; তুই আমার পাণিগ্রহণ করিবি? তবে আয়, এই খড়্গের সহিতই তোর বিবাহ প্রদান করি।

এই বলিয়া একলম্ফে অশ্বহইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহার বক্ষস্থলে সবলে খড়্গাঘাত করিলাম। দুরাচার সাংঘাতিক আঘাতের তীব্রবেদনায় অস্থির হইয়া হয় হইতে ভূমিতলে পতিত হইল এবং ধূলায় ধূসরিতকলেবর হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি দেখিয়া পুনর্ব্বার তাহার দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলাম। পাপিষ্ঠ উপর্য্যুপরি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া একবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। ক্ষতস্থান নিঃসৃত শোণিত প্রবাহ তাহাকে বিচেতন করিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। আমি আর তাহার জীবন নষ্ট না করিয়া অগত্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিলাম এবং অন্যাদিকে ধাবমানা হইয়া শত্রু-দল দলন করিতে লাগিলাম।

এদিকে বিপক্ষেরা কুতবুদ্দিনের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া তাহাকে এক-খানি গোপ্যযান সহকারে রণভূমি হইতে স্থানান্তরিত করিল এবং প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে উর্দ্ধ-শ্বাসে পলাইতে দেখিয়া মদীয় সৈন্যদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে আদেশ প্রদান করিলাম। সেনারা আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রেই মার মার শব্দে তাহাদিগের অনুসরণ করিল এবং বিপক্ষ শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া একে একে সকলকেই অন্তক ভবনে প্রেরণ করিল। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, ধনমদমত্ত কুতবুদ্দিন সৌভাগ্যবশতঃ স্বদেশ গিজনীতে পলাইয়া গিয়াছিল, নতুবা সে দিবস তথায় বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকেও যে সমবর্ত্তীর সমীপবর্ত্তী হইতে হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। যাহাহউক, আর্য্যসন্তানেরা ম্লেচ্ছদিগকে নিহত করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। যবন দিগের শিবির মধ্যে যাহাকিছু অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমি তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিলাম এবং অব-শিষ্ট উষ্ট্র, হস্তী, হয় প্রভৃতি রাজভবনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেনানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম 'শূরসিংহ! আর অনর্থক রণক্ষেত্রে থাকিবার ফল কি? চল আমরা রাজপুরী অভিমুখে গমন করি। সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল "মহিষি! আপনি অগ্রগামিনী হইয়া গমন করুন্। আমি সৈন্যদিগকে দল-বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছি।" আমি বলিলাম আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম এই বলিয়া অশ্বকে দৃঢ় কশাঘাত করিলাম। তুরঙ্গম আহত হইবামা-

ন্ত্রই বিহঙ্গমের ন্যায় বায়ু ভেদ করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ হর্ম্ম্যের সম্মুখীন হইলে আমি হয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সমস্তদিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত এবং যৎপ-রোনাস্তি ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আর অধিক ক্ষণ সভামণ্ডপে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। অগত্যা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃ-পুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

ক্রমে ক্রমে ভগবান্ কমলিনীনাথ অস্তাচলগুহাশায়ী হইলে সন্তমস মসিরাশি প্রকৃতির অকলঙ্ক চন্দ্রানন আচ্ছাদন করিল। বিহঙ্গকুল শাব-কের আহারোপযোগী খাদ্য দ্রব্য চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া নিজ নিজ নীড়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। গোমায়ুগণ রজনী দেবীকে স্বভাব ভবনে বরণ করিয়া লইবার জন্যই যেন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে চন্দ্রমার বদনচন্দ্রিমা শ্যামবর্ণ নভোমণ্ডলে প্রকাশিত হইল। গরবিণী কুমুদিনী পবনহিল্লোলে হেলিতে দুলিতে শোভাকর সুধাকরের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। উভয়ের চারু চক্ষু একত্রিত হইবামাত্রই কৌরবিণী একবারে আহ্লাদ-সাগরের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া উন্মেষিত বদনে হাস্য করিতে লাগিল। সুশীতল মলয় সমীরণ মকরন্দ গন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ পাদ সঞ্চারে শশাঙ্কদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে গমন করিল। মৃগলাঞ্ছন, প্রিয়ার অধরমধু সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়া স্নিগ্ধ করজাল বিস্তার পূর্ব্বক নায়িকার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরপুরুষের মুখদর্শন করিলে পাছে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া বিরহিণী মৃণালিনী বিরসবদনে লোচন নিমী-লন করিল। অমূল্য দাম্পত্য প্রেমের একমাত্র উপমাস্থল চকোর চকোরী অলকাপথে সুধাকরক্ষরিত সুবিমল সুধা পান করিতে লাগিল। নিশাচ-রেরা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। আমিও পর্য্যঙ্কের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া নানাবিষয়িণী চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বজন্মে কত পুঞ্জ পুঞ্জ অধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাই এজন্মে আমাকে এতদূর মানসিক যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে। আবার এজন্মে যে সকল পাপসঞ্চয় করিতেছি, ইহার ফলভোগ যে পরজন্মে

করিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। অদ্য সমরাঙ্গণে গমন করিয়া কত জীবেরই জীবন নষ্ট করিলাম, কত জনকেই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রদান করিলাম। হায়! আমি নিতান্ত পাপীয়সী চণ্ডালিনী। নতুবা এই অকিঞ্চিৎকর রাজ্যলোভে এরূপ জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমার স্পৃহা হইল কেন? কেনই বা মন্ত্রিবর অধিরাজের সদুপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ঘোর রৌরবের দ্বার মুক্ত করিলাম। যাহাহউক, যখন চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলে চারিদিক অন্ধকারময় বোধ হয়, আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না, তখন আর এছার রাজ্যলোলুপ হইয়া কালহরণ করিবার প্রয়োজন কি? যে দিন অবধি প্রাণাধিকা অনঙ্গমোহিনীর মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, যদবধি প্রাণনাথের মৃত্যুসংবাদ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তদবধি সুখও আমার সংসর্গ পরিহার করিয়াছে। এই সংসার রূপ পাপক্ষেত্রে থাকিয়া কেবল আন্তরিক দুঃখের ভারই মস্তকে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। এক দিনও আমার আনন্দে অতিবাহিত হইল না। যে ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিলে লোকে পুত্রকলত্রাদির বিরহ ক্লেশ অবলীলা ক্রমে সহ্য করিয়া চরমে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে, যাহাতে অনুরক্ত হইলে অকূল ভবপারাবার পার হইবার জন্য আর ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না, যাহার আশ্রয় লইলে জীবগণ শিব হইয়া শিবপথে বিচরণ করে, যাহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিলে বিষয় বিষপায়ীরা নির্ব্বিষয়ী হইয়া নির্ব্বিশেষ নিরাকার সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হয়, আমিও সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশ ভ্রমণে জীবন যাপন করিব। শাস্ত্রকারেরা যদিও এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে "চিত্ত পবিত্র হইলে গৃহই তপোবন, মুক্তামালাই অক্ষমালা, চন্দন লেপনই ভস্মলেপন" কিন্তু অদ্যাপি আমার অন্তঃকরণ ততদূর বিশুদ্ধ হয় নাই। দেশে দেশে ভ্রমণ করিলে চিত্ত ক্রমশঃ পবিত্র হইলেও হইতে পারে। অতএব আমার তপস্বিনী হওয়াই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়ঃ কল্প। কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে বার্দ্ধক্য দশাই ধর্ম্ম ধনার্জ্জনের মুখ্য কাল। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের ভ্রমমাত্র। যখন প্রভাত হইতেই জীবন শশধর এক এক কলা করিয়া হ্রাস হইয়া থাকে, মৃত্যুর যখন নির্দ্দিষ্ট কাল কিছুই নাই; তখন এবিষয়ে আর কালাকাল বিবেচনা কি? যাহাহউক, আমি অদ্যই সন্ন্যাসি-

নীর বেশ ধারণ করিয়া নির্গ হইতে নির্গত হইব। সুগভীর সংসার সাগরের ভীষণ কোলাহল হইতে অন্তরকে অন্তর করিয়া অন্তরের অন্তরের সহিত আন্তরিক প্রীতি যোগ সাধন করিব। অলিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া কেবল তাঁহারই নামামৃতপানে মদীয় চিত্ত চকোরীকে পরিতৃপ্ত করিব। যাহাতে পরিণামে সেই ভবকাণ্ডারীর অমোঘ কৃপাবলে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইব। এইরূপ বিবেচনা পরতন্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ নীলাম্বর পরিত্যাগ করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলাম। মহামূল্য অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া রুদ্রাক্ষমালায় অঙ্গ বিভূষিত করিলাম। চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি গাত্রানুলেপনী বিমোচন করিয়া কলেবরে ভস্মলেপন করিলাম। তৃষাতুরা হইলে জীবন পানে জীবন রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া একটি কমণ্ডলুও হস্তে করিয়া লইলাম। পরে ক্রমশঃ নিশীথিনী প্রগাঢ় হইলে আমি ধীরে ধীরে শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে পুররক্ষকেরা সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া অচেতনে সুপ্তি সুখ উপভোগ করিতেছে। আমি পুরবাসিনী প্রভৃতি সকলকেই নিদ্রালু দেখিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পক্ষদ্বার দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহির্দ্দেশে আসিলাম এবং পাছে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, এই ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলাম। এক একবার পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখি, আবার প্রাণপণে বেগে গমন করি। একে ঘোর তিমিরাবৃতা রজনী, তাহাতে আবার কুজ্ঝটিকা সমাকীর্ণা হইয়া চতুর্দ্দিক মসিবৎ অসিতবর্ণে সমাচ্ছন্ন। কোন্ পথে যে গমন করিতে হইবে, তাহার কিছুই দেখিবার উপায় নাই। পদে পদে পাদস্খলন হইতে লাগিল। সুদৃঢ় লোষ্ট্রখণ্ডে আহত হইয়া চরণতল হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব বহিতে লাগিল। কখন পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিতলে উপবেশন করি, আবার শ্রম দূর হইলেই গমন করিতে থাকি। এইরূপে প্রায় ক্রোশত্রয় পথ অতিক্রম করিয়া একটি নিবিড় অরণ্যের নিকটস্থ হইলাম। ক্রমশঃ দুর্গম বনে প্রবেশোন্মুখ হইলে মনে মনে ভাবিলাম, আমি পূর্ব্ব পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে হস্তিনানগরীর উত্তরাংশে এক বিবিক্ত অরণ্য আছে, বোধ হয় এই সেই বন। যাহাহউক, আমি নগরী হইতে বহুদূরে আসিয়াছি,

বিশেষতঃ এই অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আর কেহই আমার অনুসন্ধান করিতে পারিবে না। অতএব আর দৌড়িবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ধীরে ধীরে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নতুবা দেহকে এরূপ অবিশ্রান্ত শ্রান্ত করিলে আর চলিতে পারিব না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া মৃদুমন্দ গমনে নির্জ্জন নিস্তব্ধ বনখণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিলাম।

এদিকে প্রকৃতির প্রকৃতি অনুসারে সুখদা ক্ষণদা প্রভাতা হইবার উপক্রম হইল। পত্ররথেরা গগণমার্গের বিমলতা সন্দর্শনে সুমধুর কলরবে জীবনিকরের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণ করিতে করিতে সশাবক দিগ্দিগন্তে গমন করিতে লাগিল। নিশাচরগণ বিচরণ পরিহারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমিও গত বিভাবরীর কঠোর পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বহুযোজনায়ত, নবপল্লবশোভিত এক বটবিটপিমূলে অধিবেশন করিলাম। সান্দ্রস্নিগ্ধ প্রভাত মারুত হিল্লোলে মদীয় পরিশ্রান্ত কলেবর অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই বিশ্রান্ত হইল। পুনরায় তথা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় তড়াগের সম্মুখীন হইলাম। দেখিলাম, তাহাতে রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, নীলোৎপল কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ জলজ পুষ্প বিকসিত হইয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। বলাকা, রাজহংস, সারস, কারণ্ডব, কাদম্ব কদম্ব আনন্দে জলক্রীড়া করিতেছে। মধুপদল দলে দলে মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া শ্রুতিসুখকর গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। সরোবরের চতুষ্পার্শ্বের তীরভূমি দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলক প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষে পরিশোভিত। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে অনুপম শ্যামালতা, মাধবীলতা, রাধালতা, তরুলতা, লবঙ্গলতার নবমঞ্জরিত নিবিড় কুঞ্জ। সুললিত কুহু কুহু কোকিল কাকলি, স্বভাবশিক্ষিত শুকশারিকার বিশুদ্ধ কথোপকথন এবং শমীশাখোপরি বিস্তারিতপুচ্ছ শিখিকুলের চিত্ত বিনোদন কেকারবে আমার চিত্ত একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। ভাবিলাম আহা! বিধাতার কি শিল্প নিপুণতা, কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি চমৎকার সৃষ্টি! এরূপ হিংস্রপশু বাসোপযোগী দুর্গম অরণ্য মধ্যেও প্রমোদকানন নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! কেহ কেহ বিশ্বনিয়ন্তার করুণার এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ

দর্শন করিয়াও জনসমাজে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। হায়! তাহারা কি পাষণ্ড, কি নরাধম, কি মূর্খ। তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহা বিবেচনা করে না যে যিনি সর্ব্বলোক পিতামহ, অনাদি অনন্ত, অনন্ত দেবের মুখেও যাঁহার গুণ স্তুতির অন্ত করা যায় না, যিনি প্রকৃতিগর্ব্বে সর্ব্বজীব উৎপাদন করিতেছেন এবং ইচ্ছা হইলেই হরণ করিতেছেন, যিনি শরীরিশরীরে পরমাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত, যিনি বিশ্বচক্ষুঃ, গাঢ় তমসাচ্ছন্ন সুগভীর গিরি গহ্বরে দুষ্কর্ম্ম করিলেও যিনি স্পষ্ট দেখিতে পান, যাঁহার কৌশল সূত্রে চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা অবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত দিন যামিনী বিঘূর্ণিত হইতেছে, যিনি জীবের জীবন রক্ষার জন্য প্রথমেই নানাবিধ বৃক্ষ, ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। আমরা তাঁহারই কৃপাবলে লালিত পালিত হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছি। তিনিই আমাদিগকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, আমরা তদ্দ্বারাই হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সংসারের নানাবিধ বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করিতেছি। কুচিন্তাপর নির্ব্বোধেরা সেই জগদাত্মাকে দেখিতে পায় না। তাহারা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সামান্য জঠর চেষ্টাতেই সায়ংকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করে। প্রত্যেক নিশ্বাসে যিনি অজস্র করুণারাশি বিতরণ করিতেছেন, নরাধমেরা দিনান্তেও একবার তাঁহার নাম উচ্চারণ করে না। তাহারা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকে, আমরা স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি; চরমে স্বভাবেই লয় প্রাপ্ত হইব। হায়! ইহা যে কেবল মূর্খতা বশতঃই ঘটিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্য জনেরা বিবেচনা করে যে আমরা নাস্তিক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেই জনসমাজে জ্ঞানবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইব। কিন্তু তাহাদিগের ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে না। যেমন গুটিকাপতঙ্গ মুখনিঃসৃত লাল দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পরিশেষে তন্মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করে, তেমনি সেই হতভাগ্যেরা জীবনান্তের পর অনন্ত নরক ভোগ করিবার আয়োজন করিতেছে। আমি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে সুশীতল সরসীজলে অবগাহন করিয়া স্নান এবং

গাত্র মার্জ্জন করিলাম। পরে কূলে উপবেশন পূর্ব্বক নীল, শ্বেত, লোহিতাম্বুজে দীনবন্ধুর চরণাম্বুজ পূজা করিলাম এবং সুপক্ক রসাল দাড়িম্ব ভক্ষণ ও সুবিমল সলিলে পিপাসা শান্তি করিয়া তরুতলচ্ছায়ায় অঞ্চল পাতিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিত হইলাম। কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ভূমিশয্যা পরিহার করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। গমন করিতে করিতে অপূর্ব্ব বন খণ্ডের কতই অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কোন স্থানে অত্যুচ্চ ভূরুহগণ একবারে ভূমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্ব বিলোকন করিবার জন্যই যেন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শাখা প্রশাখা রূপ প্রসারিত করে নবীন পত্রাঙ্গুলি পবন হিল্লোলে সঞ্চালিত হইয়া কম্পিত হইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পাদপগণ আতপতাপিত দীন পান্থকুলের দুঃখে বিদীর্ণবক্ষ হইয়া ছায়া প্রদানে তাহাদিগের সুতপ্ত কলেবর সুশীতল করিবার জন্যই আহ্বান করিতেছে। নানা জাতীয় বিহঙ্গমকুল তদুপরি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া সশাবক সুখে কালহরণ করিতেছে। কোন স্থানে সুরঙ্গনয়নী কুরঙ্গিণীগণ নির্ভীক হৃদয়ে হরিৎবর্ণ বালতৃণ ভক্ষণ করিতেছে। তাহাদিগের তরুণ বয়স্ক শিশু সন্তানগণ উল্লম্ফনপূর্ব্বক এক একবার স্তন্যপান করিতেছে এবং পুনর্ব্বার কুর্দ্দন করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। মহিষেরা নিপানে জলপান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ভীমদর্শন পবনাশনের নির্ম্মোক পতিত রহিয়াছে। আমি এইরূপ নানারূপ সন্দর্শন করিতে করিতে অনেক পথ অতিক্রম করিলাম। সময় ঈশ্বরের অমোঘ নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। কাহারও আদেশের বশবর্ত্তী নয়। ক্রমে ক্রমে ভগবান মিহিরদেব বিকম্পিত কলেবরে পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িলেন। প্রকৃতি সতী দিননাথের অদর্শনে তমোময় বসনে সুচারু চন্দ্রানন আচ্ছাদন করিল। দুর্গম বনমধ্যে সহজে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাতে আবার তামসী সমাগত হইয়া সুনিবিড় জলদাবলির ন্যায় ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল। গম্যপথ অন্বেষণ করা দূরে থাকুক, আমি আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনিই দর্শনে অসমর্থ হইতে লাগিলাম। কি করি, সুতরাং গমনে বিমুখ হইয়া তত্রস্থ বিশাল তরুতলে অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিলাম। এই হিংস্র

জন্তু পূর্ণ অরণ্যানী মধ্যে কিরূপে বিভাবরী যাপন করিব, এস্থানে নিদ্রিত হইলেই নিঃসন্দেহ ব্যাঘ্রের করালবদনে প্রবিষ্ট হইতে হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোদন করিলাম। পরে ভাবিলাম, আমি যখন বৈধব্য যন্ত্রণায় দিবানিশি হা হতোস্মি! করিয়া মনঃক্লেশে কালযাপন করিতেছি, যখন সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী হইয়াছি, তখন আর এ অসুখকর জীবনের জন্যে যত্ন করিবার প্রয়োজন কি? এই অস্থি মাংসপিণ্ড দেহ ভারকে বহন করিয়া আর কি হইবে? হিংস্র শ্বাপদগণ যদি আমার জীবন ধন অপহরণ পূর্ব্বক লোলিত মাংসে সন্তৃপ্ততা লাভ করে, তাহা হইলেও আমার সকল দুঃখ নিবারণ হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই রাত্রি যেন আমার কালরাত্রি হয়, আর যেন আমাকে কল্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বভাবের মুখ দর্শন করিতে না হয়। মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে আমার কলেবর সাহসপূর্ণ হইয়া উঠিল। উপাস্য দেবতার উপাসনা সমাধান করিয়া নির্ভয় হৃদয়ে নিদ্রিত হইলাম।

পরদিন প্রভাতে বিকির কুলের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভূমি শয্যা হইতে অক্ষত শরীরে উঠিয়া বসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম 'হায়! আমি কি পাপীয়সী দুশ্চারিণী। এ অভাগিনীর মেদরক্ত ব্যাঘ্র ভল্লূকেও ভক্ষণ করে না। আমাকে পাপকারিণী বলিয়া কেহই স্পর্শ করে না। হায়! আমার মৃত্যু নাই, বৈবস্বত বদনেও আমার স্থান নাই। আমি হতভাগিনী চিরকাল বর্ত্তমান থাকিয়া কেবল শেষে দুঃখই ভোগ করিব। এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধান করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে নানাবিধ অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া ছয়মাসকাল বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক একদা এক বালুকাময় মরুভূমিতে আসিয়া সমুপস্থিত হইলাম। তাহার বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। দীনহীনের আশার ন্যায় সুবিস্তৃত বলিলেও তাহার যথার্থ উপমা হয় না। যাহাহউক, মরুভূমিতে পতিত হইবামাত্রই আমার অন্তরাত্মা একবারে বিশুষ্ক হইয়া গেল। কিরূপে এরূপ দুর্গম মরু উত্তীর্ণ

হইব, এই আশঙ্কায় আরও শঙ্কিত হইতে লাগিলাম। কিন্তু পাছে ভগ্নোৎসাহ হইলে অগ্রগামিনী হইতে না পারি, এই জন্য ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ মার্ত্তণ্ড দেব প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চণ্ডালাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌরকরতপ্ত বালুকাকণা অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বালুকোপরি পাদবিক্ষেপ করা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কি করি, কি উপায়ে এরূপ দুস্তর পথ অতিক্রম করি, এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিধেয় বসন খানি দ্বিখণ্ড করিয়া তাহার একখণ্ডে শরীর ও মস্তক আচ্ছাদন করিলাম এবং অবশিষ্ট খণ্ডকে দ্বিখণ্ড করিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে এক এক চরণতল দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলাম। তাহাতে চলিবার অনেক সুবিধা হইল, পুনরায় পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলাম। যত পথই গমন করি, কেবল উপরিভাগে নয়নতৃপ্তিকর সুনীলবর্ণ নভোমণ্ডল এবং নিম্নদেশে তৃণবিরহিত সুবিস্তৃত মরুভূমি। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই ধবলবর্ণ বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে দেখিতে পাই। এমন একটিও বৃক্ষ অথবা লতাগুল্ম নাই, যে তাহার ছায়ায় উপবেশন করিয়া তাপিত শরীর শীতল করি। একে সহস্ররশ্মি রশ্মি প্রভাবে কলেবর হইতে অবিরল ঘর্ম্ম বিনির্গত হইয়া দেহকে ক্লিষ্ট করিতেছিল, তাহাতে আবার অগ্নিবৎ অগ্নিসখার প্রপীড়নে প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়া উঠিল। আর একপাদও গমন করিতে না পারিয়া অগত্যা সেই আতপতাপিত বালুকোপরিই অঞ্চল পাতিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু তাহাতে শ্রম দূর হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। নিরাশ মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ কালরূপী তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া আমার কণ্ঠ, তালু এবং মুখ শোষণ করিতে লাগিল। পুনরায় তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলাম, যেন অদূরে একটি প্রসর মনোহর সরোবরের স্বচ্ছ শীতল সলিল পবন তরঙ্গে রঙ্গে কম্পিত হইতেছে। আহা! দেখিবামাত্রই আমার আনন্দ জলধি একবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়াই গমন করিতে লাগিলাম। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, আর

কিছুদূর অতিক্রম করিতে পারিলেই বিমল জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিব। কিন্তু প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ গমন করিলাম, তথাচ সরসীর সন্নিকৃষ্ট হইতে পারিলাম না। ক্রমশঃ বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। ভগবান্ মরীচিমালি মরীচি জাল আকর্ষণপূর্ব্বক মরুভূমির মধ্যস্থানেই অস্ত-গত হইলেন। আমি তথাপি গমনে বিরত না হইয়া অবিরত চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গমন করিয়া দেখি, আর সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সরোবর নাই। যে সকল মনোহর হারাবলি অমল সরোজলে অনিল হিল্লোলে নৃত্য করিতেছিল, তাহাও অন্তরিত হইয়া গিয়াছে। তখন ভাবিলাম ইহার নাম মরীচিকা, তৃষিত মৃগগণ তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জলভ্রমে এই সকল স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। আমিও অদ্য মৃগতৃষ্ণিকার ছলনায় পতিত হইয়া-ছিলাম। যাহাহউক এক্ষণে কিরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করি, কি উপায়েই বা এই জলশূন্য প্রান্তর মধ্যে জীবন রক্ষা করি, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অক-স্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম। বহুক্ষণ পরে চেতনা হইলে সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। 'মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি যেমন ত্রেতাযুগে বৈদেহীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থানদান করিয়াছিলে, তেমনি এ হতভাগিনী চিরদুঃখিনীরে তনয়া বলিয়া অঙ্কে আশ্রয় প্রদান কর। হা-ধর্ম্ম! আমি যে কেবল তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশায় এরূপ দুর্গম পথে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে তুমিই আমার দুঃখ অপনয়ন কর। ত্রিসংসারে আর আমার কে আছে? আমি আর কাহার নিকটে রোদন করিব, কাহারইবা শরণাপন্ন হইব? হে দেব! তুমি এ অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন হও। শীঘ্র আমাকে তোমার নিশ্চিন্ত শান্তি ভবনে লইয়া যাও। এই সংসার রূপ অন্ধকূপে রাখিয়া আর আমাকে যাতনা দিওনা। বাল্যাবস্থা হইতে অবিরত দুঃখ ভোগ করিয়া আমার দেহ জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে, আর সহ্য করিতে পারি না।' এইরূপ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ তৃষ্ণার অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া অগত্যা ঘর্ম্মাক্ত বসন নিপীড়ন করিয়া পান করিলাম। তাহাতে পিপাসার কথঞ্চিৎ উপসম হইল। শরীরও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সবল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত দিবস অবিশ্রান্ত চলিয়া পদদ্বয় একবারে

বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া সেই স্থানেই পতিত থাকিলাম। যে নিদ্রা সুখী অবধি শোকাতুর পর্য্যন্ত সকলেরই একমাত্র জননী, আমি ক্ষণকাল মৃতভাবে পতিত থাকিয়া সেই নিদ্রারি সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম।

পরে নিঃশেষরূপে নিশি অবসান হইলে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। দুর্দ্দশার কথা আর কি বলিব, ভোজনীয় দ্রব্য বিহীনে অনশনেই দিনযামিনী যাপিত হইয়াছিল। পানীয় অভাবে স্বীয় শরীরনিঃসৃত স্বেদজলেই প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক এক বার উত্তপ্ত মরুভূমিতে শয়ন করি, আবার তথাহইতে উঠিয়া দুই চারি পাদ গমন করিতে থাকি, এইরূপ নিদারুণ ক্লেশে ছয়দিবস বিগত হইলে সপ্তম দিবসে প্রান্তরের অন্তভাগে আসিয়া সমুপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পশ্চিমাকাশে একখানি নবীন মেঘের উদয় হইয়াছে। সেখানি সুনিবিড় কৃষ্ণবর্ণ এবং জলভারে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে তাহার আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল জলদাবলী সমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। নবঘনে ঘনঘন বিদ্যুদ্দাম হইতে লাগিল। বারিবাহের মুহুর্মুহু হুহুঙ্কারে এবং দধীচি অস্থির কড় কড় শব্দে আমার হৃদয় বিকম্পিত হইতে লাগিল। সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। দৈবায়ত্ত প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইয়া অম্বরদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। আমি উপর্য্যুপরি সাত দিবস অনশনে যারপরনাই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং প্রতিকূল বায়ু ভেদ করিয়া গমন করিতে না পারায় সেই স্থানেই পতিত হইলাম। ঘূর্ণাবায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া রাশি রাশি বালুকাকণা আমার কর্ণকুহরে, বদনাভ্যন্তরে এবং নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। একে ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাহাতে আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া কতই রোদন করিলাম। জীবনের আশায় নিরাশ হইয়া মৃত্যুর কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শ্রাদ্ধদেবের ভয়ানক মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল নিস্পন্দ হইয়া আসিল। কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সুদীর্ঘ শ্বাস বহিতে লাগিল।

নয়নদ্বয় নিমীলিত হইয়া গেল। চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে কোকিলকণ্ঠনিঃসৃত মৃদুমধুর ধ্বনি আমার শ্রবণ বিবরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। যেন কেহ বলিতেছে—"কাঞ্চনমালে! তুমি বৃথা কেন হতাশ হইয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছ? গাত্রোত্থান কর, ইহার অনতিদূরেই একটি কূপ আছে, জলপান করিয়া শীতল হও। বিশ্বনিয়ন্তা মনুষ্যমাত্রকেই ভাগ্যের অধীন করিয়াছেন। সকলকেই ঋতুর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। উঠ, প্রাণপরিত্যাগ করিও না, বহিকর্ম্মুখ প্রাণকে সুদৃঢ় ধৈর্য্যরজ্জুদ্বারা দৃঢ়বন্ধন কর। তুমি কি জান না যে সহিষ্ণুতাই সকল গুণের শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যত্ব লাভের হেতু।" আমি শ্রবণ করিয়াই একবারে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। উদ্ভ্রান্ত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কুত্রাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন মনে মনে ভাবিলাম, বুঝি কুহকিনী স্বপ্ন দেবী আমাকে ছলনা করিয়াছে। নতুবা এই বিজন প্রান্তরে কে আমারে এরূপ সদুপদেশ প্রদান করিল। যাহাহউক, ঐ অত্যাশ্চার্য্য হিতোপদেশে তৎকালে আমার দুর্ব্বল দেহেও কথঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হইল। তথা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গমন করিতে লাগিলাম। অন্যূন অর্দ্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া দেখি, সম্মুখেই একটি গুল্মাচ্ছাদিত সুবিমল জল পূর্ণ মনোহর কূপ রহিয়াছে। আহা! দেখিবামাত্রই একবারে আহ্লাদ সাগরের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলাম। জীবতৃষ্ণা সহকারে তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া আসিল। ভাবিলাম, যাহাকে পূর্ব্বে স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যথার্থই দেববাক্য হইল। আহা! বোধ হয় বিধাতা এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখিয়া স্বপ্নচ্ছলেই এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুরুষোত্তমকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম। পরে ফলপুঞ্জ পরিশোভিত গুল্ম হইতে নানাবিধ সুস্বাদু ফল তুলিয়া ভক্ষণ করিলাম। কূপ জলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া আমাকে আর অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। অবলীলা ক্রমে বদ্ধাঞ্জলি হইয়াই জলপান করিলাম। বহুদিবসের পর সুমধুর ফল ভক্ষণ ও সুস্নিগ্ধ উদক পান করিয়া সমুত্তপ্ত কলেবর সুশীতল

করিলাম এবং ভূমি শয্যায় অঞ্চল পাতিয়া সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলাম।

অধ্বনীন রমণী বর্ণিত ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে রোদন করিতেছিলেন। আন্তরিক দুঃখের চিহ্ন তাঁহার বিবর্ণ মুখমণ্ডলে স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছিল। যাহাহউক, কাঞ্চনমালাকে স্বীয় শোকময় পরিচয় বর্ণনে বিরত দেখিয়া বলিলেন "বৎসে! আমি আর অদ্য তোমার বিলপনীয় ইতিহাস শ্রবণ করিতে চাহি না। আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ দ্বিযাম যামিনী প্রায় অতীত হইল, চল এক্ষণে শয়ন করি।" কাঞ্চনমালা বলিলেন পিতঃ! আপনার যেরূপ অভিরুচি। তবে চলুন কুটিরে গমন করি, এই বলিয়া উভয়েই আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ নিজ আসনে শয়ান হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পরদিন প্রভাত হইলে উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া মুখহস্ত প্রক্ষালন করিলেন। তখন কাঞ্চনমালা বলিলেন "পিতঃ! আমরা প্রত্যহ একস্থানেই উপবেশন করিয়া থাকি, চলুন অদ্য এই ভূধরের বন্ধুরদেশে আসীন হইয়া কথোপকথন করিব। ঐ দিকে নিবিড় বন আছে, তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলেও মন পবিত্র হইতে পারিবে।' পথিক বলিলেন "প্রিয়ম্বদে! ভাল, চল তবে সেই দিকেই গমন করি।" রমণী পান্থের উত্তর শ্রবণে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পথিকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া উভয়েই পর্ব্বতের প্রান্তভাগে উপবেশন করিলেন। তখন অধ্বগ বলিলেন "বৎসে! ইতিহাস বলিতে আরম্ভ কর।" কাঞ্চনমালা বলিলেন 'হাঁ তবে শ্রবণ করুন্।'

ক্ষণকাল পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি, আকাশের পূর্ব্বাবস্থা একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দিননাথ পূর্ব্ববৎ প্রখর কিরণ দানে জগৎ সন্তাপিত করিতেছেন। সময় সর্ব্বক্ষণ জীবের পরমধন পরমায়ু হরণ পূর্ব্বক পলায়নে উদ্যত। অনন্ত জলনিধির লীলাম্বু বিম্বের ন্যায় শ্যামবর্ণ নবীন নীরদস্থ তড়িতের ন্যায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। ক্রমে ক্রমে প্রভাকর ভুবন বিস্তৃত করজাল আকর্ষণপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিলেন। অন্ধকারের নির্দ্দিষ্ট আগমন কাল সমাগত দেখিয়া ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইলেন।

কিন্তু তমোহর তপনের স্বভাবনিয়ম ভঙ্গের ক্ষমতা কি? সুতরাং মনের রাগ মনেই সংবরণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। সন্ধ্যাবধূ রজনী সুন্দরীকে স্বভাবের ক্রোড়ে আরোপণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সুধাকর, শোভাকর, সুধাকর, বিনোদ দ্যুতি প্রকটন করিয়া নক্ষত্র প্রসূন পুঞ্জ সমাকীর্ণ নীলগগণ নিকুঞ্জকাননে উপবেশন করিলেন। আমিও জ্যোৎস্না পূর্ণ ভূমণ্ডল সুশীতল দেখিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। প্রায় ক্রোশত্রয় পথ অতিক্রান্ত হইলে মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া এক শ্মশান ভূমির সন্নিহিত হইলাম। নৈশ গগণের ভীষণ মূর্ত্তি, তৎকালোচিত নিস্তব্ধ প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি, অদৃষ্ট পূর্ব্ব প্রেতভূমির ভীষণ মূর্ত্তি এবং মনশ্চাঞ্চল্য প্রযুক্ত ভয়েরও ভীষণ মূর্ত্তি, সকলই কল্পনাতীত ভয়ঙ্কর দেখিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ ভয়ে সর্ব্বশরীর অবসন্নপ্রায় হইয়া আসিল। জীবিতাশায় হতাশ হইলাম। জন্মভূমির মোহিনীমূর্ত্তি স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। প্রাণকান্তের কমনীয় কান্তি মনে পড়িতে লাগিল। অনঙ্গমোহিনীর সুবর্ণময়ী প্রতিমা চক্ষের উপরে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রিয়সখী বিলাসবতীর মুখপুণ্ডরীকনিঃসৃত সুললিত কথাগুলি স্মরণ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্মশানোপরি পাদবিক্ষেপ করিবামাত্রই আমার সকল ভয় একবারে দূর হইয়াগেল। অসার সংসারের প্রতি বিরক্তি জন্মিল। মন পূর্ব্বের ন্যায় বৈরাগ্য পথের পথিক হইয়া উঠিল। পুনরায় নিরুদ্বেগে গমন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর কৌমুদীর সুস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলাম, যেন অদূরে একটি হুতাশন অত্যল্প প্রজ্বলিত হইয়া অনর্গল ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। ধূমরাশি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইতেছে। দেখিয়া সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলাম, ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ত্মার সম্মুখীন হইয়া দেখি, একটি শব জ্বলিতেছে। কিন্তু একটিও প্রাণী তাহার নিকটে নাই। অভাগা একাকীই জ্বলিতেছে। আমি সবিস্ময়ে নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে চিতার অনতিদূরে উপবেশন করিলাম। চিতারোহিত শবের অবস্থা সন্দর্শনে আমার মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। কিন্তু লেখনী ও মস্যাধারাভাবে প্রথমতঃ নিরাশা হইলাম। পরে ইতস্ততঃ

অন্বেষণ করিতে করিতে একখানি ভূর্জ্জপত্র আমার নয়ন পথের পথিক হইল। সৌভাগ্য বশতঃ একটি সুতীক্ষ্ণ কণ্টকও প্রাপ্ত হইলাম। সুতরাং তাহার দ্বারাই লিখন কার্য্য সমাধা করিলাম। পথিক বলিলেন "বৎসে! ভূর্জ্জপত্রখানি কোথায়? রমণী 'আমার নিকটেই আছে' বলিয়া অঞ্চল প্রান্ত ভাগ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক পান্থ হস্তে প্রদান করিলেন। পথিক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আলেখ্যখানি খুলিয়া ফেলিলেন এবং যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

১

"কে তুমি কোথায় ধাম, কিসের কারণে—
অভিনব ভাব আজি করেছ ধারণ?
যেন কত মৌনভাবে মুদিত নয়নে—
রয়েছ একাকী, কোথা প্রিয় পরিজন?
একি, একি, কেন হেরি স্বভাবে অন্তর।
কেনহে সংসার হতে হয়েছ অন্তর?

২

কে সাজালে তোমা হেন ভয়ঙ্কর সাজে,
মোহন মূরতি করি দারু আচ্ছাদিত?
চন্দ্রিকা চন্দ্রিমা হেরি হীন হ'ত লাজে,
কেনহে সুবর্ণ বর্ণ কর্জ্জল নিন্দিত?
লয়েছে কাড়িয়া বেশ ভূষা সমুদায়।
পরায়ে সুজীর্ণ বাস দিয়াছে বিদায়॥

৩

সজ্জা যেন যজ্ঞসজ্জা হয়েছে তোমার,
সমিধ হয়েছে নয় ইন্দ্রিয় অচল,
হোমকুণ্ড হইয়াছে চিতা মনোহর,
পঞ্চ বরণের গুঁড়ি পঞ্চ ভূতদল।
দেহ হোতা রসঘৃত করিছে প্রদান।
গরজি উঠিছে অগ্নি ফণীর সমান॥

৪

আছে বুঝি কোন তব অভীষ্ট কামনা,
একাকী বসিয়া তাই এ বিজন বাসে,
একতান মনে মরি করিছ সাধনা,
মাগিতেছ বর দেবদেবের সকাশে।
মনে মনে জয় জয় হরিবোল বলি।
করিতেছ পঞ্চতপা অগ্নিকুণ্ড জ্বালি॥

৫

যদি তুমি ধরামাঝে হও ধনবান্,
অতুল বিভব তব, কোথায় সে সব—
অত্যুচ্চ প্রাসাদ শ্রেণী সুন্দর উদ্যান।
হয়েছে কি পর তারা হেরি তোমা শব?
যার ধন সেই যদি কেড়ে নিল বলে,
তবে কেন এত দিন বোঝা বয়ে মলে।

৬

দর্পণে দেখিতে মুখ শত শত বার,
হইতে মোহিত রূপে আপনি আপন,
দেখহে বদন তুলি দেখ একবার,
স্বভাব মুকুরে আজি হয়েছে কেমন!
কোথায় তোমার সেই সুচিকণ কেশ।
কোথায় রয়েছে পড়ে মনোরম বেশ॥

৭

কোথায় এখন তব দম্ভ অভিমান?
দেখিতে ধরায় শরা যাহাতে মোহিয়ে।
জগতে করিতে তুচ্ছ তৃণবৎজ্ঞান,
ক্রোধাগ্নি উঠিত জ্বলি কুবাক্য শুনিয়ে।
এখন দহিছে দেহ দারুণ দহন।
কি ভাবে নীরবে আজি সহিছ যাতন॥

৮

কেলিমাঝে বাণিজ্যের তরে এসেছিলে,
লভিতে সংসার ধর্ম্ম অমূল্য রতন,
কেলিতে কাটালে কাল কি করিয়া গেলে,
সুধাবোধে করিলে কি বিষ উপার্জ্জন ?
কি রূপ দরেতে করিলে হে বেচা কেনা।
লাভেতে পড়িয়া শূন্য হয়েছে কি দেনা ?

৯

যখন ভূমিষ্ঠ হলে সূতিকা আগারে,
হাসিল তোমারে দেখি যত নর নারী,
কাঁদিলে কেবল তুমি সকরুণ স্বরে—
না হাসিয়া, জঠর যন্ত্রণা পরিহরি।
জননে মরণে তুমি দেশ কি হাসালে,
অথবা বিরহে তব কাতর সকলে ?

১০

যদি কভু আপন্নেরে করে থাক দান,
রত হয়ে থাক যদি পর উপকারে,
যদি নাহি দিয়ে থাক হিংসাদ্বেষে স্থান,
ভ্রমক্রমে সুবিমল হৃদয় আগারে।
তাহলে ভারত ভূমি সুপুত্রের তরে—
হারায়েছে বলি খেদ করুক কাতরে।

১১

যদি তুমি দীন হও আজি শেষ দিন,
আশার ভেঙ্গেছে বাসা জুড়ায়েছে মন ;
দীন মুখে দীন বেশে আর প্রতিদিন,
হবে না ভ্রমিতে ধরা করি ধন ধন।
কি কুক্ষণে জন্মেছিলি জননী জঠরে।
তোর কিরে কেহ নাই অবনী ভিতরে ?

১২

অনশনে কতদিন গিয়াছে তোমার,
কঠোর জঠর জ্বালা সহিয়াছ কত,
বহিত প্রবল বেগে অশ্রু অনিবার,
হয়েছিল শুষ্কদেহ চেলা কাঠ মত।
বসিয়া গাছের তলে করি হা হুতাশ,
চাহিয়া আকাশ পানে ভাবিতে আকাশ ॥

১৩

হতবেশ দেখি নরে হতাদর করে,
পাছে কিছু চায় বলি সশঙ্কিতমন,
তাই তুমি সমাজের থাকিয়া অন্তরে,
প্রতীক্ষা করিতে হরিতনয়াগমন।
ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবে হইয়া প্রবীণ।
গণিয়া গণিয়া দিন কাটায়েছ দীন।

১৪

অসহ্য যাতনা পেয়ে হয়ে জ্বালাতন,
মন না পশিত তব সংসার কাননে,
ধাইত ধর্ম্মের পথে সদা সর্ব্বক্ষণ,
লোলুপ হইয়া হরিপদ মধুপানে।
বলিতে বদন ভরি 'হরি হরি হরি।
ভবসিন্ধু তরি মোরে দেহ পদতরী ॥'

১৫

হেরিলে তোমারে করে মোরে জ্বালাতন,
বিস্মৃত শোকাগ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হয়ে,
ভাসায় নয়ন জলে, করে বিচেতন,
জর্জ্জরিত করি দৃঢ় পাষাণ হৃদয়ে।
স্মৃতিপথে আনে নাথ চারুচন্দ্রানন।
আর কি, আর কি, তাহা হেরিবে নয়ন !

১৬

একি, একি, এ যে দেখি চিহ্নমাত্র নাই,
সকলি কি হয়ে গেছে ভস্ম অবশেষ,
আহা! এ সংসার মাঝে ধন্য তুমি ভাই,
পাইলে নিস্তার আজি ছাড়ি নরবেশ।
নশ্বর দেহের বোঝা লইয়া মাথায়।
ভ্রমেতে ভ্রমিতে আর হবে না ধরায়॥"

পথিক রমণীবিরচিত বিষয়টি পাঠ করিয়া বলিলেন "কাঞ্চনমালে! রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে এবং তোমার বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমি পাঠ করিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু তোমার অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত মদীয় উৎকলিকাকুল চিত্তকে নিবৃত্ত হইতে দিতেছে না। শবদেহ ভস্মসাৎ হইলে তুমি কিরূপে এবং কোন্‌ স্থানে সেই সঙ্কট সমাকীর্ণ বিভাবরী যাপন করিলে ও তদনন্তরই বা কি কি দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে? সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ কর।" রমণী বলিলেন 'মহাভাগ! শবদেহ ভস্মাবশেষ হইলে আমি তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। গমন করিতে করিতে কতই অদ্ভুত ঘটনা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম নিশামৃগ প্রভৃতি মাংসাশী নিশাচরেরা মহানন্দে নরদেহ ভক্ষণ করিতেছে। সৃক্কণি প্রান্ত ভাগ হইতে দর দর ধারায় শোণিত প্রবাহ বহিতেছে। স্থানে স্থানে রাশীকৃত নরকপাল সুধাকরকরে সমুজ্জ্বল হইয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য হইয়াছে। গো, অশ্ব, মাতঙ্গ, মহিষ প্রভৃতির ধবলবর্ণ অস্থিরাশি স্তূপাকার হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। ভীষণ মূর্ত্তি যক্ষ, রক্ষ, যোগিনী, শাঁখিনী, প্রেতিনী, পিশাচ পিশাচিনীগণ নর অস্থি চর্ব্বণ করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে। কখন সদানন্দে করতালি প্রদান করিতেছে। কখন বা হিহি করিয়া হাসিতেছে। তাহাদিগের ঘোর অট্টহাসে প্রেতভূমি থাকিয়া থাকিয়া প্রকম্পিত হইতেছে। আমি ভয় ব্যাকুল চিত্তে এবম্বিধ ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর গমন করিলাম। অনন্তর দূর হইতে এই অভ্রভেদী হিন্দুকুশ পর্ব্বতের অত্যুচ্চ চূড়া দেখিতে পাইলাম।

দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, আর আমি কতকাল এরূপ দুঃসহ ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করিব। বিধাতা আমাকে চিরাভিলষিত মনোনীত স্থানেই আনয়ন করিয়াছেন। শুনিয়াছি গিরিকন্দর অতিশয় সুখময় ও নিশ্চিন্ত প্রদেশ। তা আমি ঐ শিখরিশিখরে আরোহণ করিয়া নিয়মিতরূপে তপশ্চারণ করিব। একস্থানে স্থিত হইতে না পারিলে ধর্ম্মার্জ্জনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বিবেচনাপরতন্ত্র হইয়া দ্রুতপাদ সঞ্চারে চলিতে লাগিলাম। অনতিদূর অতিক্রম করিয়াই এই আমাদিগের সম্মুখস্থ নিবিড় বনখণ্ডে সমুপস্থিত হইলাম। ভূধরারোহণপথান্বেষণে নিরত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরে ঐ যে আপনার বামপার্শ্বে একটি শাখাপথ দেখিতে পাইতেছেন, উহাদ্বারাই ইহার উপরিভাগে অধিরোহণ করিলাম। এই শান্তরসাস্পদ স্থানে আগমন করিবামাত্রই আমার সমুদায় মানসিক এবং কায়িক যন্ত্রণা একবারে দূর হইয়া গেল। ঝরণার স্বচ্ছজলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া তাহার কথঞ্চিৎ পান করিলাম। পরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া উপচরিত দেবতার উপাসনা সমাধানপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলাম। ক্ষণকালপরে সুখ প্রদায়িনী নিশীথিনী প্রভাতা হইবার উপক্রম হইল। শুভ্রাংশু অংশু জাল আকর্ষণপূর্ব্বক অভিমানে ব্যোমযানারোহণে পশ্চিমার্ণবে অবগাহন করিতে কাঁপিতে কাঁপিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। হিমাংশুকে অবস্থান্তর প্রাপ্ত দেখিয়া বনবাসী তাম্রচূড়েরা উপহাসচ্ছলেই যেন কর্কশ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। ভগবান্ বিবস্বান্ ক্রোধে লোহিতনেত্র ও কম্পিত কলেবর হইয়া ধ্বান্তরাশির গর্ব্ব খর্ব্ব করতঃ আকাশাসনে আসীন হইলেন। যামিনী বিরহিণী মলিনী চিরদুঃখিনী কাঙ্গালিনী সদৃশা দীনা, ক্ষীণা, বিশীর্ণা হইয়া অবগুণ্ঠনে কমলবদন আচ্ছাদনপূর্ব্বক পশ্চিমাকাশে প্রস্থান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। পদ্মিনী বিহগকুল মুখে প্রাণেশ্বরের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে নিমীলিত নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক আহ্লাদে হাস্য করিয়া উঠিল। চকোর চকোরী পরস্পরের সংমিলনে প্রফুল্লবদনে প্রেমালাপ করিতে লাগিল। আমিও শিলাশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিলাম এবং তৃণ লতা আহরণপূর্ব্বক ঐ বাসোপযোগী আশ্রম নির্ম্মাণ করি-

লাম। তদবধিই মূর্খের অন্তঃকরণের ন্যায় এই শূন্য প্রদেশে একাকিনী কালযাপন করিতেছি। বনবাসি পতগ কুলের সহিতই কথোপকথন করি। ঐ যে ফলপুষ্পপরিশোভিত লতাগুল্ম এবং বনপুষ্প বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহারা সকলেই আমার স্বহস্তরোপিত। নিদাঘকাল সমাগত হইলে আমি উহাদিগের মূলে জলসেক করি ও সর্ব্বক্ষণ তত্ত্বাবধানে নিরত থাকি। বনচারী মৃগদিগকে কাহাকে ভগিনি! কাহাকে ভ্রাতঃ! বলিয়া সম্বোধন করি। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া বেণুবাদন করিলে সকলেই আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করে। অনন্তর বেণুবাদন সমাপন হইলে আমি একে একে সকলকেই নবীন দূর্ব্বাদল ভক্ষণ করাইয়া সুশীতল জলপান করাইয়া দিই। পরে ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করে। কিন্তু যদবধি আপনি এস্থানে পদার্পণ করিয়াছেন, তদবধি ভীরুস্বভাব হরিণযূথ একবারে আমার সংসর্গ পরিহার করিয়াছে। আর কেহই আমার নিকটে আসে না। এই পর্ব্বত সমুদ্ভূত কাবুল নদীতে স্নান করি, ঐ সকল প্রত্যন্ত পর্ব্বত হইতে ফলমূল আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। এই বিজন স্থানই আমার সুখময় রাজ্য হইয়াছে। একমাত্র শোকই আমার সহচর। আমার পূর্ব্বাবস্থার বিষয় স্মরণ হইলে যে দিবস মন সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, যখন নয়ন হইতে অবিরল অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষস্থল প্লাবিত করে, তখন এই বন্ধুর প্রদেশে আসিয়া বনের অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করি। অনুক্ষণ স্বভাবচ্ছবি আলোকন করিয়া শোকাগুণে শান্তি সলিল সেচন করিয়া থাকি। কিন্তু আপনাকে সন্দর্শনাবধি আমার সকল যন্ত্রণা একবারে দূরীভূত হইয়াছে। আপনি অদ্বিতীয় মহাশয় ব্যক্তি। আমি এ সংসারে আপনার ন্যায় পবিত্র স্বভাব আর কাহাকেও দেখি নাই।'

পথিক রমণীর শোকদুঃখ পরিপূরিত আদ্যোপান্ত ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে চক্ষের জল নিমজ্জন করিয়া বলিলেন "কাঞ্চনমালে! আহা! তোমার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। রাজকুলে জন্ম-

গ্রহণ করিয়া এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই যাহাহউক, তুমি যথার্থই বীরভার্য্যা, বীর্য্যবতী। আমি তোমাসদৃশা পতিব্রতা রমণী আর কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই।” কাঞ্চনমালা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন ‘পিতঃ! জীবের জীবন কেবল এক একটি ইতিহাস স্বরূপ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি কান্যকুব্জ দেশে জন্মগ্রহণ করিলাম। হস্তিনানাথ আমার পাণিপীড়ন করিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্প বয়সে বিধবা হইয়া দিল্লির সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক কতক দিন রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিলাম। পরে বনবাসিনী সন্ন্যাসিনী হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী কালহরণ করিতেছি। অতএব বিধাতা যে কখন কাহাকে কোন অবস্থায় অবস্থিত করেন,তাহা কেহই বলিতে পারেনা। এই সংসার রূপ বিষবৃক্ষমূলে আনুরক্তি রূপ জলসেচন না করিয়া, ধর্ম্মপথের পথিক হওয়াই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃকল্প। যেজন সংসারী হইয়া সকল বিষয়ে ব্যসন শূন্য হয়, সেই জনই পরিণামে অনন্ত সুখ ভোগ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিনযামিনী আমার ২ বলিয়া কালাতিপাত করে, সে ব্যক্তি ভাবী সুখপথে কণ্টকারোপণ করিয়া চির নিরয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখে।’ পান্থ বলিলেন “বৎসে তুমি অল্প বয়সে সংসারের সকল বিষয়ই জানিতে পারিয়াছ। পুত্রকলত্রাদি পরিজন বর্গ যে কেবল অসুখময় কণ্টকবন, তাহার আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্যই দেহী করিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। এই অচিরস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর দেহে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ছয় রিপু প্রদান করিয়াছেন। এই অসার সংসারেও নানারূপ বিঘ্ন আছে। যে জন দুরাচারী রিপুদিগকে পরাজয় করিয়া এবং সাংসারিক সমুদায় বাধা অতিক্রম করিয়া সেই অমূল্য ধনকে চিনিতে পারে, সেই জন তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহাতেই চির আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা তাঁহার নিদেশানুযায়ী কার্য্য না করিয়া ধনবলে বলী হইয়া জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে, সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ দেখে এবং আমি বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান, দয়াবান ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করে; তাহারা বারম্বার

জন্মগ্রহণ করিয়া কুষ্ঠ, খঞ্জ, অন্ধ হইয়া ভিক্ষান্নে উদর পোষণ করিয়া থাকে।'

উভয়ে এইরূপ নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে বিশুষ্ক পতিত পত্রের উপর বহুসংখ্যক অশ্বখুর ধ্বনির ন্যায় ভীষণ শব্দ হইতে লাগিল। পথিক বীতনিদ্রের ন্যায় চমকিত হইয়া বলিলেন "কাঞ্চনমালে! আমাদিগের সম্মুখস্থ নিবিড় বনাভ্যন্তরে ও কি শব্দ হইতেছে?" কাঞ্চনমালা আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। জননী জন্মভূমি অবধি দিল্লির সিংহাসন পর্য্যন্ত মানস নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সংগোপনে রোদন করিতেছিলেন। অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত পথিকের কথা কিছুই শুনিতে পান নাই। পান্থ আপনাকে বিফলচেষ্ট দেখিয়া আরও দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চনমালা পথিকের জিজ্ঞাস্যে ভীত হইয়া যেমন সহসা পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিবেন, অমনি তথাহইতে বজ্রনিষ্পেশের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে ভূতলে নিপতিত হইলেন। পথিক "হায়! কি হইল, হায়! কি হইল, সর্ব্বনাশ হইল" বলিতে বলিতে দ্রুতপাদসঞ্চারে উটজে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে জলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পর্ব্বতের নিম্নদেশে আসিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রমণীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, ইন্দুবদনার বদনেন্দু ইন্দীবরের ন্যায় একবারে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ কলেবরের শাতকুম্ভবর্ণ একবারে পাণ্ডুবর্ণ। লোচন যুগল নিমীলিত। ঘন বিনিন্দিত কেশজাল কর্দ্দমম্রক্ষিত। মৃতাবস্থার ন্যায় নিস্তব্ধ অবয়ব, নিশ্বাস প্রশ্বাস বিরহিত। দেখিয়া পথিকের দুইচক্ষু অবিরল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। কাঞ্চনমালাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখে জলোচ্ছ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকোমল কলেবরে জীবন বর্ত্তমান আছে কি না জানিবার জন্য কুক্ষি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং বক্ষস্থল প্রভৃতি সন্ধিস্থল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্নেহ গদ্গদস্বরে "বৎসে কানঞ্চনমালে! একবার নয়নোন্মীলন কর বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ পরে রমণীর বদনচ্ছদ কম্পিত হইতে লাগিল। আকর্ণ বিশ্রান্ত লোচন যুগল ঈষৎ বিকসিত হইল। অল্পাল্প নিশ্বাস বহিতে

লাগিল। ধীরে ধীরে লপন ব্যাদন করিলেন। পথিক অমনি আগ্রহ পূর্ব্বক তন্মধ্যে জলধারা প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রদত্ত জীবন অতিকষ্টে রমণীর গলাধঃ করণ হইল। পথিক কাঞ্চনমালাকে তৃষাতুরা বিবেচনায় উপর্য্যুপরি দুইবার জল প্রদান করিলেন। রমণীও তাহা পান করিলেন।

পথিকের সেবা শুশ্রুষায় কাঞ্চনমালার দেহে জ্ঞানরাশির আবির্ভাব হইয়াছিল। পথিক সকাতরে বারম্বার মা, মা, বলিয়া আহ্বান করাতে, রমণী অতি মৃদুস্বরে বলিলেন 'পিতঃ! অদ্য আমার পরমায়ুর পরিমাণ মৃত্যু হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এতদিনের পর বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। আমি অদ্য অনঙ্গমোহিনী এবং আর্য্যপুত্রের দুষ্পরিহার্য্য নিদারুণ বিরহ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইব। আপনি এক্ষণে অনুতাপ পরিতাপ পরিহার করিয়া আমাকে অক্ষুব্ধচিত্তে বিদায় প্রদান করুন। আমার বক্ষস্থলে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছে, আর কথা কহিবার সামর্থ্য নাই।' এইরূপ বলিতে বলিতে সায়ংকালে সমাগত হইলে সরোজিনী যেমন মুদিতা হয়, সেইরূপ কমলাক্ষির কমলাক্ষি নিমীলিত হইয়া আসিল। প্রভাত কালের চন্দ্রমার ন্যায় বদনচন্দ্রিমা ম্লান হইয়া গেল। তপ্তকাঞ্চননিভ দেহে মৃত্যুর ভয়ানক লক্ষণ সকল আবির্ভূত হইল। অঙ্গ প্রতঙ্গ সকল শিথিল হইয়া আসিল। ক্রমে ক্রমে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। পথিক তদ্দর্শনে মাতৃহীন বালকের ন্যায় একবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।" হায় কি হইল, কি হইল, রে-নিষ্ঠুর কাল! কি করিলি, সর্ব্বনাশ করিলি, আমার প্রাণসমা কাঞ্চনমালাকে হরণ করিয়া কোথায় লইয়া গমন করিলি? তাঁহার সুরুচির কলেবরে হস্তক্ষেপণ করিতে কি তোর পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না? হা বৎসে কাঞ্চনমালে? হা-চন্দ্রননে! আমি যে সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াও তোমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম। তুমি সেই অকৃত্রিম স্নেহপাশ ছেদ করিয়া কিরূপে গমন করিলে? হায়! তোমারও হৃদয় কি সুদৃঢ় পাষাণবিনির্ম্মিত, নতুবা যাহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে, যে হতভাগ্যকে দয়া করিয়া পিতঃ! বলিয়া সম্বোধন করিতে, এক্ষণে সেই

পাপাত্মা তোমাকে বারংবার আহ্বান করিতেছে, তুমি কিরূপে তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া নীরবে রহিয়াছ? আমি বহুক্ষণ তোমার কোকিলকণ্ঠ নিঃসৃত সুধাসিক্ত সুললিত কথা শ্রবণ করি নাই। একবার কথা কহিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। তুমি আর মৌনাবলম্বনে থাকিয়া আমাকে যাতনা দিও না। তোমার মুখ কমল ম্লান দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হা বৎসে! তোমাকে হারাইয়া এই তরুলতা-গণ সকলে মিলিয়া রোদন করিতেছে। পতত্রিকুল তোমার অলৌকিক গুণ গ্রাম বর্ণনা করিতে করিতে হাহাকার করিতেছে। যে হরিণেরা তোমার মনোমোহন বংশীস্বরে বিমোহিত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে। সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে তোমার মুখপানে চাহিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তুমি একবার নয়নোন্মীলন করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা কর। মাতঃ! একবার এ অভাগার মুখপানে চাহিয়া দেখ। একবার কথা কও। হায়! আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একান্ত ক্লান্ত হইলে আর কাহাকে মা, মা, বলিয়া আহ্বান করিব। আর কে তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিবে? কেইবা স্নেহপূর্ণ সুললিত স্বরে পিতঃ! পিতঃ! বলিয়া ডাকিবে। মা! একবার চক্ষুরুন্মীলন কর। ধূলিশয্যা পরিহার করিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ কর।” পথিক কাঞ্চনমালার চিবুক ধারণ করিয়া ভূতাপহত-চিত্তের ন্যায় এবম্বিধ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অশ্বারোহী পুরুষেরা পান্থের রোদন ধ্বনিতে বিস্মিত হইয়া যে স্থানে পথিক কাঞ্চনমালাকে অঙ্কে সংস্থাপনপূর্ব্বক নয়নজলে তাঁহার বক্ষস্থল সিক্ত করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। পথিক বহুসংখ্যক সমবেত যোদ্ধৃপুরুষকে সমীপাগত দেখিয়া অতি শ্লক্ষ্ণ বাক্যে বলিলেন “আপনারা কে এবং কি অভিপ্রায়েই বা এস্থানে আগমন করিলেন?” তাহারা বলিল “আমরা গিজনী অধিপতি কুতোবুদ্দিনের সৈন্য। লোকমুখে দিল্লীশ্বরী কাঞ্চনমালার বনযাত্রা আকর্ণন করিয়া সিংহাসন লোভে হস্তিনা-নগরী অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম। বনমধ্যে তোমার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি। যাহাহউক, তোমাকে কিছু

জিজ্ঞাসা করি যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণীর মৃতদেহ তুমি ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছ, ইনি কে ? ইহাঁকে যেন দিল্লিতে একবার দেখিয়াছি দেখিয়াছি বলিয়া ভ্রম হইতেছে।" পথিক দীননয়নে সকাতর মনে বলিলেন "ইনিই সেই দিল্লীশ্বরী কাঞ্চনমালা।" তাহারা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের সেনাপতিকে বলিল "মহাশয় ? আমরা বহুদিবসাবধি যে দুর্ব্বৃত্তার অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক নানা কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম, এই সেই রমণী। সেনানী শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল "ঐ কামিনী হইতে আমাদিগের অনেক অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছে। অতএব তোমরা উহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেল।" পথিক সৈন্যাধ্যক্ষের এই হৃদয়বিদারণ আদেশ শ্রবণে গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া বলিলেন "মহাশয় ! মৃতদেহের উপর অস্ত্রাঘাত করিয়া আর আমাকে যাতনা দিবার প্রয়োজন কি ? তাহাতে আপনার ক্রোধের কোন উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি আপনার নিকটে অমূল্যরত্ন কাঞ্চনমালা ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ইহাঁকে স্পর্শ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন না। আমাদিগের ধর্ম্মানুসারে আমি ইহাঁর সৎকার করিব। কিন্তু আপনি যদ্যপি তাহাতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহে আপনার সমক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব।" পথিকের রোদন এবং কাতরতা সন্দর্শনে সেনাপতির পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমাদিগের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা আমার অভিপ্রেত নহে। এক্ষণে যাহা অভিরুচি হয় কর।" এই বলিয়া সহদলবলে চলিয়া গেল।

তাহারা গমন করিলে পর পথিক কাঞ্চনমালাকে অঙ্ক হইতে ভূমিতলে সংস্থাপনপূর্ব্বক কতক গুলি অগুরু শুষ্ক দারু সঞ্চয় করিয়া চিতাসজ্জা করিলেন এবং রমণীকে বিধিপূর্ব্বক স্নান করাইয়া তদুপরি শয়ন করাইলেন। দুই খানি কাষ্ঠফলককে ঘর্ষণ করিয়া তাহাহইতে কৃশানু বিনির্গত করিলেন। পরে রমণীর মুখাগ্নির কাল সমাগত হইলে পথিক আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে "হা নিদারুণ বিধে ! হা নিষ্ঠুর বিধে ! তুমি আমার অদৃষ্টে কি এতই লিখি-

য়াছিলে? যাঁহার মুখচন্দ্র ম্লান দেখিলে আমার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়, অদ্য কেমন করিয়া তাঁহার সেই মুখমণ্ডল জ্বলন্ত পাবকে বিদগ্ধ করিব? কেমন করিয়া কাঞ্চনমালার কমনীয় কলেবর স্বহস্তে ভস্মরাশি করিব? কিরূপেই বা রাজকুমারীর অদর্শনে দেহ ধারণ করিয়া থাকিব? হায়! আমার কেন অগ্রে মৃত্যু হইল না। আমি হতভাগ্য যদি সংসারলীলা সম্বরণ করিতাম, তাহা হইলেত আর আমাকে স্ত্রীহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইত না। এখনও যদি সৌভাগ্য বশতঃ মৃত্যু হয়, তাহাহইলেও আর এরূপ চণ্ডালাচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। হায়! আমি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম যে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া কাঞ্চনমালার মুখদর্শন করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, কিন্তু আমার সে আশা জলধরোদিত জলধনুর ন্যায় অল্পকালের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল। বিধাতা আমার সুশোভনা বাসনা লতা নবমুঞ্জরিত, কুসুমিত, ফলিত হইতে না হইতেই অকালে সমূলে উচ্ছেদ করিলেন।" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ধূলায় ধূসরিতকলেবর হইয়া মা, মা, বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এক এক বার গাত্রোত্থান করিয়া কাঞ্চনমালার নিকটে গমন করেন, শোকভরে বারম্বার তাঁহার শির চুম্বন করেন। কখন বা জীবিত ভ্রমে ভূমিতলে নামাইয়া ক্রোড়ে করিয়া লন, আবার ক্ষণকালপরে চিতোপরি পুনঃ সংস্থাপন করিয়া বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ব্যথিতহৃদয়ে ধরাতলে বিলুণ্ঠন করেন।

এইরূপে বহুক্ষণ বিগত হইলে পথিক ধীরে ধীরে উঠিয়া সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না অমানবী দিল্লিশ্বরীর মুখ কমলে দমুন সমর্পণ করিলেন। বিশুষ্ক কাষ্ঠরাশি ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া তাহার সুকোমল কলেবর অল্পক্ষণের মধ্যেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। পথিক কাঞ্চনমালার অদর্শনে একবারে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন। ভূমিতলে পতিত হইয়া বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হন, আবার চেতনা প্রাপ্ত হইলেই মা, মা, বলিয়া রোদন করিয়া উঠেন। ক্রমশঃ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া পুষ্খানু-

পুঙ্খরূপে কাঞ্চনমালার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার সন্দর্শন না পাইয়া বিবেচনা করিলেন, বুঝি তাঁহার প্রিয়তমা তনয়া তাঁহার প্রতি অভিমানিনী হইয়া বনপ্রবেশ করিয়াছেন। অমনি দ্রুত পাদসঞ্চারে পর্ব্বত হইতে নামিয়া বনখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন একটি প্রকাণ্ড পাদপে নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ কলরব করিতেছে। দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পক্ষিগণ। তোমরা যাঁহার ললিত স্বরের অনুকরণ করিতে, প্রত্যহ প্রত্যূষে সুমধুর কলরবে যাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে, এক্ষণে সেই তপস্বিনী রমণী কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন বলিতে পার ?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে হতাশ হইয়া বলিলেন 'অহো! বুঝিতে পারিয়াছি, তোমরা সকলে সময়ের সুহৃৎ, অসময়ে আর তোমরা চিনিতে পার না, এই বলিয়া সুদুঃখিত মনে গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, একটি মনোহর সরোবরে বিকসিত কমলকুল অনিল হিল্লোলে মৃদু মন্দ দুলিতেছে। দেখিয়া সাদর সম্ভাষণে বলিলেন "কমলিনি! যাঁহার মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া বিধাতা তোমার সুকোমল অবয়ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমার সেই কাঞ্চনমালা কোথায় বলিতে পার ? সরসীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিলে স্বভাবতই নাকি প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে, এইজন্য ঐ সকল কথাগুলিও প্রতিধ্বনিত হইল। পথিক তাহাতে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "নলিনি! তুমি যেমন মধুভরে গরবিণী হইয়া আমাকে উপহাস করিলে, তেমনি আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি, শিশিরকাল সমাগত হইলে তোমার আর দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না। অথবা তোমারই বা দোষ কি, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইলে লোকের হৃদয়ে হিতাহিত বিবেচনা অধিবসতি করিতে পারে না। এই বলিয়া বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গন্ধবহ! শুনিয়াছি তোমার নাম সদাগতি, তোমার সদা সর্ব্বত্রগতি, তবে বল দেখি আমার লাবণ্যময় কাঞ্চন প্রতিমা কাঞ্চনমালা কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন ? একি, তুমি যে আমার কথার কিছুই উত্তর প্রদান করিতেছ না ? তবে আর তোমাকে

অনুনয় করিবার প্রয়োজন কি? যাই, স্থানান্তরে গমন করি। এই বলিয়া পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই একটি সুরঙ্গনয়নী হরিণী তরুণ তরুচ্ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া রোমন্থ করিতেছে। দেখিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "কুরঙ্গিনি! যিনি পেলবকরে মোহন বেণু ধারণ করিয়া বাদন করিলে তোমরা আর অন্যত্র থাকিতে পারিতে না, সেই আমার একমাত্র স্নেহময়ী জননী কোথায় আছেন এবং কিরূপে-ইবা কালযাপন করিতেছেন, তাহা বলিতে পার? মৃগী সহসা একজন অপরিচিতকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া স্বভাবসিদ্ধ ভয় প্রযুক্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন-পরায়ণ হইল। পথিক হরিণীকে পলাইতে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন 'কি আশ্চর্য্য! আমি যাহাকে আমার দুঃখের বারতা বিজ্ঞাপন করি, সেই আমাকে দীনহীন দেখিয়া হতাদর করে। ঘৃণা করিয়া কেহই আমার জিজ্ঞাস্যের উত্তর প্রদান করে না। হায়! সংসার কি ভয়ানক স্থান। আমি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি ইহা কেবল দ্বেষ হিংসাতেই পরিপূর্ণ। ইহাতে দয়া ধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। যেমন, যদবধি নলিনীর সঞ্চিত মধু হৃদয় ভাণ্ডারে প্রচুর রূপে অবস্থিতি করে, তদবধি সরোজনেত্র দিনমণি স্বকীয় কর নিকরে প্রিয়ার মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করিয়া সুখে মধুপান করিয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট ভাগ ভ্রমর মৌমাছি প্রভৃতি কুসুমকান্তের দ্বারাই উল্লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে কমলিনী মধুহীনা হইলে আর কেহই তাহার নিকটে আগমন করে না। এমন কি প্রাণনাথ দিননাথও তাহার দুর্গতি দর্শনে দয়ার্দ্র চিত্ত না হইয়া বরং ক্রোধ-রক্তেক্ষণে বিশুষ্ক করিয়া থাকেন! তেমনি যতদিন অবধি লোকের ললাট-দেশে কমলা অচলারূপে অবস্থিতি করেন, ততদিন পর্য্যন্ত সকলেই তাহার অনুগত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ সৌভাগ্য পদবী হইতে একবার পাদস্খলিত হইলে আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না। তখন জ্ঞাতি, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই বিপক্ষ হইয়া উঠেন। অতএব সকলেই ধনবানের পূজা করিয়া থাকে, সকলেরই অন্তঃকরণ চাটু-কারিতা এবং পক্ষপাত দোষে লিপ্ত, এইরূপ বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পান, তাহাকে কাঞ্চন-

মালার বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে বহুদূর গমন বরিয়া ক্রমে প্রবাহিণী তীরে উপনীত হইলেন। আহা! তখন পথিকের সেই প্রশান্ত স্বভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আর সে নয়নতৃপ্তিকর নয়নের মধুময় ভাব নাই। বিমল বদনকমলের মনোহারিত্ব নাই। শান্তমূর্ত্তির সৌকুমার্য্য নাই। জ্ঞানপুঞ্জ পরিপূরিত দেহকুঞ্জে জ্ঞানরাশি বর্ত্তমান নাই। অপরূপ রূপরাশি নাই। ধর্ম্মচিন্তায় মনোনিবেশ নাই। সকলই বিরূপ হইয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে শোকদুঃখের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেবল দুইচক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু জল পড়িতেছে, আর মুখে হায়! কি হইল, হায়! কিহইল! কি হইল, এইরব শুনা যাইতেছে।

পথিক তটিনীর তটে দাঁড়াইয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পরে ধীরে সিক্ত সৈকত ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া নদীর জলে নামিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "ধরিয়াছি, ধরিয়াছি বৎসে! আর তোমাকে ছাড়িব না" বলিয়া এক লম্ফে নিম্নগার মধ্যস্থলে নিপতিত হইলেন। আহা! তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ হইতে "কাঞ্চনমালা, কাঞ্চনমালা, কাঞ্চনমালা" এই মধুময় কথাটি বিনির্গত হইতেছিল। আমরা পথিকের পুনর্দ্দর্শন লালসায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উপকূলে দাঁড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	৯	যুদ্ধারূপ	যুদ্ধরূপ
৬৭	১৪	পুরন্ধীগণ	পুরন্ধ্রীগণ
৬৮	৮	দীর্ঘনিশ্বাম	দীর্ঘনিশ্বাস
৭০	২৫	অত্যুচ্ছিত	অত্যুচ্ছ্রিত
৮১	২৩	একাকিকী	একাকিনী
৮৬	১১	করিতেছিলেন	করিয়াছিলেন
৮৭	২	শস্ত্রবিদ্যনিপুণতা	শস্ত্রবিদ্যানিপুণতা
৮৮	১৬	যেমনি	তেমনি
৮৮	১৬	সকলরই	সকলেরই
৮৯	১৩	প্রত্যশা	প্রত্যাশা
৯৪	১৬	নিষ্কান্ত	নিষ্ক্রান্ত
৯৪	২০	নিশিত নির্ব্বাচন	নিশিতাস্ত্র নির্ব্বাচন
৯৫	১১	অস্বারোহী	অশ্বারোহী
৯৬	২১	আমার আমার	আমার
১০১	১১	সাত্রস্নিগ্ধ	সান্দ্রস্নিগ্ধ
১০৪	১০	লোলিত মাংসে	শোণিত মাংসে

উপক্রমণিকা।

যে দিল্লীশ্বর পৃথুরাজ আর্য্য জাতির শিরোভূষণ ছিলেন এবং যাঁহার অকাল বিয়োগে ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হইয়াছে, কাঞ্চনমালা তাঁহারই মহিষী। ইনি ইতিহাসে অনঙ্গমঞ্জরী নামে প্রসিদ্ধ এবং রূপে, গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে ভারতীয় কামিনীগণের মধ্যে একটী অসামান্যা রমণী রত্ন বলিয়া পরিগণিত। ইহাঁর জীবন যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ, তৎপাঠে চিত্ত যার পর নাই বিমোহিত এবং একান্ত শোকাভিভূত হয়। ইহাঁর সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণিত আছে, তদবলম্বন পূর্ব্বক বর্ত্তমান কাঞ্চনমালা উপাখ্যান সংরচিত হইল। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় উপন্যাস স্বরূপ লিখিত এবং বিচিত্র স্বভাব বর্ণনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে এবং কাঞ্চনমালার নিজমুখে তাঁহার ইতিবৃত্ত একাদিক্রমে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার মৃত্যু ও তদানুসঙ্গিক ঘটনা বর্ণনে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

অধুনা বঙ্গভাষা সচরাচর যাদৃশ অবয়ব ও গঠন সম্পন্ন দেখাযায়, তাহাতে এই চম্পু কাব্যখানির ভাষা কতদূর সাধারণের আদরণীয় হইবে বলা যায় না। ইহার রচনা অনেক পরিমাণে সংস্কৃত প্রথানুসারিণী হইয়াছে এবং কাব্যের মধু-

রতা আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণ বহুবিধ শব্দের সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তদভিপ্রায়ে গ্রন্থমধ্যে অনেক নূতন শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। এজন্য গ্রন্থকারের অপরাধ সহৃদয় পাঠকগণকে ক্ষমা করিতে হইবে। গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের শিক্ষোপযোগী করিবার জন্য এবম্প্রকার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে এবং ইহাদ্বারা যতদূর সাধ্য নীতি শিক্ষার সাহায্য লাভ হইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে হিতোপদেশ সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানটীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া ইহাকে সাধারণ পাঠকবর্গের মনোরম করিতেও লেখক সাধ্যের ক্রটী করেন নাই। যাহাহউক এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের যে অনেক বিষয়ে হীনতা ও ক্রটি আছে, তাহা তিনি অনবগত নহেন। গুণগ্রাহী সুধীগণ দোষভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন এই মাত্র ভরসা।

উপসংহার স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য, কোন্নগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, মহাশয় বহু ক্লেশস্বীকারপূর্ব্বক এই গ্রন্থ খানির আদ্যোপান্ত সংশোধন এবং স্থানে স্থানে লেখনী চালনাপূর্ব্বক ইহার শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। এমন কি তাঁহারই সাহায্যে আমি এই চিরদুঃখিনী বনবাসিনী তপস্বিনীকে পাঠক মহোদয়গণের করকমলে অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে ইনি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইলে আমি সমুদায় আয়াস ও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
১৪ই চৈত্র—শকাব্দ ১৭৯৪

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২৭৮

কাঞ্চন মালা।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

লভিতে সকলে যত্নে যশ পরিমল।
ভাগ্যক্রমে উপার্জয় অমৃতে গরল ॥
সুনাম চকোর অরি,
কলঙ্ক অম্বর পরি,
ডুবায় তিমিরে কোথা মানস গগণে।
কোথায় মিটায় ক্ষুধা সুধা বরিষণে ॥

চাউল খোলা নিবাসি
শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা।

প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ১ টাকা মাত্র।